উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৭০৮.৫২ (-৪৪২.৯৩)
নিফটি : ২৪,২৩৮.৫০ (-৯৫.৮০)

‘একুশ জুলাই’ রিপোর্ট পেশ শুভেন্দুর ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

ভেনেজুয়েলা নই, হুংকার ইরানের ৭

ট্রফি দিয়ে মঞ্চ ছাড়তে নারাজ ট্রাম্প
হাসির খোরাক প্রেসিডেন্ট ১২

শিলিগুড়ি ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 July 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 64

অস্তরাগের আলিঙ্গন

বিশ্বজয়ের উৎসব ভুলে মেসির কাঁধে মাথা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার পর মেটলাইফ স্টেডিয়ামের গ্যালারি তখন স্প্যানিশ উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কিন্তু আমার চোখ আটকে ছিল মাঠের এক প্রান্তে। সতীর্থদের উদযাপন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, কনফেত্তির বৃষ্টি- সব কিছু উপেক্ষা করে ১৯ বছরের এক তরুণ ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মাঠের অন্যদিকে। সেখানে রানার্সের পদক নিয়ে নিজের দেশের সমর্থকদের সামনে দাঁড়িয়ে তখন অঝোরে কাঁদছেন ৩৯ বছরের এক কিংবদন্তি। তরুণকে এগিয়ে আসতে দেখে কিংবদন্তি নিজেই তাঁর চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালেন। স্পেনের লামিনে ইয়ামাল যখন তাঁর শৈশবের আদর্শ লিওনেল মেসিকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন মেটলাইফের আকাশ-বাতাস যেন এক অদ্ভুত বিষাদে ভারী হয়ে উঠল। উচ্চতায় বড় ইয়ামাল একেবারে সন্তানের মতো মাথা রাখলেন মেসির কাঁধে। একটা দীর্ঘ আলিঙ্গন, আর সেই সঙ্গেই যেন নিঃশব্দে হস্তান্তর হয়ে গেল বিশ্ব ফুটবলের রাজদণ্ড।

মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগের সেই মুহূর্তটার কথা বলতে গিয়ে ইয়ামালের গলা বুজে আসছিল। তিনি বলছিলেন, ‘উনি আমার সব, আমার আদর্শ। আমি শুধু ওঁর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, আই অ্যাম সরি। উনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তুমি এর চেয়েও অনেক বেশি কিছুর যোগ্য। আমি শুধু ওঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল।’

ফুটবল যদি একটা ক্যানভাস হয়, তবে মেসি নিশ্চিতভাবেই তার শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইয়ামালের কথায় সেই মুগ্ধতা আর বেদনার সুর, ‘ফাইনালের পর যখন মেসির দিকে তাকালাম, তখন সেখানে কোনও বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে দেখিনি।

এরপর দশের পাতায়

আমার ছেলেমেয়েদের গল্প করার মতো একটা দারুণ স্মৃতি হল আজ। একদিন হয়তো আমারও কোনও পরিবর্ত চলে আসবে, কিন্তু বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও লিওনেল মেসি আর আসবেন না। আমি আজীবন এই গর্ব বুকে বয়ে বেড়াব যে আমি ওঁর সঙ্গে একই মাঠে খেলেছি।

-লামিনে ইয়ামাল

অনশনেই ওয়াংচুক

জেন জেড রুখতে লাঠি, গ্যাস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : পুলিশি প্রতিরোধের খামতি ছিল না। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ইত্যাদি কোনও কিছুতে শেষপর্যন্ত সংসদ অভিযান ঠেকানো গেল না। ককরোচ পার্টি ডাক দিলেও সোমবারের এই অভিযানে দলমতনির্বিশেষে তরুণ প্রজন্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। যার ফলে ধুন্ধুমার বাধে দেশের রাজধানীর রাজপথে। পরিস্থিতি বুঝে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জগৎপ্রকাশ নাড্ডা ককরোচ পার্টির দুই প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন।

১০ মিনিটের সেই বৈঠকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি বলে ককরোচ পার্টির আশুতোষ রাঙ্কা জানান। আলোচনার খবর শুনে প্রথমে অনশন প্রত্যাহারে রাজি হয়েছিলেন সোনম ওয়াংচুক। কিন্তু তরুণদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের কথা শুনে তিনি ফের অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন। একমাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদরা যদি হাসপাতালে এসে তাঁর সঙ্গে বা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন, তবেই তিনি অনশন ভাঙবেন বলে জানান।

নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ পার্টির আন্দোলন চলছে। শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ওই আন্দোলনের সমর্থনে গত ২৩ দিন ধরে আন্দোলন করছেন। সেই আন্দোলনে সোমবার ছিল ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচি।’ সকালে যন্তরমন্তর থেকে মিছিল শুরু হয় বৃষ্টির মধ্যে। রেইনকোট পরে অনেকে সেই মিছিলে যোগ দেন। হাতে ছিল জাতীয় পতাকা ও ভারতের সংবিধান।

- সরকার প্রথম আলোচনায় বসলেও অচলাবস্থা কাটেনি
- ককরোচ পার্টির দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দেয়নি কেন্দ্র
- তবে যন্তরমন্তরে অবস্থান মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে পুলিশ
- পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ওয়াংচুক অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন

এই কর্মসূচির জন্য অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। পরে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ভাইরাল ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) এক তরুণ পুলিশের যথেচ্ছ লাঠিচার্জ সত্ত্বেও অনড়।

এরপর দশের পাতায়

পুলিশের মারে জখম এক প্রতিবাদী। নয়াদিল্লিতে সোমবার।

আ মরি বাংলা ভাষা...

সরকারি কাজ বাংলায়, শুভেন্দুর মাস্টারস্ট্রোক

কলকাতা, ২০ জুলাই : গুজরাটির পরামর্শে সরকারি কাজে বাংলা। ১ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কাজ বাংলায় হবে। সোমবার বিধানসভায় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানালেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত। ইঙ্গিতটা অবশ্য রবিবার শা ও শুভেন্দু অধিকারী- দুজনই দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি প্রচারকে ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রীর প্রচার ছিল, বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না।

উলটোপথে হেঁটে বিজেপি সরকার বাঙালি অস্মিতায় শান দিল। বিধানসভায় শুভেন্দুর ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যে সরকারি কাজকর্মে সব চিঠিপত্র, নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি বাংলাতেই লেখা হবে। তাঁর কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করলাম।’ এর ফলে সরকারি ফাইল, নোট, এমনকি থানায় এফআইআর ইত্যাদি সবই বাংলাতে লেখা

বাধ্যতামূলক হল। এই সিদ্ধান্ত এমনই এক মাস্টারস্ট্রোক যে একদা মমতা-ঘনিষ্ঠরাও স্বাগত জানিয়েছেন।

কবি সুবোধ সরকারের কথায়, ‘অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। সবরকম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আগে যা কখনও হয়নি, তা হতে চলেছে।

এরপর দশের পাতায়

বিজেপি নেতাদের হাতে পুজো কমিটির রাশ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : দুর্গাপুজো এখনও মাস দুয়েক বাকি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজনীতির ভরকেন্দ্র শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর ‘দখলদারি’ নিয়ে দড়ি টানাটানি। বিজেপির রাজ্য সভাপতির কড়া নির্দেশ, দলের বিধায়করা পুজোর কোনও সরাসরি দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। কিন্তু বিধায়করা না থাকলে কী হবে? শিলিগুড়ির পুজো কমিটিগুলোর রাশ এখন বিজেপির মাঝারি ও বুথ স্তরের নেতাদের হাতে। কোথাও ঘুরিয়ে রাশ ধরে রয়েছেন দলের কোনও বড় মাপের নেতা। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব বহু পুজো কমিটি থেকেই কমতে শুরু করেছে। কোথাও তাঁরা নিজেরাই সরে যাচ্ছেন, আবার কোথাও তাঁদের কার্যত সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দাদাভাই স্পোর্টিংয়ের পুজো পরিচালনায় এবছর বড় পালাবদল হয়েছে। শহরের অন্যতম হাই প্রোফাইল এই পুজোয় গতবার সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। কিন্তু সমীকরণ উলটে রঞ্জনকে সরিয়ে ফের সভাপতির চেয়ারে বসানো হয়েছে বিজেপি নেতা অখিল বিশ্বাসকে। দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর আরও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। ক্লাব সম্পাদক বাবুল পালচৌধুরী অবশ্য

- বিধায়করা পুজোর কোনও সরাসরি দায়িত্বে থাকতে পারবেন না বলে বিজেপির দলীয় নির্দেশ
- দাদাভাই স্পোর্টিংয়ের পুজো কমিটির সভাপতির দায়িত্ব থেকে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রকে সরিয়ে আনা হয়েছে অখিল বিশ্বাসকে
- শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘের পুজোয় সম্পাদক প্রীতম সিংহ এবং সভাপতি লক্ষ্মণ বনসল দুজনেই সংঘ পরিবারের

পরিস্থিতি সামাল দিতে বলছেন, ‘নতুন-পুরোনো মিলে কমিটি করা হয়েছে।’ রঞ্জনের কথায়, ‘আমি গতবছর পর্যন্ত একাধিক ক্লাবের সভাপতি ছিলাম। এবার দাদাভাই স্পোর্টিংয়ে একটি মিটিং হয়েছে বলে শুনেছি। বাকিটা জানি না। অন্য পুজো কমিটির ক্ষেত্রে কী হয়, তা ক্রমশ জানা যাবে।’

শক্তিগড়ের ক্লাবেও সংঘের প্রবেশ। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী উজ্জ্বল সংঘে এবার থিম অযোধ্যার রাম মন্দির। পুজোর রাশ সরাসরি চলে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের হাতে। কমিটির সম্পাদক হয়েছেন প্রীতম সিংহ এবং সভাপতি পদে বসেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লক্ষ্মণ বনসল। প্রীতম বিজেপির পুরোনো যুব নেতা। এবার পুজো নিয়ে তিনি আরও সক্রিয়। তিনি বলেন, ‘পুজো রাজনীতির ঊর্ধ্বে সকলের প্রচেষ্টায় হবে। প্রত্যেকবার কমিটি অদলবদল হয়েই থাকে।’

গত বছর রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন তৃণমূলের কমল আগরওয়াল, আর সম্পাদক ছিলেন মনোজ নাগ ও গৌতম ভদ্র। এবার ছবিটা একেবারেই আলাদা। এবার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সৌমিত্র সাহা, আলোক ঘোষ ও শিবঙ্কর ঘোষ। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এখনও পর্যন্ত নতুন সভাপতির নাম ঘোষণাই করা হয়নি। কমলের কাছে ফের প্রস্তাব গেলেও সিদ্ধান্ত নেননি তিনি।

সুব্রত সংঘের ৫৯ বছরের পুরোনো পুজোয় সেক্রেটারি রবীন্দ্রকুমার নাথ। সভাপতি পদে আনা হয়েছে বিজু সাহাকে। তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলেই খবর। সদস্য ভোলানাথ চক্রবর্তীও এবারে নতুন সমীকরণে শামিল। ভোলানাথ আরএসএসের শিলিগুড়ির সক্রিয় নেতাদের একজন। তবে পুজোর আয়োজনে রাজনীতি নেই বলে দাবি ক্লাব কর্মকর্তাদের।

এরপর দশের পাতায়

প্রশ্রয়ের রাজনীতিতেই নগেনের ঔদ্ধত্য

এটি ওঁর নিজস্ব বক্তব্য। দল ওই বক্তব্যকে কোনওভাবেই সমর্থন করে না। -নিশীথ প্রামাণিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের কুমন্তব্যের পরেও বিজেপি কার্যত নীরব। পদ্ম শিবির এখন পর্যন্ত নগেনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করেনি। নগেন বারবার বেলাগাম মন্তব্য করলেও এবার তিনি সব সীমা অতিক্রম করে স্বয়ং দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিশানা করেছেন। নেতাজিকে নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক কুমন্তব্য ও কটাক্ষের জেরে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতেও রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁকে নিয়ে শাসকদলের একজন সাংসদের এমন অবমাননাকর মন্তব্য আপামর বাঙালির আবেগে চরম আঘাত হেনেছে।

বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর শাস্তির দাবি উঠলেও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিজেপি দায় এড়াতেই ব্যস্ত। বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেছেন, ‘এটি ওঁর নিজস্ব বক্তব্য। দল ওই বক্তব্যকে

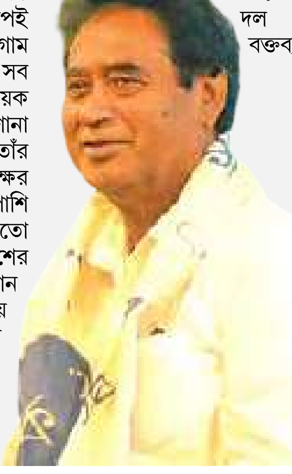

কোনওভাবেই সমর্থন করে না।’ দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ‘উচ্চ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখছে।’

নগেন অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও নানা সময়ে একের পর এক বিতর্কিত এবং প্ররোচনামূলক মন্তব্য করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলেছেন। কখনও তিনি প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে পৃথক কোচবিহার রাজ্যের জোরালো দাবি তুলে বাংলাভাগের উসকানি দিয়েছেন, কখনও আবার নিজেকে ভগবান, মহারাজা বলে ঘোষণা করেছেন। ইতিহাস বিকৃত করে চরম বিতর্ক বাধিয়েছেন বরাবরই। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কাঠামো নিয়ে অবমাননাকর কথা বলেছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের একাংশকে উসকে দিয়ে তিনি বারবার রাজনৈতিক ফায়দা লোটার

এরপর দশের পাতায়

Bhawanipur Global Campus

Formerly NSHM Kolkata

NAAC A+

bhawanipurglobal.edu.in

THE WORLD IS CHANGING FASTER THAN YOUR SYLLABUS.

At BGC, the future is yours to make.

Here we don't just keep up, we create new pathways, new opportunities for an ever-changing tomorrow. Explore our UG and PG Programmes with new-age specialisations and a plethora of possibilities.

Courses Offered

School of Business & Management
BBA
BBA - Banking & Finance
BBA - Entrepreneurship
BBA - Hospital Management
BBA - Global Business
BBA - Sports Management
MBA
Master of Hospital Administration
Executive MBA

School of Allied Health
Bachelor of Psychology
Bachelor of Nutrition & Dietetics
Bachelor of Optometry
Master of Nutrition & Dietetics
Master of Optometry
Master of Public Health
M.Sc.- Clinical Psychology

School of Pharmacy
Bachelor of Pharmacy
Master of Pharmacy - Pharmaceutics
Master of Pharmacy - Pharmacology

School of Hospitality and Culinary Arts
BBA - Travel & Tourism Management
BBA - Aviation Hospitality Services & Management
B.Sc. - Hospitality & Hotel Administration
B.Sc. - Culinary Science
M.Sc. - Hospitality Management
Master of Tourism & Travel Management

School of Media
B.Sc. - Media Science
M.Sc. - Media Science

School of Design
B.Sc. - Fashion Design & Management
B.Sc. - Interior Designing
B.Sc. - Multimedia, Animation & Graphics
M.Sc.- Multimedia, Animation & Graphic Design

School of Advanced Computing
B.Sc. - Data Science
BCA
BCA - Artificial Intelligence & Machine Learning (AI & ML)
BCA - Data Science & Cyber Security
M.Sc. - Data Science & Analytics
MCA

What Makes BGC Distinctive

- 90+ Years of Academic Legacy rooted in excellence and innovation
- AI-integrated courses, NEP-aligned curriculum & new-age specialisation to enhance career readiness
- State-of-the-art Infrastructure with advanced labs and learning spaces
- Global Academic Partnerships for research, exchange programmes, and international certifications
- Industry-driven Learning through workshops, expert sessions, and CXO-led interactions
- International Exposure with mobility programmes and global immersion opportunities
- Strong Internship & Placement Support with leading companies
- Future-ready Skill Development through hands-on training, design thinking, and live-case studies

Collaborations

IBM
SONY
Erasmus+
fssai
Analytics Society of India
aws

An Autonomous Institution Affiliated to MAKAUT | Approved by AICTE & UGC (under section 2F) | NAAC A+ Accredited

Last Date for Application Closes on 30th July, 2026

All Undergraduate Programmes offered as Honours/Honours with Research.

Apply Online

Bhawanipur Global Campus, Kolkata. 60, B.L. Saha Road, Kolkata-700053

CALL: 91269 91269

BATCH COMMENCES AUGUST 2026 ONWARDS

innercircleindia.com

আচমকা র‍্যাশন না পেয়ে ক্ষোভ পাহাড়, সমতলে

বাদ লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : পাহাড়, সমতল সর্বত্রই প্রচুর মানুষের র‍্যাশন কার্ড আচমকা বাতিল হয়ে গিয়েছে। যার ফলে তাঁরা র‍্যাশনে খাদ্যপণ্য নিতে গিয়ে ফিরে আসছেন। আর এই ঘটনায় রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কালিম্পং এবং দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় সোমবার পর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক র‍্যাশন কার্ড বাতিল হয়েছে। সমতলেও প্রচুর উপভোক্তা পরিবারের নাম বাদ গিয়েছে বলে এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ এদিন জানিয়েছেন, জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার র‍্যাশন কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট (অকেজো) করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বাদ যাওয়া পরিবারগুলির নথিপত্র খতিয়ে দেখা হবে কি না সেই বিষয়ে কোনও নির্দেশ আসেনি। মঙ্গলবার এই নিয়ে রাজ্য স্তরে একটা ভিডিও কনফারেন্স রয়েছে। সেখান থেকেই নতুন কোনও নির্দেশ আসতে পারে।' দার্জিলিংয়ের খাদ্য নিয়ামক মানিক সরকার ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

■ পাহাড়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং শিলিগুড়িতে চা-বাগান শ্রমিক সহ ৫০ হাজার কার্ড অকেজো

■ ই-পস মেশিনে তথ্য না আসায় ডিলারদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন খালি হাতে ফেরা উপভোক্তারা

সরকারি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনা (এএওয়াই), প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড (পিএইচএই) এবং স্টেট প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড (এসপিএইচএইচ) এই তিনটি বিভাগে র‍্যাশন দেওয়া হয়। রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় রাজ্য সরকার আরকেএস-১, আরকেএস-২ এই দুটি প্রকল্পে বাকিদের র‍্যাশন দেয়। কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি থেকেই নাম বাদ গিয়েছে। রাজ্যের দুটি প্রকল্পের সমস্ত কার্ডই চালু রয়েছে।

র‍্যাশন ডিলাররা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত থেকেই নামগুলি বাদ যেতে শুরু করেছে। সাধারণত উপভোক্তাদের র‍্যাশন কার্ড ই-পস মেশিনে সোয়াইপ করলেই সেই পরিবারের সমস্ত তথ্য চলে আসতে। তারপর বায়োমেট্রিক নিয়ে র‍্যাশন দেওয়া হত। শনিবার র‍্যাশন নিতে আসা গ্রাহকদের কার্ডগুলি ই-পস মেশিনে দেওয়ার পরেও তথ্য আসছিল না। বায়োমেট্রিক মেশিনও বিপ বিপ আলো জ্বলছিল না। অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটায় বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পাহাড় এবং সমতলে র‍্যাশন ডিলাররা নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সমস্যার কথা চালাচালি করেন।

এমআর ডিলার সংগঠনের পার্বত্য শাখার সম্পাদক মনোজ গুরুংয়ের বক্তব্য, 'শুক্রবার রাত থেকেই র‍্যাশন কার্ড বাতিল হওয়া শুরু হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং মিলিয়ে পাহাড়ে প্রায় চার লক্ষ গ্রাহক রয়েছেন। তার মধ্যে সোমবার পর্যন্ত পাহাড়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার র‍্যাশন কার্ড বাতিল হয়েছে। মানুষ র‍্যাশন নিতে এসে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ডিলারদের গালমন্দ করছেন। অথচ ঠিক কী কারণে এই কার্ড বাতিল হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।'

পাহাড়ের বহু এলাকা রয়েছে যেখানে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা নেই। দিনমজুরের সংখ্যাই বেশি। সেখানে র‍্যাশনের চাল, গমই তাঁদের পেট ভরানোর সম্বল। সেখানে দাঁড়িয়ে র‍্যাশন বন্ধ হয়ে যাওয়া সর্বত্রই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ধীরেন সিনহা বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে চা বাগান শ্রমিকদের মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার র‍্যাশন কার্ড সোমবার পর্যন্ত বাতিল হয়েছে। উপভোক্তারা এসে র‍্যাশন না পেয়ে ডিলারদের ওপরে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। অথচ কার্ড বাতিল হওয়ার সঠিক কারণ আমাদের জানা নেই।'

রাজনৈতিক মহলেও এনিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ রোহিত শর্মার র‍্যাশন কার্ডও বাতিল হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'র‍্যাশন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কার্ডটা তো একটা নথি হিসাবে বৈধতা পেতে পারে।'

ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি পাহাড়ের মানুষের র‍্যাশনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার তীব্র নিন্দা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি সাংসদ রাজু বিস্টকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাও। দলের সভাপতি বিমল গুরুং বলেছেন, 'র‍্যাশন কার্ড বাতিল হওয়ায় পাহাড়ের মানুষ বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। রাতারাতি কোনও কারণ না দেখিয়ে এভাবে কার্ড বাতিল হওয়ায় মানুষের খাদ্যাভাব তৈরি হতে পারে।' ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপাও এভাবে র‍্যাশন কার্ড বাতিল হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন তুলেছেন।

খাজনা আদায়ে মারধর, আটক তৃণমূল নেতা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : খাজনা আদায় করতে গিয়ে মার খেলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সোমবার শালুগাড়া হাটের ঘটনা। অভিযোগের তির তৃণমূলের যুব নেতা সঞ্জয় লিম্বুর দিকে। ওই ব্যক্তি সঞ্জয় সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। রাতে সঞ্জয়কে আটক করেছে পুলিশ।

শালুগাড়া হাটকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তৎকালীন খাজনা তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কয়েকজন তৃণমূল নেতা টাকা তুলছিলেন বলে অভিযোগ। থানায় গিয়ে মৌখিকভাবে নালিশ জানান ব্যবসায়ীরা। তখন হাটে তোলাবাজি বন্ধে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এরপর টেন্ডারের মাধ্যমে খাজনা তোলার দায়িত্ব পান রঞ্জিত পারিদা। এদিন খাজনা তুলতে গিয়ে সেই রঞ্জিতই হামলার শিকার হন।

রঞ্জিত বলেন, 'দলবল নিয়ে সঞ্জয় আমাকে বাধা দেয়। ওরা আমাকে ঘিরে গালিগালাজ করতে থাকে। পুরনিগমের কাগজ দেখাতে গেলে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেয়। আমার পকেট থেকে দেড় হাজার টাকাও ছিনিয়ে নেয়। কথা কাটাকাটি বাড়তেই ওরা আমাকে মারধর শুরু করে।' টেন্ডারের দায়িত্বে থাকা আগের ব্যক্তি সরে যাওয়ার কারণেই কি রঞ্জিতকে মারধর করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জখম দাঁতালের চিকিৎসা চলছে। সোমবার বাগডোগরায়।

সঙ্গিনী দখলে দুই মত্ত হাতির দ্বৈরথ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২০ জুলাই : তিন মাসের ব্যবধানে সঙ্গিনী দখলের এক তুমুল লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল বাগডোগরার জঙ্গল। লড়াইয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতি। সোমবার সকালে বাগডোগরা রেঞ্জের ট্রি ল্যান্ড পিকনিক স্পট এলাকায় বনকর্মীদের নজরে আসে রক্তাক্ত ও জখম অবস্থায় খুঁড়িয়ে চলা ওই হাতিটি। সুকনা বন্যপ্রাণী বিভাগ ও বাগডোগরা রেঞ্জের আধিকারিকরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বেঙ্গল সাফারির প্রাণী চিকিৎসক নিক ডোলে এবং ফাঁসিদেওয়ার প্রাণী চিকিৎসক শুভঙ্কর ভৌমিককে ডেকে আনা হয়। দুপুর আড়াইটে নাগাদ জঙ্গলের গভীরে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি (ট্রাঙ্কুলাইজার) ছুড়ে কাবু করার পর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে তার নিবিড় চিকিৎসা।

জঙ্গলে নিজের আধিপত্য ও মনের সঙ্গিনীকে পাওয়ার ব্যাকুলতায় মর্দা হাতিদের মধ্যে এমন মরণপণ যুদ্ধ প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম। অরণ্যের আদিম নিয়মেই বারবার ফিরে আসে প্রেমের এই রক্তাক্ত আখ্যান। এমন লড়াইয়ের জেরেই দাঁতালের সামনের বাঁ পা-টি গুরুতর জখম ও ফুলে রয়েছে। এ ছাড়া মাথার দিকেও গভীর ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। নিরাপদ দূরত্ব থেকে পরীক্ষা করে চিকিৎসকদের অনুমান, প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক দাঁতালের দাঁতের আঘাতেই এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে চিকিৎসার প্রস্তুতি চলাকালীন হাতিটি ট্রি ল্যান্ডের ফাঁকা জায়গা থেকে বনের গভীরে চলে গিয়েছিল। তবে বনকর্মী ও চিকিৎসক দল হাল ছাড়েননি। তাঁরা গভীর জঙ্গলে পিছু নিয়ে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে বেহুঁশ করেন। বাগডোগরা রেঞ্জের আধিকারিক বলেন, 'হাতিটির দুটি পা-ই ফুলে রয়েছে। পা ভেঙেছে কি না, তা বাইরে থেকে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। প্রথম দিনের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারিতে রাখা হবে হাতিটিকে। প্রয়োজন হলে আবারও চিকিৎসা করা হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে গত এপ্রিল মাসেও বাগডোগরার এই জঙ্গলেই এক দাঁতাল ও মাকনার (দাঁতহীন মর্দা হাতি) মধ্যে সঙ্গিনী দখলের জন্য টানা দু-দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। সেই লড়াইয়ে হেরে মাকনাটি বাগডোগরা ছেড়ে কলাবাড়ি জঙ্গলে চলে যায়। এমনকি গত বছরও একই কারণে বাগডোগরা জঙ্গলে অন্য এক দাঁতাল ও মাকনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটেছিল, যার পরিণতি হয়েছিল মাকনা হাতিটির করুণ মৃত্যুতে। প্রেমের অমোঘ টানে প্রকৃতির বুকেই বারবার লেখা হয় এমন বীরত্ব ও বেদনার ইতিহাস।

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৬ সালের আগস্ট মাসের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচি

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭, তারিখ ১৭.০৭.২০২৬। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসের জন্য নিম্নলিখিত ই-অকশন কর্মসূচি আহ্বান করছেন :

ক্রঃ	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ		
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপ	০৭.০৮.২০২৬	১৪.০৮.২০২৬	২৪.০৮.২০২৬
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ	০৪.০৮.২০২৬	১১.০৮.২০২৬	২৫.০৮.২০২৬
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং জামালপুর ওয়ার্কশপ	১০.০৮.২০২৬	১৮.০৮.২০২৬	২৭.০৮.২০২৬
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১০.০৮.২০২৬	১৯.০৮.২০২৬	৩১.০৮.২০২৬
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৫.০৮.২০২৬	১৩.০৮.২০২৬	২১.০৮.২০২৬
৬.	শিয়াল ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৬.০৮.২০২৬	১৪.০৮.২০২৬	২৭.০৮.২০২৬
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৭.০৮.২০২৬	১৭.০৮.২০২৬	২৫.০৮.২০২৬

(STORES-24/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

৬ মাসও টিকল না পেভার্স ব্লক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : মাস ছয়েক আগে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকায় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে বিভিন্ন কাজ হয়েছিল। সেই প্রকল্পে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে বসানো হয়েছিল পেভার্স ব্লকও। যদিও ছয় মাস যেতে না যেতেই উঠে যাচ্ছে সেই পেভার্স ব্লক। কোথাও কোথাও আবার তা বসে যাচ্ছে। এত অল্প সময়ে পেভার্স ব্লকের এই হালে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বেসরকারি বাস মালিক ও পরিবহণ কর্মীদের একাংশ। এই কাজেও কি তাহলে দুর্নীতি হয়েছে, প্রশ্ন উঠছে। বেসরকারি বাস মালিকদের পক্ষ থেকে অশোক সরকার বলছেন, 'যত টাকায় এই কাজ হয়েছে বলা হচ্ছে, আমাদের মনে হয় না অত টাকার কাজ। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জায়গায় জায়গায় পেভার্স ব্লক খুলে যাচ্ছে।'

এদিকে, বিষয়টা নিয়ে তদন্তের জন্য বেসরকারি বাস মালিকরা পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগেরও চেষ্টা করছেন। বিষয়টা কানে পৌঁছেছে আনন্দময়ের। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা দপ্তরের তরফেও বিষয়টার তদন্ত করব। কোনও দুর্নীতি যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'

পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের আমলে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, 'কেন পেভার্স ব্লকগুলো খুলে যাচ্ছে কিংবা বসে যাচ্ছে, সেটা নিগমের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টই বলতে পারবে। তবে আমার সময় সমস্ত টেন্ডার স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়েছিল, এটুকু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

ছয় মাস যেতে না যেতেই পেভার্স ব্লক বসে গিয়ে জল জমেছে।

রবিবার টার্মিনাসের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে যেতেই দেখা গেল, একাধিক জায়গায় পেভার্স ব্লক উঠে অথবা বসে গিয়েছে। বসে যাওয়া অংশে বৃষ্টির জল জমেছে। একটি বেসরকারি বাসের কনডাক্টর অভয় দাস বলছিলেন, 'কিছুদিন আগেই তো পেভার্স ব্লকগুলো বসানো হয়েছিল। এরমধ্যেই এমন হাল। সত্যি অবাক হতে হয়। কাজটা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে, সেটা পরিষ্কার। কর্তৃপক্ষের উচিত এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া।' বাসচালক ইন্দ্র দে'র বক্তব্য, 'যেভাবে জায়গায় জায়গায় পেভার্স ব্লক বসে বা ভেঙে উঠে যাচ্ছে, তাতে যাত্রী সহ সকলের সমস্যা হচ্ছে। অনেকে হোঁচটও খাচ্ছেন।' নিগমের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক
প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ বিভাগ
(কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড সচিবালয়)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কোটার অধীনে ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে সংরক্ষিত আসন (২০২৬-২৭)

১. (স্বাস্থ্য মন্ত্রক কর্তৃক আসন বরাদ্দ সাপেক্ষে) নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগের সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের পুত্র/কন্যা/বিধবা/ স্ত্রীদের থেকে মেডিকেল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিটি শ্রেণিবিভাগের সামনে তাদের অগ্রাধিকারের ক্রম দেখানো হয়েছে :-

ক্রমিক নং	শ্রেণিবিভাগ	অগ্রাধিকার
(ক)	যুদ্ধে শহিদ প্রতিরক্ষাকর্মীদের বিধবা সন্তান	১
(খ)	যুদ্ধে শারীরিকভাবে অক্ষম এবং চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মীদের সন্তান	২
(গ)	সামরিক সেবার কারণে মৃত্যুবরণকারী কর্মীদের বিধবা/ সন্তান	৩
(ঘ)	সেবারত অবস্থায়, সামরিক সেবার কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম ও চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মীদের সন্তান	৪
(ঙ)	বীরত্ব পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিক ও সেবারত কর্মীদের সন্তান	৫
(চ)	প্রাক্তন সৈনিকদের সন্তান	৬
(ছ)	স্ত্রীদের শ্রেণিবিভাগ (১) যুদ্ধে শারীরিকভাবে অক্ষম এবং চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্তদের স্ত্রী (২) সেবারত অবস্থায় সামরিক সেবার কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম ও চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তদের স্ত্রী (৩) বীরত্ব পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিক ও সেবারত কর্মীদের স্ত্রী	৭
(জ)	সেবারত কর্মীদের সন্তান	৮
(ঝ)	সেবারত কর্মীদের স্ত্রী	৯

২. প্রার্থীতার যোগ্যতা

(ক) ভারত সরকারের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন NTA দ্বারা পরিচালিত NEET-২০২৬ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে করা হবে। যেসব প্রার্থী NEET পাস করেননি, তাদের আবেদন না করা জন্য বলা হচ্ছে।

(খ) সাধারণ নাগরিকদের সন্তানরা এর জন্য যোগ্য নন।

৩. প্রার্থীদের KSB Sectt-এর ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in-এ অনলাইনে আবেদন করতে হবে। যোগ্যতার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র RSB/ZSB, সেবারত কর্মীদের জন্য রেকর্ড অফিস এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ৫, ৭, ৮ এবং ৯ CO/ OC ইউনিট দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। উক্ত কাগজপত্রগুলি সমর্থনকারী নথি এবং প্রার্থীর ছবির সাথে আপলোড করতে হবে।

cbc 10405/11/0001/2627

প্রতিবাদ

খড়িবাড়ি, ২০ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায় দার্জিলিং জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক। সোমবার খড়িবাড়িতে এই মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন দার্জিলিং জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি করুণাময় চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে সাংসদ যে মন্তব্য করেছেন তা ভারতবাসীর কাছে লজ্জার । কীভাবে বিজেপি এই ধরনের লোককে রাজ্যসভার সাংসদ করে তা বুঝতে পারি না।'

মায়ের গয়না চুরি পরীক্ষার্থীর

বালুরঘাট, ২০ জুলাই : প্রেমিকাকে দামি উপহার দেওয়া এবং বন্ধুদের সামনে নিজের আভিজাত্য বজায় রাখার অন্ধ মোহে মায়ের সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরি করল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের চকরামের। পরিবারের লোকজনের কাছে মুখ না খুললেও পুলিশি জেরায় সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছে ১৭ বছরের ছেলেটি।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা বালুরঘাটের একটি রেস্তোরাঁর কর্মী। রবিবার সকালে তার মা যখন বাড়ির বাইরে ছিলেন, সেই সুযোগে সে আলমারির লকার খুলে সোনার গয়না এবং নগদ প্রায় তিন হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর কামারপাড়ার একটি সোনার দোকানে গিয়ে সে সমস্ত গয়না বিক্রি করে দেয়। সন্ধ্যায় মা বাড়িতে ফিরে লকারের তালা ভাঙা ও চুরির ঘটনাটি টের পান। পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাতে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক সেরে ছেলে বাড়ি ফিরলে তার বইয়ের ব্যাগ থেকে বোনের একটি সোনার বাজুবন্ধ উদ্ধার হয়। এর পরেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। প্রথমে চুরির কথা অস্বীকার করলেও পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামলে মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গয়না বিক্রি করে মোট ১৬ হাজার টাকা পেয়েছিল সে। সেই টাকার একটি বড় অংশ প্রেমিকাকে দেয় দামি উপহার কেনার জন্য। বাকি টাকা বন্ধুদের নিয়ে পিকনিকে উড়িয়ে দেয়। পুলিশের তদন্তের খবর কানে যেতে প্রেমিকাও এক পরিচিতের মাধ্যমে কিছু টাকা ছেলেটির পরিবারের কাছে ফেরত পাঠায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে কামারপাড়ার সেই সোনার দোকানে যায়। গয়না কেনার সময় দোকানদার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনেছিলেন কি না, ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

ছেলের এমন কাণ্ডে ক্ষোভ ও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার মা। থানায় দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ মা বলেন, 'পড়াশোনা করে না। বাড়ির জিনিস চুরি করে বিক্রি করে টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে?' এমন সামাজিক অবক্ষয় প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক শুভ্রদীপ চৌধুরী বলেন, 'আজকের ছেলেমেয়েদের একাংশের কাছে সম্পর্কের বাহ্যিক প্রদর্শন, দামি উপহার বা বন্ধুদের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, অনেক সময় নৈতিকতা ও পারিবারিক দায়বদ্ধতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। পরিবারে নিয়মিত আলোচনা, বিদ্যালয়ে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের চর্চা আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন।'

প্রেমিকাকে দামি উপহার

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের ০৫ টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য) নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় অবস্থিত জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এ ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান"-এর উদ্দেশ্যে খাদ্য ও ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের নিকট থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিংগল স্টেজ দুটি-প্যাকেট পদ্ধতির ভিত্তিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম সং.	টেন্ডার নোটিস নং.	স্থান	স্টলের প্রকার	অসংরক্ষিত শ্রেণী	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	১৮৩-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি	চতুর্দিকের এলাকা (পুরোনো পিআরএস ভবনের নিকটে)	টি স্টল-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
২	১৮৪-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি		টি স্টল-৩	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
৩	১৮৫-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি		টি স্টল-৪	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা
৪	১৮৬-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-সিএ-এ		দুগ্ধ বার/ফ্রেশ ফ্রুটস-২	অসংরক্ষিত শ্রেণী	১,৭৬,০০০/- টাকা	১৮,৪০০/- টাকা
৫	১৮৮-সি-সিডি-টিএস-এনসিবি-সিএ-বি	চতুর্দিকের এলাকা (পূর্বের পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ভবনের নিকটে)	টি স্টল-১	মহিলার জন্যে নির্ধারিত	১,৮৬,০০০/- টাকা	১৯,৪০০/- টাকা

টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ০৬.০৮.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। তার পরে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্রপত্রসমূহ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Apollo PROTON Cancer Centre

ক্যান্সার চিকিৎসায় আমাদের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন

ডাঃ সন্দীপ দুয়ারাহ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট – মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসার চিকিৎসা বিভাগ
অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার সেন্টার, চেন্নাই

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য পরামর্শ পাওয়া যায়:
- কথা বলা ও গিলতে পারার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা
- মাথা ও ঘাড়ের পুনর্গঠন
- থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড
- মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসারের চিকিৎসা
- খুলির তলার অংশের অস্ত্রোপচার

24শে জুলাই 2026
বেলা 11:30টা - বিকেল 04:00টা
অ্যাপোলো হাসপাতাল (চেন্নাই) তথ্য কেন্দ্র, নিউটাউন দিনহাটা রোড, তাওয়াল মোরের কাছে, কোচবিহার-736101

25শে জুলাই 2026
সকাল 09:30টা - দুপুর 01:00টা
অ্যাপোলো হাসপাতাল (চেন্নাই) শিলিগুড়ি তথ্য কেন্দ্র, শাখা-II, ভানিয়া হেলথকেয়ার, এসএফ রোড, ইলেকট্রিক অফিসের কাছে, শিলিগুড়ি - 734005

সাক্ষাতের জন্য +91 91501 18333 নম্বরে কল করুন

www.apollohospitals.com/proton-therapy

উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক, ভারত সরকার

ভারতীয় মানক ব্যুরো ভারতের জাতীয় মানক সংস্থা

স্বীকৃত বিশুদ্ধতা চিরন্তন আভিজাত্য

বিআইএস স্ট্যান্ডার্ড মার্ক | 22K916 ক্যারেট ও সূক্ষ্মতা অনুযায়ী সোনার বিশুদ্ধতা | AAAAAA প্রতিটি গয়না সামগ্রীর জন্য অনন্য ছয়-অঙ্কের অ্যালফানিউমেরিক কোড

SILVER 'SILVER' শব্দসহ বিআইএস স্ট্যান্ডার্ড মার্ক | 990 গ্রেড | AAAAAA প্রতিটি রুপোর সামগ্রী'র জন্য অনন্য ছয়-অঙ্কের অ্যালফানিউমেরিক কোড

হলমার্ক
আপনার বিশুদ্ধতার আশ্বাস

বিআইএস কেয়ার অ্যাপে এইচইউআইডি যাচাই করুন

ভারতীয় মানক IS 2112 : 2025 অনুযায়ী রূপার গয়না এবং সামগ্রীর হলমার্কিং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে

পদ্ম আমলেও দাপট বেড়েছে ‘দাদা’দের

বালি ফেলার অনুমতি না নিলেই বিপত্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : সরকার বদলেছে, নীল-সাদার ওপর পড়েছে গেরুয়া প্রলেপ। কিন্তু, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ‘দাদা’দের দাপট কমেনি। বরং একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকে যাঁরা এলাকায় গাজোয়ারি করতেন, ভোটের পর তাঁদের অনেকে শিবির বদলে একই কাজ চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। রবিবার সন্ধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের যুব সভাপতি টোটোন দাসকে গ্রেপ্তারির পর আশিঘর সহ সেবক রোড ও তার আশপাশের এলাকা থেকে এমনই দাবি উঠতে শুরু করেছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নির্মাণকাজের জন্য এলাকায় বালি-পাথর ফেলতে গেলেই ‘দাদা’দের অনুমতি নিতে হয়। এজন্য মোটা অঙ্কের লেনদেন হচ্ছে। কেউ অনুমতি ছাড়া কাজ করতে গেলে ঝামেলা বাধছে। এর পেছনে শাসকদলের দুই নেতার গোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। ওই দুই নেতার মধ্যে একজন যুব সংগঠনের দায়িত্বে। তবে, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানিক অরোরার বক্তব্য, ‘দল ও সরকার কোনও ধরনের অবৈধ কাজ মানবে না। অভিযোগের ভিত্তিতে দল ও প্রশাসনের তরফে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।’

বালি-পাথর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেবক রোড ও সংলগ্ন এলাকায় একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মণ্ডল স্তরের এক নেতা। অন্যদিকে, ইস্টার্ন বাইপাসের রাশ রয়েছে যুব নেতার হাতে। মূলত কোথায় বালি-পাথর ফেলা হচ্ছে, সেই খোঁজখবর রাখেন গোষ্ঠীর লোকজন। কারা নির্মাণসামগ্রী ফেলছেন, তাঁদের নাম সংগ্রহ করা হয়। এরপরই অনুমতি নিয়ে বালি-পাথর ফেলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এক ব্যবসায়ীর কথায়, ‘সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও সেবক রোডে আমাদের বালি-পাথর ফেলার সময় আগে জানাতে হয়।’

সম্প্রতি প্রবীণ মুন্দ্রা নামে এক নির্মাণ ব্যবসায়ীকে মারধরের ঘটনায় এক অভিযুক্ত নিজেকে বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এদিকে এলাকাবাসী বলছেন, ওই তরুণ ভোটের ফলপ্রকাশের আগে অবধি তৃণমূল করলেও বর্তমানে বিজেপি কর্মী হিসেবে বেশ সক্রিয়। তাঁর পরিবারের এক সদস্য এখনও তৃণমূলেই রয়েছেন।

অভিযোগপত্রে নির্দিষ্টভাবে তাঁর নাম না থাকলেও তদন্ত এগোতেই ওই তরুণের জড়িত থাকার বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করেছে। সেদিন প্রবীণকে তিনি ঘুসি মেরেছিলেন বলে অভিযোগ। বিজেপির মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ব্রিজকিশোরের পাশাপাশি ওই তরুণ এবং আরও একজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ার পরও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

- বিজেপির মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ব্রিজকিশোরের পাশাপাশি এক তরুণ সহ দুজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে
- মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পুলিশ তদন্তে সক্রিয় হতেই মণ্ডল সভাপতি হিরমলকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না
- টোটোনকে আদালতে তোলা হলে চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ

তবে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পুলিশ সক্রিয় হতেই পাঁচ নম্বর মণ্ডল সভাপতি হিরমল শা-কে আর এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তাঁকে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, তিনি বর্তমানে শহরের বাইরে। এদিন ধৃত টোটোনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সুখী।। কোচবিহারের রথের মেলায় ছবিটি তুলেছেন শ্রেয়সী সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : ফুলবাড়ির তিস্তা ক্যানাল রোডে তিনটি বাইক ও স্কুটার দুর্ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। অভিযোগ, সোমবার রাতে একটি বাইক উলটো দিক থেকে আসা অন্য একটি বাইক ও স্কুটারে ধাক্কা মারে। যার ফলে তিনটি দুই চাকার যানের আরোহীরা গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে সেখানে যায় এনজেপি থানার পুলিশ।

মিছিল

চোপড়া, ২০ জুলাই : লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিগাঁও হাটে সোমবার মিছিল ও পথসভা করল সিপিএম। সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদুৎ তরফদার বলেছেন, ‘২৯ জুলাই কৃষকসভা সহ চারটি গণসংগঠনের উদ্যোগে একাধিক ইস্যুতে বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। সেই কর্মসূচিকে সফল করতে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারমূলক মিছিল ও পথসভা করা হচ্ছে।’

বালি পাচার রুখতে অভিযান

চোপড়া ও শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : বালি পাচারের অভিযোগে রবিবার রাতে চোপড়া থানা এলাকায় ৫টি ডাম্পার আটক করে পুলিশ। ঘটনায় এক চালক সহ মোট দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের সোমবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে অবাধে গ্রামীণ রাস্তায় বালি বোঝাই গাড়ি চলাচল করছে। যদিও চোপড়ার বিএল অ্যান্ড এলআরও ললিতরাজ থাপা বলছেন, ‘চোপড়া থানা এলাকায় তিনটি বৈধ ঘাট রয়েছে। বর্ষার মরশুমে ঘাট বন্ধ রাখার ব্যাপারে এবার এখনও নির্দেশ আসেনি। এমনিতে আমরা অবৈধ খনন ও পাচার রুখতে অভিযান চালাচ্ছি। নিয়মিত নাকা চেকিংও চলছে। পাশাপাশি পুলিশও এব্যাপারে সক্রিয় রয়েছে।’

এদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই একটি ট্রাক সহ একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় ওই ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই চালকের নাম ঝাড়ুধান সাহানি। তিনি বানিয়াখাড়ির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাসন্তী ভবন সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেই অভিযান চলাকালীন এক ট্র্যাক্টর ও ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : সোমবার সকালে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ব্যক্তির নাম অজয় রায় (৩২)। ঘরের ভেতর থেকে এদিন সকালে অজয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আঃ কী মজা... কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

বাড়ছে সবজির দাম, ভোগান্তি আমআদমির

বন্ধ সুফল বাংলার স্টল

বেশ কয়েকটি সবজির দাম এখন অনেকটা বেশি। ফলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের খুব সমস্যা হচ্ছে। সুফল বাংলা স্টল চালু হলে সুবিধা হত।
বিমল পাল, *ক্রেতা*

বর্তমানে নতুন সরকার এই প্রকল্পটি ফের চালু করবে কি না, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই প্রকল্পটি আপাতত বন্ধ রয়েছে।
শ্যামল মাঝি, *সচিব,* শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে শিলিগুড়িতে রাজ্য সরকারের সুফল বাংলার স্টলগুলি বন্ধ রয়েছে। ভোরের আলো ফুটতেই শহরের রাস্তায় এই প্রকল্পের আনাজবোঝাই যে গাড়িগুলি দেখা যেত, সেগুলিও এখন আর নজরে পড়ছে না। কৃষকদের কাছ থেকেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি আনাজ কেনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে খোলাবাজারে আনাজের দাম অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। সুলভমূল্যে আনাজ পাওয়ার কোনও পথ খোলা না থাকায় সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার মুখে পড়েছে। বিধান মার্কেটে সবজি কিনতে আসা বিমল পালের কথায়,‘বেশ কয়েকটি সবজির দাম এখন অনেকটা বেশি। ফলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের খুব সমস্যা হচ্ছে। সুফল বাংলা স্টল চালু হলে সুবিধা হত।’

সুফল বাংলা প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব শ্যামল মাঝির কথায়, ‘আলু ও পেঁয়াজ জাতীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলে সরকার ভরতুকি দিয়ে সুলভমূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিত। বর্তমানে নতুন সরকার এই প্রকল্পটি ফের চালু করবে কি না, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই প্রকল্পটি আপাতত বন্ধ রয়েছে।’

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চলা কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হবে না বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুফল বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, ‘এই প্রকল্প বন্ধের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।’ এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এই প্রকল্পের অধীনে শিলিগুড়ি শহরে ১২টি এবং গ্রামীণ এলাকায় চারটি অস্থায়ী স্টল ছিল। তিনটি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির

- শিলিগুড়ি শহরে ১২টি এবং গ্রামীণ এলাকায় চারটি অস্থায়ী স্টল ছিল
- শালবাড়িতে আনাজ রাখার জন্য যে হাব তৈরি করা হয়েছিল, সেটির অবস্থাও বেহাল
- প্রকল্পের আনাজবোঝাই গাড়িগুলিকে রাস্তায় আর দেখা যাচ্ছে না

(এফপিসি) মাধ্যমে চারটি ভ্রাম্যমাণ গাড়ির সাহায্যে আনাজ বিক্রি হত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আনাজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। কোনও আনাজের দাম বেড়ে গেলে সরকার ভরতুকি দিয়ে কম দামে বিক্রি করত। কৃষকরা ফসলের দাম সেভাবে না পেলে তাঁদের সহায়তায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে তা কিনে নেওয়া হত। সুফল বাংলা প্রকল্পটি যখন চালু ছিল তখন সাধারণ বাজারে বেশি দামে বিক্রি হওয়া আনাজ অনেকটাই কমে পাওয়া যেত বলে ক্রেতারা জানিয়েছেন। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে এই প্রকল্পের কোনও কাজই না হওয়ায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। এফপিসিগুলিও দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে এবং সরকারি গাড়িগুলির কোনও খোঁজ নেই। স্টলগুলির পরিত্যক্ত দশা। শালবাড়িতে আনাজ রাখার জন্য যে হাব তৈরি করা হয়েছিল, সেটির অবস্থাও বেহাল।

আনাজ বারবার হাতবদল হয়ে বাজারে পৌঁছানোর কারণে দাম বেড়ে যায়। সুফল বাংলার মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে আনাজ কিনে বিক্রি করা গেলে কৃষক ও ক্রেতা উভয়েই উপকৃত হতেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

এনজেপির ক্ষমতা নিয়ে ক্ষোভের আঁচ

বিএমএস-এর দায়িত্ব নিয়ে জল্পনায় বিতর্কিত নেতা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-র ক্ষমতার রাস ধরে রাখতে নিজেকে নেতা হিসাবে দাবি করেছিলেন বিশ্বজিৎ সাহা ওরফে বাবু। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সংঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠনের অনুমতি না নিয়ে কিছু নেতার সঙ্গে কথা বলে নিজেই কোর কমিটি তৈরি করে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। ওই কোর কমিটির মাধ্যমে আবার এনজেপি স্টেশন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছিলেন বাবু।

অথচ ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর জেলা সভাপতি বারবার জানিয়েছেন, সংগঠনের তরফে কাউকে এনজেপির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এবার সেই বাবুকে এনজেপিতে মজদুর সংঘের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তাতে ঘি ঢেলেছেন খোদ ওই বিতর্কিত নেতা। বাবুর বক্তব্য, ‘ভোটের ফলাফলের পরে এনজেপির পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সামলে দিয়েছি। তাই, এখন মজদুর সংঘের তরফে পাকাপাকিভাবে এনজেপির দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে।’

২৩ জুলাই মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দিনটি পালন করা হবে। সূত্রের খবর, সেখানেই বাবুর হাতে এনজেপির দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণা হতে পারে। মজদুর সংঘের দার্জিলিং জেলা সভাপতি মিহিরবরণ হালদার বলছেন, ‘জেলা কমিটি গঠনের মেয়াদ দুই বছর। সেদিক থেকে ২০২৭ সালের জুলাই মাস নাগাদ বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবে। তারপর সংগঠনের জেলা সম্মেলনের নিয়ম। তবে ২৩ জুলাই প্রতিষ্ঠা দিবসে কমিটিতে কিছু সংযোজন হবে।’ মিহিরের বক্তব্য, ‘সংগঠন

- চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের শাসানো থেকে ট্রাক মালিক, চালকদের কাছে চাঁদা তোলার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বাবুর বিরুদ্ধে
- বাবু বর্তমানে বিজেপির শক্তি কেন্দ্রের নেতা
- এনজেপিতে মজদুর সংঘের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা বেড়েছে বাবুর কথাতেই

ভারী হয়েছে। কমিটিতে নতুন কিছু লোক ঢোকানো হতে পারে। তবে কাউকে এককভাবে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয় নেই।’

এই খবর ছড়াতেই এতদিন যাঁরা এনজেপিতে মজদুর সংঘের হয়ে গলা ফাটাতেন, তাঁরা বঞ্চনার অভিযোগ তুলছেন। সংঘের এই শ্রমিক সংগঠনেও যে আদি, নব্যের লড়াই আগামীদিনে অপেক্ষা করছে, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে এনজেপিতে দীর্ঘদিন ধরে বিএমএস করে যাচ্ছিলেন বলে দাবি করেছেন নির্মাল্য দেবনাথ। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা দুর্দিনে ছিলাম। এখন যদি দায়িত্ব না দেয়, তাহলে চুপ করে বসে থাকব। এখন এনজেপিতে অন্যরকম হচ্ছে। আগামীদিনে মানুষ ভাববেন।’

পুরোনোরা বাবুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছেন। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের শাসানো থেকে ট্রাক মালিক, চালকদের কাছে চাঁদা তোলার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বাবুর বিরুদ্ধে। তবে বাবুর মাথার উপর দুই সংঘ নেতার হাত রয়েছে বলে খবর। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতার কাছের লোক হিসাবে পরিচয় দিয়ে সংঘের এক নেতা তাঁর বোন জামাইয়ের মাধ্যমে বাবুদের দিয়ে রাস ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বলে খবর। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতাও এই বাবুদের দিয়ে তাঁর ট্রাক এনজেপিতে ভাড়া খাটানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। সেদিক থেকে সংঘের মাধ্যমে বাবুর হাতে এনজেপির রাস যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। সেজন্যই কি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার এতদিন পরেও এনজেপিতে মজদুর সংঘ দায়িত্ব বণ্টন করেনি, সেই প্রশ্ন উঠছে।

তবে বাবু বর্তমানে বিজেপির শক্তি কেন্দ্রের নেতা। তিনি বলেন, ‘মজদুর সংঘের দায়িত্ব পেলে দলের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করব। বাকি অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

পুরসভার দাবি তুললেন শিখা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার গ্রামীণ এলাকাকে পুরসভা করার দাবি জানিয়ে সোমবার বিধানসভায় ফের সরব হলেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে দেখা করে পুরসভার বিষয়টি নিয়ে শিখা তাঁকে চিঠিও দেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ব্যাপক নগরায়ণ সত্ত্বেও নাগরিক পরিষেবার কতটা বেহাল পরিস্থিতি, সেই বিষয়টি বিধায়ক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। শিখা এদিন বলেন, ‘ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির গ্রামীণ এলাকা নিয়ে আলাদা পুরসভার দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। মন্ত্রীর সঙ্গে পুরসভার বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। এদিনও পুরসভা করার বিষয়ে আমাকে তিনি সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সেই কারণে আমাকে নতুন করে চিঠি দিতে বলেন। এদিনই আমি চিঠি দিয়েছি। ধাপে ধাপে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পুরসভা হবে।’

ডাবগ্রাম-১, ডাবগ্রাম-২, ফুলবাড়ি-১ ও ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বিধানসভা কেন্দ্রটির গ্রামীণ এলাকা। যেখানে গত কয়েক বছরে ব্যাপক নগরায়ণ হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি সরকার তাদের প্রথম রাজ্য বাজেটে শিবমন্দির এলাকাকে নতুন পুরসভা করার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু শিবমন্দিরের সঙ্গে কেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকেও পুরসভা করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, জলনিকাশির বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। জঞ্জাল অপসারণেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাটের পাশের অংশ ডাম্পিং গ্রাউন্ডের চেহারা নিয়েছে। পুরসভা হলে যে এলাকার উন্নয়নে ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশি আসত বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে তিন লক্ষের বেশি ভোট রয়েছে এখানে। এলাকায় শিল্পতালুক, গোডাউন, প্রচুর বহুতল, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিখা বিধানসভায় বলেছেন, ‘গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নাগরিক পরিসেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বহুবার এ কথা বিধানসভায় বলেছি। ভোটার অনেক বেড়েছে। নাগরিক পরিষেবা দিতে গেলে পুরসভা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।’

তরুণীকে হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং মোড়ে বিরিয়ানি কিনতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হলেন এক তরুণী। অভিযোগ, গাড়ি থেকে দুই তরুণ তাঁকে কুপ্রস্তাব দেন। তরুণী রাজি না হলে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করা হয়। বাধা দিতে গেলে তরুণীর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। আশপাশের ব্যবসায়ী ও পথচলতি মানুষ ছুটে এলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরে তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম অর্জুন ঠাকুর। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। আরেক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

কংগ্রেসের দাবি

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শহিদ দিবসে কলকাতামুখী কর্মী-সমাগমে শিলিগুড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে সংখ্যার নিরিখে তারা টেক্কা দিয়েছে বলে জেলা কংগ্রেসের দাবি। তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের দার্জিলিং (সমতল) জেলার সভাপতি কুন্তল রায় জানিয়েছিলেন, জেলা থেকে ৪০০ নেতা-কর্মী কলকাতায় যাচ্ছেন। দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, জেলা থেকে ৬০০-র বেশি নেতা-কর্মী শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় রওনা হয়েছেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, ‘মহকুমা থেকে বেশি সংখ্যায় নেতা-কর্মী কলকাতার উদ্দেশে যাচ্ছেন। শহিদ দিবসে যোগ দেওয়ার জন্য অনেকেই মুখিয়ে ছিলেন।’

কড়াকড়ি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে

শোকজ ১২২ সংস্থাকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রত্যেকটি কাজে এবার থেকে ‘জিও ট্যাগিং’ বা ভৌগোলিক অবস্থানের তথ্য রাখতে হবে। এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন প্রকল্পের নাম করে টাকা তুলে নেওয়া হলেও বাস্তবে সেই কাজ হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ফের যাতে না ঘটে, সেজন্য এই নিয়ম চালু করা হচ্ছে বলে জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

সোমবার তিনি গিয়েছিলেন কোচবিহারের সাগরদিঘি পাড় চত্বরে দপ্তরের কার্যালয়ে। সেখানে তিনি বললেন, ‘এর আগে তৃণমূলের আমলে এই দপ্তরে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। কোথাও কোথাও কাজ না করেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেজন্য জিও ট্যাগিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।’ পাশাপাশি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে শোকজ করা হয়েছে ১২২টি সংস্থাকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, এই ১২২টি সংস্থা দপ্তরের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং উদয়ন গুহর সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করত। এই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলে কি প্রাক্তন দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে? প্রশ্ন উঠছে। যদিও নিশীথ এ ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলতে নারাজ।

কোনও আধিকারিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

- এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও কাজ হয়নি
- এবার সবরকম দুর্নীতি রুখতে জিও ট্যাগিংয়ের নিয়ম চালু হচ্ছে
- আগের কাজগুলির অডিট করে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থার বাছাই চলছে

অন্যান্য বছর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে যে অর্থবরাদ্দ করা হয়, এ বছর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গজুড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

এই পরিস্থিতিতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ অর্থবরাদ্দের পর যাতে সেটা দিয়ে কাজ হয়, সেটা দেখা হবে। দপ্তর সূত্রে খবর, আগের কাজগুলির অডিট করা হচ্ছে। সেখানে কয়েকটি এজেন্সির বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে সংস্থাগুলিকে ‘ব্ল্যাকলিস্ট’ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নিশীথ। তিনি জানিয়েছেন, আগে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্যও স্বজনপোষণ হত। এখন এসব হবে না। নিয়ম মেনে কাজের টেন্ডার দেওয়া হবে। প্রতিটি কাজের যেমন গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে, তেমনই এজেন্সিগুলির কাগজপত্র ঠিক রয়েছে কি না, তাও দেখা হবে। নিশীথের বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয় টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রিভাইজড তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আগে ২০১৫ সালের মূল্য অনুযায়ী তালিকা হত। এখন ২০২৬ সালের মূল্য অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে।’

একদিকে কাজের বরাদ্দ বাড়িয়ে এজেন্সিগুলিকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আরেকদিকে এজেন্সির কাজের ওপর কড়াকড়ি ব্যবস্থা রাখছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। দপ্তরের দাবি, এতে দুর্নীতি কমবে। এবার দুর্নীতি কতটা কমল, সেটা সময়ই বলবে।

মন্দিরের পথে জলকাদায় মাখামাখি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২০ জুলাই : রাত জেগে টিভিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল ম্যাচ দেখা, সঙ্গে মরশুমের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। এই দুইয়ের জোড়া ফলায় শ্রাবণের প্রথম সোমবারে চেনা ভিড় উধাও বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরে। গত বছরের তুলনায় ভক্তদের সমাগম এবার অনেকটাই কম। বাগডোগরার নীরেন ধরের কথায়, ‘রাত জেগে ফুটবল খেলা দেখে সকালে দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করায় আর পুজো দিতে যাওয়ার আগ্রহ পাইনি।’

তবে ভাঙাচোরা কর্দমাক্ত পথ দিয়ে মন্দিরে আসতে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পুজো দিতে আসা অনেক পুণ্যার্থীই। এদিন মন্দিরের মূল রাস্তা থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত প্রায় আধ কিলোমিটার পথ কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছিল। নকশালবাড়ির পবিত্র মণ্ডল বলেন, ‘মন্দিরে যে প্রণামি জমা পড়ে, সেই টাকা দিয়েই তো রাস্তা মেরামত করা যায়। সামরিক বিভাগের উচিত ভক্তদের স্বার্থে এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা।’

এদিন ভোর সাড়ে তিনটেয় খুলে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা। পুজো চলে বিকেল চারটে পর্যন্ত। রবিবার রাত থেকেই একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকালেও আকাশ ছিল মেঘলা। কখনো-সখনো আবার নেমেছে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। তবে দুর্যোগ মাথায় নিয়েই বাগডোগরা ও সংলগ্ন এলাকা থেকে কিছু ভক্ত হাজির হন মন্দিরে। যদিও অন্যবারে

কাদা প্যাচপ্যাচ রাস্তা দিয়ে মন্দিরে চলেছেন ভক্তরা। সোমবার।

তুলনায় ভিড় ছিল কম।

গেটের বাইরে পুজোর সামগ্রী বিক্রেতা গীতা রায় বললেন, ‘বনের মধ্যে এবার মেলা বসাতে দেওয়া হয়নি। তাই গেটের কাছেই বসেছি। প্রথম দিন, তাই বৃষ্টির জন্য ভিড় একটু কম।’

নদিয়া থেকে মাটিগাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসা তাপসী বিশ্বাস এদিন পুজো দিতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, ‘পুজো দিতে এসে বনের মধ্যে সময় কাটালাম, খুব ভালো লাগল। তবে হাতি বা ময়ূরের দেখা না পাওয়ায় একটু আক্ষেপ রয়ে গেল।’ এদিকে, বাগডোগরার বাসিন্দা লছমি মল্লিক বললেন, ‘বৃষ্টির জন্য আজ আর বেরোতে পারলাম না, পরের সোমবারে যাব।’

এই মন্দিরটি পরিচালনা করে সামরিক বিভাগের ৪৬৩ পিইটি-এএসসি ইউনিট। তবে রাস্তা মেরামতের বিষয়ে তাদের কোনও আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কার্সিয়াং বন বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, ‘আগে জেএফএমসি গেটে প্রবেশমূল্য নেওয়া হত, এখন সেটাও বন্ধ। বন বিভাগের কাছে কোনও ফান্ড নেই। ভক্তদের স্বার্থে সামরিক বিভাগেরই এই রাস্তা মেরামত করা অত্যন্ত জরুরি।’

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

সোমবার নিউটাউনের চণ্ডীবেড়িয়ার একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। একই ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাঁর লিভ-ইন সঙ্গীকে। মৃতার নাম তৃষা সাহা। তিনি ব্যারাকপুরের বাসিন্দা।

বিমানবন্দরে বিলম্ব

ঝড়-বৃষ্টির জেরে কলকাতা বিমানবন্দরে জল জমে যাত্রীদের ভোগান্তি। দৃশ্যমানতা কম থাকায় একাধিক বিমান অবতরণে দেরি হয়। কয়েকটি উড়ান রাঁচি, ভুবনেশ্বর ও বারাণসী বিমানবন্দরের দিকে ঘোরানো হয়।

ট্রেন বাতিল

২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম চালুর জন্য নন-ইন্টারলকিং ব্লক চলায় হাওড়া স্টেশনে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল। ২৪ জুলাই বিকেল ৫ টা থেকে ২৭ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই কাজ চলবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল।

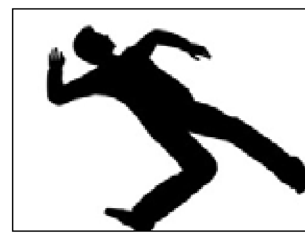

মৃত্যু কিশোরের

রিহ্যাবে নিয়ে যাওয়ার পথে বাঁশদ্রোণীতে মৃত্যু ১৭ বছরের এক কিশোরের। পরিবারের অভিযোগ, গাড়িতে মারধরের জেরেই মৃত্যু হয়েছে। রিহ্যাবের চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

হাঁটুজল ডিঙিয়ে চলাচল কলকাতার রাস্তায়। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

২১ জুলাইয়ের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জুলাই : একুশে জুলাই শহিদ দিবসের কর্মসূচির ঠিক আগের দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়সড়ো রাজনৈতিক ধাক্কা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার রাজ্য বিধানসভায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ২১ জুলাই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন তিনি। রিপোর্ট পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত ও পুলিশ আধিকারিকদের আড়াল করতেই বিগত তৃণমূল সরকার দীর্ঘ ১২ বছর এই রিপোর্ট ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, মৃত শহিদ পরিবার ও আহতদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বিগত সরকার চরম বঞ্চনা ও উদাসীনতা দেখিয়েছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। আদালত ও পুলিশের অনুমতি না মেলায় এবার শহিদ দিবসের জন্য ধর্মতলার চেনা মাঠ ছাড়তে হয়েছে তৃণমূলকে। সেই অস্বস্তির মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর এই পদক্ষেপ বিরোধীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের কাছে অন্যতম প্রধান আবেগ ছিল। এবার ক্ষমতা হারিয়ে, অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে এই দিনটিকে হাতিয়ার করেই নতুন করে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মমতা ও তাঁর অনুগামীরা। ঠিক সেই সময়েই এই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে তাঁদের বড় ধাক্কা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেন, যে শহিদ দিবসকে ব্যবহার করে অনেকে অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছিলেন এবং যাকে দলের বার্ষিক ডিমভাত কর্মসূচিতে পরিণত করা হয়েছিল,

> **গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত মণীশ গুপ্তকে আড়াল করতেই স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী** মুখ্যমন্ত্রী

সেই ২১ জুলাই আসলে কী ঘটেছিল তা এবার সাধারণ মানুষ জানতে পারবে।

কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ পাঠ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিচারপতি সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু বিগত সরকার শহিদ পরিবারগুলিকে মাত্র ২ লক্ষ এবং আহতদের ১৫ হাজার টাকা দিয়ে দায় সেরেছে। একে 'জঘন্য অপরাধ' বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শহিদ পরিবারগুলিকে মমতার থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, শহিদ পরিবারগুলি যদি নতুন করে বিচার চেয়ে এফআইআর দায়ের করতে চায়, সরকার সহযোগিতা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত মণীশ গুপ্তকে আড়াল করতেই স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তদন্ত কমিটিকে দেওয়া প্রয়াত পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতিই তার প্রমাণ। অথচ কমিশন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু থেকে শুরু করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, এবং বিজেপি নেতা তপন শিকদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল। কমিশনের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেদিন মহাকরণ আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল এবং গুলি চালানোর মতো কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি। তৃণমূল সরকার তদন্তের কাজে কোনও সহযোগিতাও করেনি। শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করেন, উনি সহযোগিতা করবেন কী করে? মূল অভিযুক্তকেই তো উনি নিজের সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী করেছিলেন!

শহিদ দিবসের মঞ্চ ভাঙা হয়েছে : মমতা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জুলাই : রাত পোহালেই শহিদ স্মরণ। শহরজুড়ে বিরামহীন বৃষ্টির মাঝে সোমবার রাতে তাঁদের সভামঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তিনি সন্ধ্যের সময় বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছিলেন।

কিন্তু রাত ১১টার পর আবার তিনি ফিরে যান সেই জায়গায়। ঘটনাস্থল থেকে ফেসবুক লাইভে মমতা অভিযোগ করেন, বিজেপির লোকেরা তাঁদের সভামঞ্চ ভেঙে দিয়েছে, পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'শহিদদের সব পরিবারের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে যাতে তাঁরা আসতে না পারেন।' এর প্রতিবাদে রাতেই তিনি সভাস্থলে অবস্থানে বসলেন বলে জানিয়েছেন।

কলকাতার তিন প্রান্তে শহিদ দিবসের প্রস্তুতি চলেছে সোমবার দিনভর। একদিকে তৃণমূলের দুই শিবির ও অন্যদিকে কংগ্রেস মঙ্গলবার ২১ জুলাই পালন করবে। এদিকে মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ ঋতব্রত শিবিরেরও। সন্ধেতেই মেয়ো রোড পৌঁছোন সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহা, দেবাশিস কুমাররা।

পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। শহিদ মিনারের সভাস্থলে মঞ্চের পাশেই বানানো হয়েছে কাঠগড়া। তাতে ভিলেন হিসেবে রাখা হয়েছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তের কাটআউট। শহিদ দিবস নিয়ে গান বেঁধেছেন কালীঘাট শিবিরের সাংসদ দোলা সেন। আবার তৃণমূলকে টেক্কা দিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস।

সন্ধ্যায় মঞ্চের সামনে হ্যান্ড মাইকে ক্ষোভের সুরে মমতা অভিযোগ করেন, 'আদালতের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও এই মঞ্চ তৈরি করার জন্য অনেক দেরি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতে লোডশেডিংও করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' এদিন সভাস্থলে গিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ওপর মেজাজ হারাতে দেখা যায় তাঁকে।

প্রতিবার তাঁর দু'পাশে মঞ্চ আলো করে সিনে ও টেলি দুনিয়ার পরিচিত মুখেদের বলয় তৈরি হলেও এবার

ভাটা পড়তে চলেছে। অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র, অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত মঞ্চ থেকে নিজেদের দূরে রাখার কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

মঙ্গলবার শহরজুড়ে ১০০০ বাহিনী মোতায়েন করেছে লালবাজার। ভাত, ডাল, সবজিতে মেনু সাজাবে প্রদেশ কংগ্রেস। অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের পাতে পড়বে খিচুড়ি ও আলুর দম।

বিধানসভায় হুমকি পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা কাড়বই : দিলীপ

কলকাতা, ২০ জুলাই : বিধানসভায় পঞ্চায়েত বাজেট পেশের দিনেই বিজেপির বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত দখলের অভিযোগ উঠল। যদিও পালটা চ্যালেঞ্জ করে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের হুঁশিয়ারি, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা তথ্য দেবেন না। দিলীপের পালটা দাবি, বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলের পঞ্চায়েতগুলি মানুষের পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশনে সোমবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পেশ করা বাজেটের ওপর বিতর্ক ও আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছে দুই তৃণমূল। নব্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অভিযোগ, 'পঞ্চায়েত দখল করতে প্রধানদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিল পাশ করে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী তাঁর একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে সাবিনা বলেন, 'এই সৌজন্যের রাজনীতি বজায় থাকুক। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিরোধী দলের প্রধানকে ডিম মারার রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার।' সম্প্রতি পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ দুর্নীতিগ্রস্ত পুরো ও পঞ্চায়েত আধিকারিকদের ডিমের বদলে ইট মারার নিদান দিয়েছিলেন। তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে দিলীপকে উদ্দেশ্য করে সাবিনা বলেন, 'আপনি যখন দলের নেতা ছিলেন তখন অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন। কিন্তু এখন আপনি মন্ত্রী। তাই আপনার মুখ থেকে মানুষ দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা চায়।' তৃণমূলের সমীর জানাও

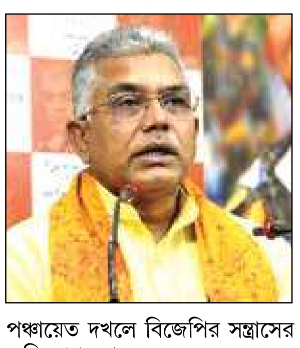

পঞ্চায়েত দখলে বিজেপির সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলেন।

জবাবি ভাষণে বিরোধীদের পালটা আক্রমণ করে দিলীপ বলেন, 'পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা না করে বিরোধীরা ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইলেন।' বিরোধীদের তোলা সৌজন্য ও গণতন্ত্রের দাবিকে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, 'অটলজি বলেছিলেন বিরোধীদের উঠোনে ঘর তৈরি করে দিতে হয়। আমরা সেই রাজনীতির লোক। তা বলে তৃণমূলের কাছে গণতন্ত্র ও সৌজন্যের পাঠ নেব না। বিজেপি জিতেছে বলে আপনারা এই বিধানসভায় বসে আছেন। আপনারা জিতলে আমরা বাড়িতে তো দূরের কথা জীবিত থাকতাম না।'

বিরোধীদের সমালোচনা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা কাড়তে চলতি অধিবেশনেই বিল আনতে বদ্ধপরিকর বলে এদিনও ফের জানিয়েছেন দিলীপ। বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে দিলীপ বলেন, 'পঞ্চায়েতরাজ গোটা দেশে আছে। কিন্তু কোথাও প্রধানদের বিল পাশের ক্ষমতা নেই। একমাত্র এরাজ্যেই তা করা হয়েছে। আর তার জন্যই এই দুর্নীতি। আমরা এই ক্ষমতা কেড়ে নেব। তার বদলে সচিবকে ক্ষমতা দেব। মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে পরিষেবা পাওয়ার জন্য। চুরি করে প্রধান পালিয়ে গেলে কাকে ধরব? সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি আরও জানান, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে বেশকিছু বদল আসছে। সেবিষয়ে দপ্তরের সচিব থেকে জেলা আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসছেন। মঙ্গলবার থেকে ৪ দিন এই প্রশিক্ষণ হবে। রাজ্যের পঞ্চায়েতে ১১ হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের জন্য পিএসসিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে অ্যাপ অ্যাম্বুল্যান্স

কলকাতা, ২০ জুলাই : অ্যাম্বুল্যান্স পেতে সাধারণ মানুষকে আর হয়রানি বা দালালদের খপ্পরে পড়তে হবে না। ওলা-উবরের মতো অ্যাপ ক্যাবের আদলে এবার মোবাইলের এক ক্লিকেই মিলবে জরুরি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই নতুন পদক্ষেপ করতে চলেছে বলে সোমবার বিধানসভায় জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। এই বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারবেন তাঁদের আশেপাশে কতগুলি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এই পুরো ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

দিল্লির প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ২০ জুলাই : রাজ্যে ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে হল রাজ্য সরকারকে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সিংহভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বেপাত্তা থাকায় গ্রামোন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'জি রাম জি' (১২৫ দিনের কাজ) প্রকল্পের গতি থমকে গিয়েছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং কাজে গতি ফেরাতে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের কথাও ভাবছে রাজ্য। প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করতে চলতি বিধানসভা অধিবেশনেই জরুরি ভিত্তিতে সংশোধনী বিল আনার পরিকল্পনা চলছে। তবে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে দিল্লি থেকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে। তাঁরা রাজ্যের জেলা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবেন।

প্রশংসায় ববি

কলকাতা, ২০ জুলাই : বিধানসভায় বিধায়কদের তোলা এলাকার সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিতে মন্ত্রীদের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তিনি ঘোষণা করেন, অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে বিধায়কদের উত্থাপিত জনস্বার্থের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সাত দিনের মধ্যে নিজের স্বাক্ষর করা লিখিত জবাব দিতে হবে।

দলীয় রাজনীতির রঙ ভুলে মুখ্যমন্ত্রীর এই নজিরবিহীন পদক্ষেপকে স্বাগত জানান শাসক-বিরোধী সব পক্ষের বিধায়করা। পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলে এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম।

পথে পড়ুয়ারা

কলকাতা, ২০ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও রাস্তায় নামলেন। এদিন শহরজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মধ্যেই একাধিক জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংগঠন সোনম ওয়াংচুককে 'অগণতান্ত্রিকভাবে' প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত অনশনে বসে। মেডিকেলের পড়ুয়া লোকনাথ ঘোষ বলেন, 'আমরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি জানাই। পাশাপাশি প্রতি বছরই নিট সহ'

এসএফআইয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুরের ৮বি-তে মঞ্চ বেঁধে প্রতীকী অনশনে বসেন।

তথ্য তলব

কলকাতা, ২০ জুলাই : রাজ্যে বিরোধী নেতা-নেত্রীদের লক্ষ্য করে ডিম হামলার ঘটনা বেড়েছে বা কমেছে কি না, তা নিয়ে সোমবার ফের প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩০ জুনের পর কোথায় কোথায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেই তথ্য জানতে চান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

অভিষেকের বিদেশযাত্রায় 'না'

এসএসকেএমে চোখ দেখান, পরামর্শ কোর্টের

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ২০ জুলাই : চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এসএসকেএম হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার অভিষেকের আইনজীবীর আর্জি শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের রাজ্যেই ভালো চোখের ক্লিনিক রয়েছে। এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। এসএসকেএম-এর মতো পিজি স্তরের সরকারি প্রতিষ্ঠানে দেশের সেরা চিকিৎসকরা রয়েছেন।'

অভিষেকের চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা ঠিক করতে বিশেষজ্ঞদের মতামত জানতে চেয়েছে আদালত। এদিন বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে অভিষেকের আইনজীবী জানান, বিগত দশ বছর ধরে আমেরিকাতেই চোখের চিকিৎসা করাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ। তবে আদালত এখনই অভিষেকের আবেদন মঞ্জুর করেনি।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, প্রয়োজনে এসএসকেএম-এর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হবে। সেই বোর্ডের রিপোর্ট আসার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞরা যদি লিখিতভাবে জানান, অভিষেকের চিকিৎসা কলকাতায় সম্ভব নয়, তবেই বিদেশ যাত্রার বিষয়টি বিবেচনা করবে আদালত।

ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বিদেশে চিকিৎসা করানো নিয়ে এদিন কটাক্ষ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের জন্য ডায়মন্ড হারবারে যে সেবাশ্রয় কেন্দ্র চালু রয়েছে, সেখানে কি তবে মার্কিন চিকিৎসকরা পরিষেবা দিতেন? চিকিৎসকদের কাছে সব রোগীই সমান। হাইকোর্ট যেভাবে অভিষেককে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে, তাতে ওঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সাধারণ মানুষের মতো ওঁরও লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করানো উচিত ছিল।' আদালতে রাজ্যের আইনজীবী অভিযোগ করেন, একাধিক মামলা ঝুলছে অভিষেকের ওপর। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে যেন কোনওভাবেই বিদেশ যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয়। যদিও অভিষেকের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করছেন। একটি মামলায় অভিষেকের আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে আদালত।

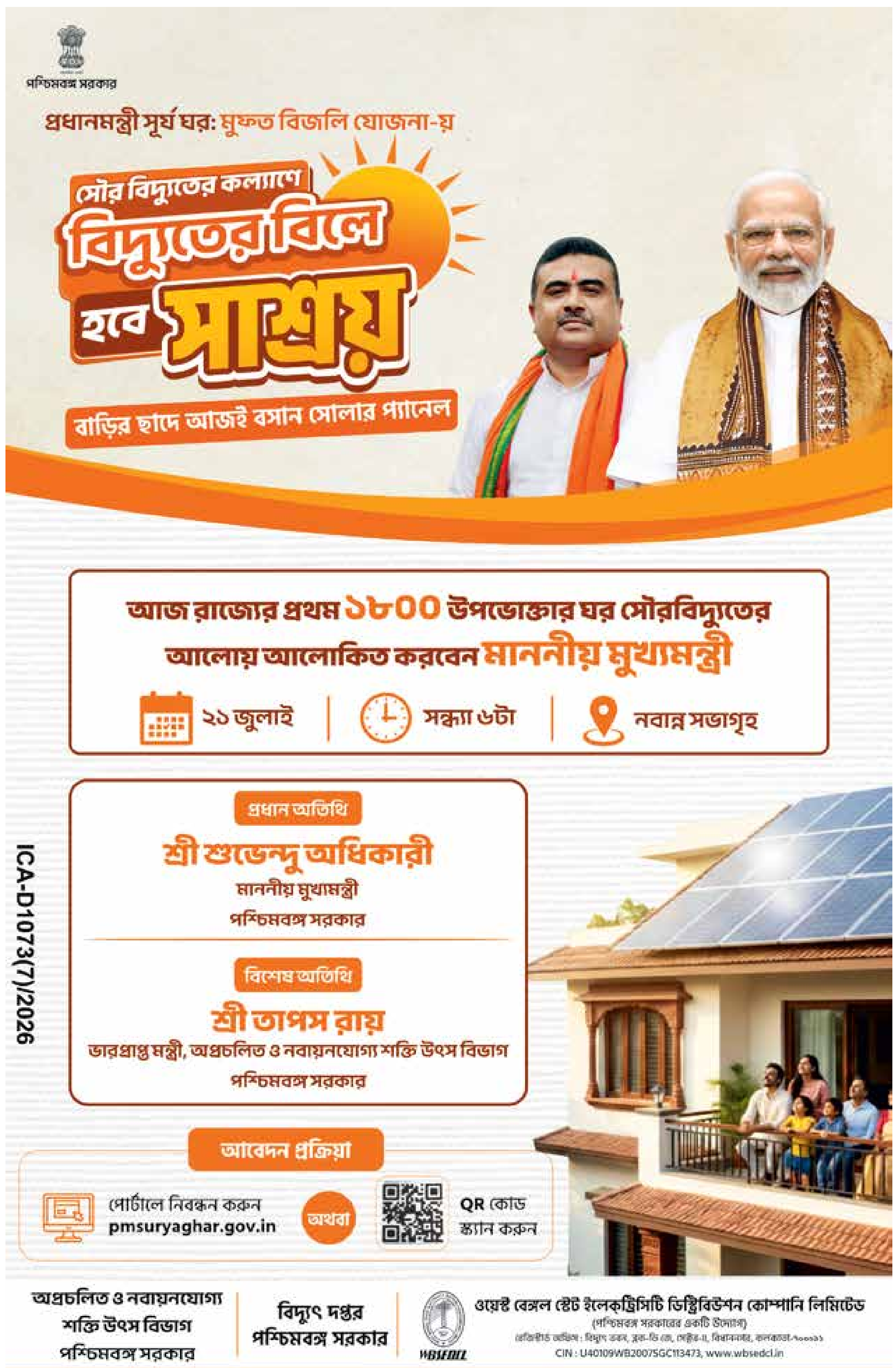

অসমে বন্যা পরিস্থিতি, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই : কয়েক দিন ধরে অসমে টানা বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জেরে সোমবার ব্যাহত হল রেল পরিষেবা। তিনসুকিয়ার সিমালুগুড়ি শহরে রেললাইন জলের তলায়। সে কারণে এদিন অসম রুটের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল ঘোষণা করেছে রেলমন্ত্রক। কয়েকটি ট্রেন আবার রুট বদল করে চলছে। ফলে বিভিন্ন ট্রেনে কয়েক হাজার যাত্রী আটকে পড়েছেন। তাতেই দুর্ভোগ বেড়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যা পরিস্থিতির জেরে ১১টি অসম রুটের ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সাতটি ট্রেন অন্য রুটে চলছে। এছাড়া, দশটিরও বেশি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

শুভজিৎ বালা আলিপুরদুয়ার থেকে গুয়াহাটি গিয়েছেন। তিনি বললেন, 'গুয়াহাটি স্টেশন সংলগ্ন রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তিনসুকিয়া-জোরহাট টাউন প্যাসেঞ্জার, তিনসুকিয়া-লামডিং ডেমু, লিডো-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, লিডো-রঙ্গিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-সিমালুগুড়ি প্যাসেঞ্জার, জোরহাট টাউন-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার, লামডিং-তিনসুকিয়া ডেমু, রঙ্গিয়া-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, সিমালুগুড়ি-ডিব্রুগড় প্যাসেঞ্জার, ডিব্রুগড়-রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়। অন্যদিকে, ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস সহ সাতটি ট্রেনের রুট বদলে দেওয়া হয়েছে।

মুম্বই-ডিব্রুগড় এলটিটি এক্সপ্রেস তিন ঘণ্টা দেরিতে চলছে। অন্যদিকে, পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে চলছে চাকলাপল্লি-শিলচর এক্সপ্রেস।

অসমে রেললাইন দিয়ে বইছে জল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বিভিন্ন ট্রেনে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। শিবসাগর টাউন স্টেশন থেকে স্পেশাল ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিবেক এক্সপ্রেসে আটকে পড়া ২১৭ জন যাত্রীকে সড়কপথে মারিয়ানি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়।' কামরূপ এক্সপ্রেসের ৫৭০ জন যাত্রী ও অমৃতসর এক্সপ্রেসের ৪৯০ যাত্রীকেও নিরাপদ স্থানে পৌঁছোনো হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work of under Tender ID: 2026_WBPWD_5016956_1. Bid Submission end date: 07.08.2026 (upto 14:00 Hrs.) For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T12842(3)/2026

MALDA ZILLA PARISHAD
32 N.S.Road, Malda - 732101
ABRIDGED NOTICE INVITING
NIT No: 03(e)/MZP of 2026-27
On behalf of Malda Zilla Parishad, one No. of work in tender.
Last date for submission of Tender is 28/07/2026 (upto 17.30 P.M.)
For details of the tender Pl. contact office notice board & log on to : www.malda.gov.in or www.wbtenders.gov.in, maldazillaparishad.in
Sd/- (Arijit Sarkar)
District Engineer
Memo No : 503(2)/DICO/MLD, dt 20.07.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 2 nos 226 TR Central AC Plant installed at newly constructed Super Speciality Block within the campus of NBMCH for 01 (one) year." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-22 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016953_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12866(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 5 nos of Lift installed at newly constructed Super Speciality Block within the campus of NBMCH for 01 (one) year." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-23 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016957_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12868(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual Comprehensive Maintenance contract of Split ,RAC and 6 body mortuary chiller Air-Conditioning Machine installed under Various site of Islampur Electrical Sub-Division. (For One Year)." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-32 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016993_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12871(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Dipika Dey স্বামী Shubhankar Dey মধ্য টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি আমার স্বামীর নাম মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে ভুল থাকায় গত 16.7.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং23393) বলে আমার স্বামীর নাম Shubhankar Dey ও Subhankar Dey একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 8942897413. (C/122883)

কর্মখালি

Urgent Job Vacancy for Mechanic/Fitter Mechanical Department. Rungamuttee Tea Estate. Mal Block, Qualification : ITI Diploma in Mechanical Fitting or Equivalent Skills : Machine repair and maintenance. Experience : Minimum 6-7 years in CTC & Orthodox Tea Factory Preferred apply on : rungamuttee.estate@amalgamated. in, Last date of application : 31st July 2026. (C/122886)

●

DTP Computer জানা ছেলে/মেয়ে চাই। S.D Wood Craft. M - 9635988920/8509612484.

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার I/D Card-MHX 3780442-তে Bijay Kumar Panna এবং D/L No. WB73 19900279121এ Bijoy Kr. Panna হয়ে আছে। জলপাইগুড়ি LD. Ex. Magistrate Court-এ 29.06.2026 তারিখে affidevit দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, Bijay Kumar Panna, Bijoy Kr. Panna এবং Bijoy Kumar Panna একই ব্যক্তি। (C/122882)

●

I Arighna Jha, would like to inform that my father's name in my Birth Certificate Vide Regn No. 395, Date- 19.01.2004, unfortunately written as.'Asit Jha' instead of 'Asit Kumar Jha.' That Asit Kumar Jha and Asit Jha is the same and one identical person. Declared before the Executive Judicial Magistrate, Malda, by Affidavit dated 23/12/25. (C/122884)

●

DL No- WB-7120170954089 আমার নাম ভুল থাকায় 17/6/26 মাল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mithu Sapui এবং Mithu Sapui Chhetri এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122472)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual Comprehensive maintenance, servicing of 4nos. Bed-cum-passenger Lifts at NBMC&H and NBDC&H, Sushrutanagar, Siliguri in the district of Darjeeling, for the period of 1(one) year" e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 27 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016971_1. Bid Submission start date (Online): 18.07.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 31.07.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12876(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 3 nos of bed cum passenger Lift (Make-Otis Elevator-03) installed at Siliguri District Hospital for 01 (one) year." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 31 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016992_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division ICA-T12870(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT-CUM-VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING e-TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/2888 Date 07/07/2026 e-Tender For REPAIRING AND MAINTENANCE OF FURNITURE, FIXTURE & EQUIPMENT [03rd call] OF NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL for tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 08/08/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders in the chamber of the of the MSVP, NBMCH will be on 23/07/2026 02:00 p.m. For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling. ICA-T12811(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of the State of West Bengal invites e-Tender for one no. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://wbtenders.gov.in or at www.pwdwb.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/08/2026-2027, NIT ID: 2026_WBPWD_5016987_1. Bid submission End Date for the work : 05.08.2026 upto 02.00 PM. Eligibility : Bonafied Resourceful Contractors. Note:- Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/- Executive Engineer (PWD), North Bengal Construction Division, Siliguri ICA-T12878(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "AMC of entire Electrical Installations of North Bengal Dental College and Hospital and 2 nos Hostel Boys and Girls at North Bengal Dental College and Hospital Sushrutanagar Dist Darjeeling - AMC of EI & Operation of DG Set." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-28 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016978_1. Bid Submission start date (Online): 18.07.2026, 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online): 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division ICA-T12877(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. work. e-NIQ No. 08 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016972_1. Bid submission start date (online) 22/07/2026 from 02:00p.m. Bid submission closing date (online) 29/07/2026 at 02:00 p.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q. and Quotation documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T12850(3)/2026

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ ই এনজিজি./৩২ অব ২০২৬, তারিখঃ ১৩-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিএসএসঃ আলুয়াবাড়ী রোড জং. - মেইন এন্ট্রি সাইড দিকে অ্যাপ্রোচ রোড-এর ব্যবস্থা এবং চার্কুলেটিং এলাকায় উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৭৭,৪৬,৭৫২.০৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৯,৫৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Operation of 2 nos of bed cum passenger Lift (Trauma & Cardiology Building) round the clock at North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Dist-Darjeeling. for 01 (one) year." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-25 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016966_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12874(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT 088/Engg/Elect/ 2025–26 of SJDA (2ND Call). Restoration of electricity wiring at O/o the Assistant Director, CA & FBP, Siliguri R O. Amount put to Tender - Rs. 2,60,602.00. Earnest Money- Rs. 5,212.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 21.07.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 31.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 03.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T12858(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Maintenance of Electrical Installation and fire detection system and Operation of DG by engaging manpower at North Bengal Medical College & Hospital (college and hostel Portion) (1 Year from date of Layout)." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-26 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016967_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 07.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12875(3)/2026

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO. WBIW/EE/COB (I) DIVN. /SNIT-06(m)/2026-27
Separate sealed tenders in printed form are hereby invited by the Executive Engineer, Cooch Behar Irrigation Division, Cooch Behar on behalf of Governor of West Bengal, in West Bengal form 2911 for the 02(two) nos. emergent work from eligible Bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work of value 30% of the amount put to tender within the last 5(five) years. Last date of application - up-to 17:00 hrs: on **23.07.2026** Details of Short N.I.T will be available in the office of the undersigned on any working days during office hours and in the Departmental website of I. & W. Dte.
Sd/-
(J.P Pandey)
Executive Engineer
Cooch Behar Irrigation Division
Debibari, Cooch Behar

যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৯-কিউডব্লিউএস-বিএলজিটি-২৬ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ বালুরঘাট কুইক কোচ ওয়াটারিং য়ারেঞ্জমেন্ট সিস্টেমের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং কাজ (টার্ন কী ভিত্তিক)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৭,৩৬,২৪২.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১৪,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/আইসি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৩৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১০-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ এসএসই/ওয়ার্কস/এনজিজেড অফিসের অধীনে কেএম ৩৭/৭-৯ স্থিত ব্রিজ নং. ৭৯ এর (স্প্যান-৫×১৮.৩ এম), কেএম ৪২/৪-৭ স্থিত ব্রিজ নং. ৯১ এর (স্প্যান-৭×১৮.৩ এম), কেএম ৫৯/৮-৯ স্থিত ব্রিজ নং. ১৩২ এর (স্প্যান-৩×৪৫.৭০ এম), কেএম ৩৩/৮-৯ স্থিত ব্রিজ নং. ৭৩ এর (স্প্যান-১×৪+৮×২.৬০), কেএম ৩৫/১-২ স্থিত ব্রিজ নং. ৭৬ এর (স্প্যান-৪×৬.১০) এবং কেএম ৭৯/০-১ স্থিত ব্রিজ নং. ১৭৩ এর (স্প্যান-২×৬.১০+২×১২.২০ এম)-এর ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা প্রোটেকশন মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৩১,৩৯,৮৫০.৫৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ৮,৬২,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সেতুর কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/০৬/২০২৬/এমএলজি তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ডিসিবিএল০৬২০২৬এমএলজি। কাজের নামঃ এসএসই/বিআর/বঙ্গাইগাঁওএর অধীনে চৌতারা-জোরাই খণ্ডে ২৫ টি গার্ডারের দ্বারা ১৭৮/৭-১৭৯/০ কিলোমিটারে সেতু নং. ২০৯ ডিএন (৭×৪৫.৭মিটার), ১৯৭/৯-১৯৮/০ কিলোমিটারে সেতু নং. ২৪০ ডিএন (২×৪৫.৭ মিটার) এ স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টিল ব্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ২৮,৭৫,৩৫,৪১৭.২০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৭,৫০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.০৫ ঘণ্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
(টোকাঃ ওয়ার্কশপ ব্রীজ পলিসি এল.নং. ২০১৪/সিই-III/বিআর/ব্রীজ ওয়ার্কশপ পলিসি, তারিখঃ ০৮-০৬-২০২৬ যোগে ইডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও থেকে সেতু নং. ২৪০ ডিএন (২×৪৫.৭ মিটার) এর জন্যে ২৬৮.৬৬ মেট্রিক টন পরিমাণের জন্যে গার্ডার)।
ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Northern Circle, P.W. Dte. invites online e-tender for the following work - Construction of a new 2-Pump Fire Station at Itahar under Uttar Dinajpur District, under Uttar Dinajpur Division, PWD. (2nd Call). Estimated Amount : Rs. 4,02,25,601.00. e-NIT No. 04 of 2026-27 Tender ID : 2026_WBPWD_5016983_1. Bid submission start date (online) : 24.07.2026 from 11:00 AM, Bid submission closing date (online) : 17.08.2026 upto 03:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Northern Circle, P.W. Dte. ICA-T12867(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual maintenance of EI & AC at Kharibari RH, Dist.: Darjeeling for the period of 01(ONE) calendar year. (1 Year from date of Layout)." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-30 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5016989_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 31.07.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12873(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual maintenance of EI and AC at Naxalbari RH, Dist.: Darjeeling for the period of 01(ONE) calendar year. (1 Year from date of Layout)." e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 29 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5016988_1. Bid Submission start date (Online) : 18.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 31.07.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division. ICA-T12872(2)/2026

E-TENDER NOTICE
e-Tender is being invited by the Secretary, Siliguri RMC for the following works, details of which may be had from this office during the office hours or in the website, namely- https://tenders.wb.gov.in
1. Tender Ref. No: RMC/01-SEC/SLG/2026-27, Dated : 20/07/2026
Vide Tender ID. No.2026_WBSMB_5017044_1
Last Date of submission of bid (Online) : 06/08/2026 at 05.00 hours.
Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT007/Engg/ 2026-27 of SJDA. Name of Work: Repairing of Toilet Block for Office of the President, DCDRF, Siliguri. Amount put to Tender- Rs. 3,48,536.00. Earnest Money- Rs. 6,971.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 24.06.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 03.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 06.07.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T12859(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল_টিআরডি_০৭_২৬-২৭; তারিখ: ১৬-০৭-২০২৬। (বিড নম্বর : ইএল_টিআরডি_০৭_২৬-২৭)। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : "ইয়ার্ডের উন্নয়ন- রানীনগর জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোড-মোট ৮টি ইয়ার্ড" সংক্রান্ত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৩,২১,৭৩,১১১.৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬,৪৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় ০৭-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (টিআরডি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নন-ক্যাটারিং প্রিমিয়াম স্টলের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নন-ক্যাটারিং প্রিমিয়াম স্টল সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সিএপিএনসিবিপিআরএমএসটিএল২৬; লট নিলাম শুরু (সব লট) ঃ ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টায়; রেট ইউনিট (মূল্যের একক) ঃ বার্ষিক লাইসেন্স ফি; দিন: ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডি জে-এনসিবি-পিএস-২৪-২৬-২ (মিসলেনিয়াস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - প্রিমিয়াম স্টোর্স)	নিউ কোচবিহার স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়ায় সংযুক্ত স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া - সি" অনুযায়ী লোকনাথ বাবা মন্দিরের সামনে নির্ধারিত স্থানে "পোশাক, ভ্রমণ সামগ্রী এবং জুতো সংক্রান্ত প্রিমিয়াম স্টোর স্থাপন ও পরিচালনা করা"।
এএ/২	এমএসএস-এপিডি জে-এনসিবি-পিএস-২৩-২৬-২ (মিসলেনিয়াস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - প্রিমিয়াম স্টোর্স)	নিউ কোচবিহার স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়ায় সংযুক্ত স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া - বি" অনুযায়ী লোকনাথ বাবা মন্দিরের সামনে নির্ধারিত স্থানে "পোশাক, ভ্রমণ সামগ্রী এবং জুতো সংক্রান্ত প্রিমিয়াম স্টোর স্থাপন ও পরিচালনা করা"।
এএ/৩	এমএসএস-এপিডি জে-এনসিবি-পিএস-২৫-২৬-১ (মিসলেনিয়াস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - প্রিমিয়াম স্টোর্স)	নিউ কোচবিহার স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়ায় সংযুক্ত স্কেচ প্ল্যান "এরিয়া - এ" অনুযায়ী লোকনাথ বাবা মন্দিরের সামনে নির্ধারিত স্থানে "পোশাক, ভ্রমণ সামগ্রী এবং জুতো সংক্রান্ত প্রিমিয়াম স্টোর স্থাপন ও পরিচালনা করা"।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ ১৩:৫০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-Quotation
Notice Inviting e-Quotation by the E.E./NBDD Vide eNIQ No.16 of 2026-27 of the E.E.,NBDD.
Details of works will be seen in the above mentioned eNIQ in the website :- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

এইচটি ও এলটি লাইনের গতি পরিবর্তন এবং নবীকরণ
টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/০৮/২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ই-সি-এন-এস-০২-২৬-২৭-ডিএন-আরটি। কাজের নামঃ প্রস্তাবিত দ্বৈত রেলপথের সঙ্গে বৈদ্যুতিক উল্লংঘন অপসারণ করার অর্থে আলুয়াবাড়ি রোড জংশন এবং ঠাকুরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন, ঠাকুরগঞ্জ এবং শিলিগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশন এবং শিলিগুড়ি জংশন ও নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে পাশে এবং সমগ্রে এইচটি (৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি) এবং এলটি লাইনের পরিবর্তন ও নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৫০,৪৬,৩৯৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৫,০০,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবে- ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT082/Engg/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of Work: Painting of interiors (with Wall Putty) and allied works of O/o the Assistant Director, Consumer Affairs and Fair Business Practices, Siliguri Regional Office, Siliguri. Amount put to Tender- Rs. 1,93,587.00. Earnest Money- Rs. 3,872.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 21.07.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 31.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 03.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T12857(1)/2026

Short-NOTICE INVITING TENDER NO:-WBIW/EE/JID/SNIT-11(m)/2026-27
Separate offline sealed Tenders for **02(Two)** nos **Emergent Pilliative works (2nd Call)** in printed forms are hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors having single credential of 30% of Amount Put Tender in Last 5(Five) financial years.
Date & Time for Application for issue of Tender Form......
Starting from--------21/07/2026 at 10.30 hrs
End Date & Time-------23/07/2026 -Up to 16:00.hrs.
Others details of the SNIT can be seen in office notice board during working hours & the website : **https//iwd.wb.gov.in**
(P.MANDAL)
Executive Engineer,
Jalpaiguri Irrigation Division Club Road, Jalpaiguri

আজ টিভিতে

বরসাত কি এক রাত সকাল ১০.১৪ সোনি ম্যাক্স টু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আঘাত, দুপুর ১.৩০ জন্মদাতা, বিকেল ৫.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ৮.০০ আওয়ারা, ১১.০০ খলনায়ক

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ এজেন্ট শ্রীনিবাস, দুপুর ১২.৩০ জোর, বিকেল ৩.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৬.৩০ ঘাতক, রাত ৯.৩০ পাগলু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পিতা, বেলা ১১.০০ শিমুল পারুল, দুপুর ২.০০ বৌরানি, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, সন্ধে ৭.৩০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.৩০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মরুতীর্থ হিংলাজ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রিয়তমা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.১৪ বরসাত কি এক রাত, দুপুর ১.৩৪ দিল ইয়ে নাদান, বিকেল ৪.৫২ ইয়ারানা, সন্ধে ৭.৫০ ঘর এক মন্দির, রাত ১১.১০ লহু কে দো রঙ

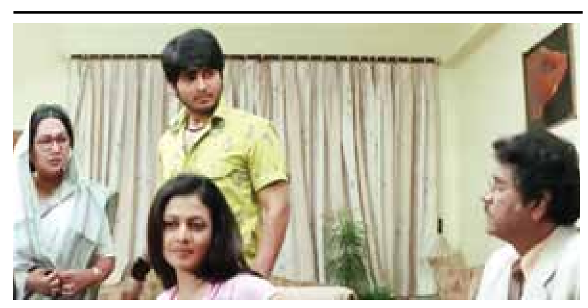
নবাব নন্দিনী বিকেল ৫.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অর্থাগম হলেও অন্য কারণে ব্যয়ের মাত্রাও বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের অবস্থান আরও মজবুত হবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম, পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের মেধার বিকাশ দেখে মানসিক শান্তি পাবেন। পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে আনন্দ। মিথুন : অযথা চিন্তা করবেন না। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। সাংসারিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করুন। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে কঠিন আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। প্রেমে শুভ। সিংহ : সামান্য বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে মতানৈক্য, পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপ। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কন্যা : সন্তানের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। পারিবারিক কেনাকাটায় খরচ বাড়বে। ব্যবসায় কারও সুপরামর্শ পেয়ে উপকৃত হবেন। তুলা : দাম্পত্যে কোনও সামান্য কথা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। কর্মপ্রার্থীরা বড় কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। বৃশ্চিক : কোনও ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ ফেলে রাখা সেই কাজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। সন্ধের পর সুখবর পেতে চলেছেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। আপনার সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। স্বামী-স্ত্রী যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াবে। মকর : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কুম্ভ : শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাতিল করতে হতে পারে। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মতবিরোধ। মীন : নিজের বুদ্ধিবলে কোনও কঠিন কাজের সমাধান করতে প্রশংসিত হবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৩০ আষাঢ়, ২১ জুলাই, ৪ শাওন, সংবৎ ৭ আষাঢ় সুদি, ৬ শফর। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। মঙ্গলবার, সপ্তমী দিবা ৭।২১। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১২।২৭। সিদ্ধযোগ রাত্রি ১০।০। বণিজকরণ দিবা ৭।২১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৩৭ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৫৪ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাত্রি ১২।২৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।২১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৭।২১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৬।৪৫ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিবাহ- রাত্রি ৯।২৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে মীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ মধ্যে ও ৯।৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডেঙ্গির প্রথম টিকা কিউডেঙ্গা পেল ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মারণ রোগ ডেঙ্গির প্রথম টিকা পেল ভারত। জাপানি সংস্থা 'টাকেডা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি প্রতিষেধক 'কিউডেঙ্গা'কে বাণিজ্যিক ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)।

দেশের ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সি যে কেউ এই প্রতিষেধক নিতে পারবেন। বিশ্বের ৪৩টি দেশে ইতিমধ্যেই অনুমোদিত এই টিকা ডেঙ্গির চারটি স্ট্রেন রুখতেই সমান কার্যকর। তিন মাসের ব্যবধানে

০.৫ মিলিলিটারের দু'টি ডোজ নিতে হবে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্য অনুযায়ী, হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কমাতে এই টিকা ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত সক্ষম। হায়দরাবাদের সংস্থা 'বায়োলজিক্যাল ই'-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতেই প্রতি বছর ৫ কোটি ডোজ প্রতিষেধক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এই টিকার বড় সুবিধা হল, এটি নেওয়ার আগে কোনও রক্তপরীক্ষার প্রয়োজন নেই। টাকেডার পদস্থ আধিকারিক মহেন্দ্র নায়েক জানান, 'সাত বছরের তথ্য বলছে, কিউডেঙ্গা সংক্রমণ ও হাসপাতালে ভর্তি রুখতে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিতে সফল হয়েছে।' ভারতের মতো দেশ যেখানে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ ডেঙ্গি আক্রান্তের বাস, সেখানে এই অনুমোদনকে জনস্বাস্থ্যের লড়াইয়ে এক বিশাল মাইলফলক হিসাবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

নেতানিয়াহুকে ধরার ছক

নিউ ইয়র্ক, ২০ জুলাই : ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের সুযোগ খতিয়ে দেখছেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারির পরোয়ানা জারি করে ২০২৪-র নভেম্বরে। মামদানি বলেছিলেন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তাঁর শহরে এলেই তিনি গ্রেপ্তার হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আইসিসি-র সদস্য নয়। আইসিসি-র সদস্য না হওয়া কোনও দেশ নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারে বাধ্য নয়। তাই এবিষয়ে আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন মামদানি।

ত্রিপুরার ডিজি'র দেহ অফিসেই

আগরতলা, ২০ জুলাই : চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। সোমবার ত্রিপুরা পুলিশের অধিকর্তা (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের রক্তাক্ত দেহ তাঁর কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ডিজিপি নিজের সার্ভিস রিভলভার চালিয়ে নিজেকে শেষ করেছেন। রাজ্যপুলিশের সদর দপ্তরে আচমকা গুলির শব্দ শুনে সহকর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গোবিন্দ বল্লভপন্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেছেন, 'বেলা ১২টা নাগাদ নিয়ে আসার সময় তাঁর নাড়ি (পালস), রক্তচাপ ছিল না। জীবনের কোনও লক্ষণই পাওয়া যায়নি। ৪০ মিনিট সিপিআর দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা আমরা চালিয়েছি। কিন্তু সম্বিত ফেরানো যায়নি। ১২টা ৪৮ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে।'

ককরোচ পার্টির ডাকে সংসদ অভিযানের সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের ধরপাকড়। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই আক্রমণ

মোদির খোঁচায় পালটা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : হই-হট্টগোল বা বিশৃঙ্খলা নয়, বরং তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সংসদের বাদল অধিবেশন সচল রাখার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে প্রথাগত ভাষণে নাম না করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।

সম্প্রতি ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট 'বিক্রম-১' মহাকাশে পাঠিয়ে ইতিহাস গড়েছে হায়দরাবাদের স্টার্টআপ সংস্থা 'স্কাইরুট অ্যারোস্পেস'। এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত তরুণ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্কাইরুটের পুরো টিমটার গড় বয়স বড়জোর ২৮ বছর। ভারতের যুবসমাজ মহাকাশ অভিযানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।' এর পরেই ৫৬ বছর বয়সি রাহুল গান্ধিকে পরোক্ষে খোঁচা দিয়ে মোদি বলেন, 'আমি কিন্তু কোনও ৫৬ বছরের তরুণের কথা বলছি না।'

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব দিতে দেরি করেননি রাহুল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা এক্স-পোস্টে লিখেছেন, 'ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী মোদিই হলেন যুবসমাজের সবচেয়ে বড় বিরোধী প্রধানমন্ত্রী। তরুণদের প্রতি তিনি এতটাই বিদ্বেষী যে একজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করতে পারছেন না। ১৫২ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি ছাত্রছাত্রী এর শিকার হয়েছেন। অথচ একজন অপরাধীও শাস্তি পায়নি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস করা অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যারা ন্যায্য দাবি তুলছে, সেই পড়ুয়াদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র কাজই হল অন্যদের খোঁচা দেওয়া ও কটাক্ষ করা। আগে জনগণের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করুন। আপনার সেই '৫৬ ইঞ্চির ছাতি' এখন কোথায় গেল?' এদিন বিরোধীদের গঠনমূলক আলোচনার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কথাও মনে করিয়ে দেন।

> **ভারতের যুবসমাজ মহাকাশ অভিযানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু কোনও ৫৬ বছরের তরুণের কথা বলছি না।**
> নরেন্দ্র মোদি
> ....
> **মোদিই হলেন যুবসমাজের সবচেয়ে বড় বিরোধী প্রধানমন্ত্রী। তরুণদের প্রতি তিনি এতটাই বিদ্বেষী, একজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করতে পারছেন না।**
> রাহুল গান্ধি

ট্রেজারি বেঞ্চের সঙ্গে এনসিপিআইয়ের ঘনিষ্ঠতা

'ইন্ডিয়া'য় ভিন্ন ভিন্ন দাবি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধী ঐক্যে ফাটলের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গেল। বিভিন্ন ইস্যুতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখালেও, কোনও অভিন্ন দাবিতে একজোট হতে পারেনি ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। একদিকে কংগ্রেস, সপা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্নফাঁস কাণ্ড ও রাম মন্দিরের অনুদান চুরির অভিযোগ নিয়ে সরব হয়, অন্যদিকে ডিএমকে সদস্যরা তামিলনাড়ুর মেট্টুর বাঁধ সংস্কারের দাবিতে গলায় সবুজ চাদর জড়িয়ে প্রতিবাদে শামিল হন। ফলে বাদল অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক বিভাজন প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভা দু-কক্ষেই বারবার মুলতুবি হয় অধিবেশন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আলোচনা এবং দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র আন্দোলন ও ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে বিরোধীরা সরব হন। রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেন, আন্দোলনের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে সরকার। লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধিও ছাত্রদের ওপর বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'সমস্যা রয়েছে, গুরুতর সমস্যা। সরকার আলোচনা করতে রাজি নয়, অথচ তরুণদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে, লাঠিচার্জ করছে। এরা তো আমাদেরই সন্তান।'

অন্যদিকে, সংসদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ২০ জন সাংসদের এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার পর প্রথমবার তাঁরা আলাদা ব্লকে বসেছিলেন। ট্রেজারি বেঞ্চের সাংসদদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপির শীর্ষ নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে। তৃণমূলের অবশিষ্ট সাংসদদের সঙ্গে এনসিপিআই সদস্যদের কার্যত কোনও কথাবার্তা হতে দেখা যায়নি। তবে সায়নী ঘোষ ও জুন মালিয়া সৌগত রায়ের কাছে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে প্রণাম করেন। এ প্রসঙ্গে সৌগত রায় বলেন, 'আমি বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি না। ওরা ওদের মতো কাজ করবে, আমরা আমাদের মতো।'

অধিবেশনের প্রথম দিনেই আরও একটি পরিবর্তন নজর কেড়েছে। লোকসভার প্রথম সারিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসনে এদিন বসেন এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল এবং তৃণমূল দলে ভাঙনের পর লোকসভায় আসন সংখ্যা কমে যাওয়ায় আসন বিন্যাসে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংসদ সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম সারি থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় সারিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তৃণমূলে থাকাকালীন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সারিতে বসতেন। পরে তাঁকে সরিয়ে সেই আসনে বসানো হয়েছিল অভিষেককে। দলে ভাঙনের পর আবার নিজের পুরোনো আসন ফিরে পেলেন সুদীপ।

অধিবেশন শুরুর আগেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, মাত্র আটজন সাংসদ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কেন প্রথম সারির আসনের দাবি করবে। বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত লোকসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা ছিল ২৮। বর্তমানে ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় দলের শক্তি কমে দাঁড়িয়েছে আটে। সেই পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রতিফলনই দেখা গেল আসন বিন্যাসে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খুব শীঘ্রই ডিএমকে-এর আসন পরিবর্তন হবে। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে।' জানা গিয়েছে, ডিএমকে বিজেপি বা এনডিএ-র সরাসরি শরিক না হলেও তারা ইস্যুভিত্তিক সমর্থন জানাবে সরকারকে।

অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের উদ্দেশে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'যেখানে তথ্য ও যুক্তি শক্তিশালী, সেখানে ঝড়ের কোনও স্থান থাকে না। শান্ত চিত্তেও দৃঢ়ভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। আমি চাই এই অধিবেশনে সমৃদ্ধ আলোচনা হোক, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর শোনা হোক এবং সকলের মতামতকে সম্মান করা হোক।'

এনডিএ'র 'মঙ্গলমিলন'-এ বাদ সুদীপ, কাকলিরা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর মুখে বিরোধী শিবিরের পাশাপাশি শাসক জোটের অন্দরেও বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রবিবার সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও, মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে এনডিএ সাংসদদের বিশেষ বৈঠক 'মঙ্গল মিলন'-এ ডাক পেল না তৃণমূল ছেড়ে সদ্য গঠিত দল 'ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)। ফলে শাসক জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনা থাকলেও, সংসদীয় জোটে এনসিপিআইয়ের আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি হয়নি, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট। দলের লোকসভার উপদল নেত্রী শতাব্দী রায় বলেন, 'না, মঙ্গলবার সকালের এনডিএ বৈঠকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।'

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় সংসদ ভবন চত্বরে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক হয়। এবার থেকে এই বৈঠকের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'মঙ্গল মিলন'। বাদল অধিবেশন শুরুর পর নতুন নামে এটিই প্রথম বৈঠক। নিজেদের এনডিএ শরিক বলে দাবি করলেও এই বৈঠকে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছেন না এনসিপিআই সাংসদরা। তৃণমূল থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'ওরা এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও, এখনও এনডিএ-র শরিক হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। তাই হয়তো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।'

এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এনডিএর সাফল্য এবং তাঁর বিদেশ সফরের জন্য জোটসঙ্গীরা সংবর্ধনা জানান।

এদিকে, এনডিএ-র বৈঠকে ডাক না পেয়ে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিপিআই। জোটে জায়গা না পেলেও, তারা ২১ জুলাই দিল্লির রাজঘাটে শহীদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা রাজঘাটে শহীদ দিবস পালন করব।' @রাজনৈতিক মহলের মতে, এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে চাইছেন, তেমনই জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের উপস্থিতির জোরালো বার্তাও দিতে চাইছেন।

স্বর্ণপদকজয়ী 'আত্মঘাতী'

লখনউ, ২০ জুলাই : সরকারি পরীক্ষায় ৫০ বার অকৃতকার্য হওয়া আর মেনে নিতে পারলেন না বি.টেক-এ স্বর্ণপদক পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার আনন্দ কুমার। অভিযোগ, তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কানপুরের বাসিন্দা বছর ২৩-র আনন্দ আত্মহত্যার আগে বাবাকে চিরকুটে লিখেছেন, 'দুঃখিত বাবা, আমি চেষ্টা করেছিলাম। পারলাম না। ৫০ বার পরীক্ষা দিয়েছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

গোবিন্দনগরের এসএইচো জানিয়েছেন, শুক্রবারের ঘটনা। আনন্দ ও তাঁর দাদা রাজকুমার ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। সেদিন গৃহসহায়িকা বাড়িতে ঢুকে আনন্দের ঘর বন্ধ দেখেন। ডাকাডাকির পর না খোলায় তিনি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দরজা ভেঙে আনন্দের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।

অতিবৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের রাজৌরি এলাকা। সোমবার পুঞ্চের মেনধারী জেলায়।

সামান্য চুরি নিয়ে রাজনীতি করবেন না : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া দানের টাকা তছরুপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আইনি টানাপোড়েনে রাজনীতির রং না লাগানোর কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সোমবার স্পষ্ট জানিয়েছে, এটি মূলত একটি সাধারণ অপরাধের ঘটনা। মামলার আবেদনকারীদের সতর্ক করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আদালত রাজনীতির জায়গা নয়। দয়া করে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেবেন না। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এটি একটি চুরি জাতীয় অপরাধ। সেই প্রেক্ষিতে আমরা শুধু নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে চাই।'

রাম মন্দিরে তছরূপ

মন্দিরের দান তছরুপের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ইতিমধ্যেই আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন মুখবন্ধ খামে একটি স্টেটাস রিপোর্ট আদালতে জমা দেন। তিনি জানান, পুলিশের তদন্ত চলছে এবং ধৃতদের মধ্যে ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের গাড়ি চালকও রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই বিশদ তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলেও তিনি আদালতকে জানান।

তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে স্থানীয় পুলিশের বদলে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর হাতে পুরো দায়িত্ব তুলে দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। দুই প্রবীণ আইএএস আধিকারিক এবং আইজি পদমর্যাদার অফিসারদের নিয়ে এই সিট পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া পিটিশনগুলিতে সিবিআই তদন্ত এবং ফরেন্সিক অডিটের দাবি জানানো হয়েছিল। আগামী ২৭ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

শিশু সহ ১১ জনকে উদ্ধার সেনার

শ্রীনগর, ২০ জুলাই : হড়পার জেরে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ড। প্রবল বৃষ্টি ও ধসের জেরে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে আপাতত স্থগিত চারধাম যাত্রা। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত দু'দিনে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৬ জন। ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই রাজৌরি জেলায় হড়পার গ্রাস থেকে পাঁচ শিশু সহ ১১ জনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনা।

রাজৌরির দুটি এলাকায় পুলিশ, এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উদ্ধার অভিযানগুলি চালায় সেনার 'হোয়াইট নাইট কোর'। থনামন্ডির দক্ষিণে চুরুং গ্রামে একটি পাহাড়ি নালা আচমকা প্লাবিত হওয়ায় পাঁচ শিশু সহ নয়জন গ্রামবাসী আটকে পড়েন। নদীর স্রোত ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে সেনা জওয়ানরা তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। অপর অভিযানে রাজৌরি থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে ধাংরি এলাকার কাছে নওশেরা তাওয়াই নদীর মাঝের চরে আটকে পড়া ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সি দুই তরুণকে উদ্ধার করে সেনারা। পরে রাজৌরি জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ডাউনিং স্ট্রিটে বার্নহ্যাম জমানা

লন্ডন, ২০ জুলাই : ব্রিটেনের ৫৯তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সোমবার ডাউনিং স্ট্রিটে প্রবেশ করলেন অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। টালমাটাল ব্রিটিশ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে একগুচ্ছ নতুন ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন লেবার পার্টির এই নতুন কান্ডারি।

কিয়ের স্টারমারের ইস্তফার পর সোমবার বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ৫৬ বছর বয়সি বার্নহ্যাম। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রথম ভাষণে তিনি সাফ জানান, ব্রিটিশ রাজনীতির পুরোনো সংস্কৃতিতে আমূল বদল আনতে চলেছেন তিনি। বার্নহ্যামের কথায়, 'অনেক হয়েছে, এবার আমাদের আরও ভালো কাজ করতে হবে। ব্রিটেনের জন্য এটি একটি সার্কিট-ব্রেকার মুহূর্ত। আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক মডেল তৈরি করব।' বিগত দশ বছরে বার্নহ্যাম ব্রিটেনের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী। দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর ঘোষণা, 'আমার প্রথম নির্দেশ হবে দেশ থেকে ফুটপাথে রাত কাটানোর সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল করা। একুশ শতকেও ব্রিটিশ নাগরিকরা মাথার ওপর ছাদ পাবেন না, এটা হতে পারে না।'

আসাদুজ্জামানকেও ফেরত চাইল ঢাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২০ জুলাই : শেখ হাসিনার পর এবার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণে নয়াদিল্লির কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানাল বাংলাদেশ সরকার।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিব মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী জানান, 'আমরা ইতিমধ্যেই বিদেশমন্ত্রকের মাধ্যমে দণ্ডিত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে বলেছি।'

১৭ জুলাই এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়েছে ঢাকা। আইসিটি-র রায়ের পাশাপাশি কামালের বিরুদ্ধে ২২ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৮৭ কোটি টাকা পাচারের চার্জশিট জমা পড়েছে। আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালের দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করার পরেই সিদ্ধান্ত নেবে দিল্লি। এক পদস্থ আধিকারিকের মতে, 'মানবতাবিরোধী অপরাধীকে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করা সরকারের আইনি ও কূটনৈতিক দায়িত্ব।'

'আমরা ভেনেজুয়েলা নই'

তেহরান, ২০ জুলাই : আমেরিকা-ইজরায়েলের লাগাতার হামলার আবহে পালটা হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। 'আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ' এবং শান্তি বৈঠকের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় মনে হচ্ছিল এই বুঝি বোমাবর্ষণ হল! যখন পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতাম, প্রতিবারই ভাবতাম হয়তো এটাই জীবনের শেষ কল।' ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্র টেনে বিদেশমন্ত্রী জানান, ইরান কোনও হুমকিতে মাথানত করবে না।

আমেরিকার সামরিক চাপের মুখে তেহরান যে অনড়, তা জানিয়ে আরাঘচি বলেন, 'ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করার অন্যায্য ও বেআইনি দাবি আমরা মেনে নিইনি বলেই আমেরিকা যুদ্ধ শুরু করেছে। আমাদের ভয় দেখিয়ে বা ঘুষ দিয়ে বশ করা যাবে না।' চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে যেভাবে সেদেশে ক্ষমতার হাতবদল ঘটিয়েছিল আমেরিকা, ইরানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ইরান ভেনেজুয়েলা নয় যে একজন নেতাকে সরিয়ে দিলেই পুরো দেশ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে। ইরানের শাসনব্যবস্থা বহুস্তরে বিন্যস্ত।' ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, 'আমেরিকা আমাদের খার্গ দ্বীপ (ইরানের বৃহত্তম তেল ভাণ্ডার) দখলের চেষ্টা করলে ওদের একজনও এখান থেকে বেঁচে ফিরবে না।'

ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি ইরানের

সোমবার টানা নবম দিন ইরানে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের হামলা রুখতে একাধিক শহরে নতুন করে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড। জবাবে সিরিয়ায় মার্কিন স্পেশাল অপারেশন-এর সদর দপ্তর এবং কুয়েতের মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস। এদিনের যুদ্ধে আরও এক মার্কিন সেনার মৃত্যুর খবর মিলেছে। দুই দেশের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জেরে তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস এদেশের নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়ার এবং সেখানে ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৬৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

গুরুত্বহীন

২১ জুলাইয়ের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। শেষ করে দিয়েছে তৃণমূলই। আরও স্পষ্ট করে বললে এজন্য দায়ী খোদ তৃণমূল নেত্রী। শুধু তৃণমূলের নয়, বাংলায় গত তিন দশকে দক্ষিণপন্থী বিরোধী রাজনীতিতে ২১ জুলাইয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেই দিনটিকে লঘু করে দেওয়া হল তৃণমূল ক্ষমতায় আসার বছর দুয়েকের মধ্যে। বিশেষ করে যবে থেকে মঞ্চে টলিউডের ভিড় বাড়ল। রাজনৈতিক ভাষণের চেয়ে নাচাগানার আধিক্য দেখা দিল।

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতের কিছু বাছাই করা মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হতে থাকল, যার সঙ্গে শহিদ স্মরণের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। অথচ ১৯৯৩-এর এই দিনটিতে বাস্তবে বাম শাসনের অবসানের ভ্রূণ তৈরি হয়েছিল। সেসময় হয়তো সেই বাস্তবতা বোঝা যায়নি। কিন্তু ১৩ জন মানুষের মৃত্যুর মধ্যে বিরোধী মতের মানুষের সংগঠিত হওয়ার উপাদান লুকিয়ে ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উপাদানকে ব্যবহার করেছিলেন।

তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর দিনটি বিরাটভাবে উদযাপনের তেমন শক্তি কংগ্রেসের ছিল না। বলা ভালো, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দিনটিকে গুরুত্ব দিয়ে পালনের কথাই কখনও ভাবেনি। ২১ জুলাইয়ের মর্মবস্তুর ভিত্তিতে তিলে তিলে বাংলায় বামফ্রন্টের বিকল্প হিসেবে তৃণমূল নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিল। বিশেষ করে গরিব, নিম্নবর্গীয় ও মধ্যবিত্ত মানুষের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সততার প্রতীক বলে তাঁর নামে প্রচারও আস্থা অর্জন করে।

সেই সময় ২১ জুলাই ছিল প্রতি বছর তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও শাসক শিবিরের নানা খামতি, গাফিলতি মানুষের সামনে তুলে ধরার মঞ্চ। সেই মঞ্চকে ব্যবহার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী ভাষণ শুধু তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারত। একথা ঠিকই, প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তৃণমূলের দলগত মতাদর্শ বলে কিছু ছিল না। সিপিএম বিরোধিতাই ছিল দলের একমাত্র পুঁজি।

কিন্তু বাম জমানার প্রেক্ষাপটে সিপিএম হটাও মনোভাবটা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল অনেক বড় ব্যাপার। তৃণমূল সেটা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিল। কিন্তু বিরোধী থেকে শাসক হওয়া মাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অর্জনটা হারিয়ে ফেললেন। সিপিএম বিরোধিতা যেহেতু একমাত্র পুঁজি ছিল, তাই অন্য রাজনৈতিক দিশা আর তিনি দেখাতে পারেননি। পরের দিকে, কেন্দ্র বিরোধী কথাবার্তা বললেও তা তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

তৃণমূল একসময় এনডিএ শরিক ছিল বলেই দলটির মোদি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ কখনও তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি সাধারণ মানুষের কাছে। ২১ জুলাই হয়ে উঠেছিল নিছক একটি বিনোদনের দিন। দূরদূরান্ত থেকে কিছু মানুষের বিনা ভাড়ায়, দলের দেওয়া খাবার খেয়ে কলকাতা দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল দিনটি। বিরোধীরা ডিমভাতের দিন বলে কটাক্ষ করার সুযোগ পেতে শুরু করে। শহিদদের পরিবারগুলি মঞ্চে থাকলেও আগের মতো গুরুত্ব আর পেত না।

তাছাড়া ২১ জুলাইয়ের পুলিশি গুলিচালনার তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন মমতা। ক্ষমতা হারানোর পর ২১ জুলাইকে নিয়ে যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, তা একেবারে হাস্যকর। দিনটিকে অমর্যাদা করার সমস্ত উপাদান মজুত একেবারে। যুব কংগ্রেস বরাবরই ছোট করে হলেও দিনটি উদযাপন করে। কিন্তু তৃণমূলের ভাঙনের ফলে কলকাতায় খুব কাছাকাছি দুটি জায়গায় দিনটি উদযাপন হবে।

অন্যদিকে, যাঁরা এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছেন, তৃণমূলের সঙ্গে সংস্পর্শ না থাকলেও সেই ২০ জন সাংসদ দিল্লিতে আলাদাভাবে শহিদ স্মরণ করবেন। শহিদদের স্মৃতি নিয়ে ছেলেখেলা তো বটেই, দিনটির প্রতি এর চেয়ে অবজ্ঞা আর কী হতে পারে। শহিদ স্মরণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, কে আসল আর কে নকল তৃণমূল তা প্রমাণ করার প্রতিযোগিতা। যে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে শহিদদের আত্মীয়রা নিজেদের অপমানিত বোধ করছেন।

অমৃতধারা

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, - তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখ-দুঃখ ডুবে যায়- কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে 'বেশ', তাও অশান্তি, অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা- বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভারতীয় রাজনীতির তিন গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ

বিজেপির উত্থানের পেছনে কংগ্রেস ও বামেদের কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি সহায়ক ছিল?

রূপন সরকার

ফিরে দেখা।। হরকিষেণ সিং সুরজিতের সঙ্গে জ্যোতি বসু।–ফাইল চিত্র

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের বাইরে থেকেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বিআর আম্বেদকরের মতো ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি ছিল দেশের শুরুর দিকের এক অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। তবে পরবর্তীতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা থেকে মোহভঙ্গ হলে তিনি পদত্যাগ করেন। সেই সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ রাজনৈতিক বিরোধিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ উত্থান ও পতনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করলেও সত্তরের দশক পর্যন্ত জনসংঘ তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু জরুরি অবস্থা রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসংঘ এবং সামাজিক সংগঠন হিসেবে সংঘের সামনে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের আমলের সেই জরুরি অবস্থার সময় দেশের মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি যখন দিশেহারা, প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন কারাবন্দি বা নজরবন্দি, তখন সংঘ সেই সুযোগে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিজের সাংগঠনিক ভিতকে কাজে লাগিয়ে জরুরি অবস্থা বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় সংঘ সমর্থিত জনসংঘের রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। এলকে আদবানির কথায়, এই ঘটনা রাজনীতিতে জনসংঘের অস্পৃশ্য তকমা মুছে দিয়েছিল। জরুরি অবস্থায় সংঘের ভূমিকার প্রশংসা করে সমাজবাদী ও গান্ধিবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করেছিলেন যে, আরএসএস যদি ফ্যাসিবাদী হয়, তবে জয়প্রকাশও ফ্যাসিবাদী। সংঘের এই রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ১৯৭৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়। সেই সময় সংঘ সমর্থিত জনসংঘ জনতা পার্টির সরকারে অংশগ্রহণ করে এবং প্রাক্তন সংঘের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও বিভিন্ন রাজ্য মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নেয়। এই সময় থেকেই আরএসএসের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন। ফলে সংঘ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত, তারাও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটু খোলামেলা দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘকে দেখতে শুরু করে।

ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বিতীয় বড় মোড় আসে সিপিএমের পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালে। প্রবীণ রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু নিজেই এই ঘটনাকে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৩ দিনের বাজপেয়ী সরকার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারায় দেশ এক গভীর সংসদীয় সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কারণ ১৬১ জন সাংসদের বাজপেয়ী সরকারের পতনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কংগ্রেসকে নেতৃত্বে রেখে আঞ্চলিক দলগুলি কোনও বিকল্প সরকার তৈরি করতে রাজি ছিল না। রাজ্য স্তরে যারা সরাসরি কংগ্রেস বিরোধিতা করে জিতে এসেছিল, তারা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গড়তে প্রস্তুত ছিল না। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে অ-কংগ্রেস এবং অ-বিজেপি দলগুলি মিলে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই ফ্রন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিপিএমের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এবং জ্যোতি বসু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে উঠলেও ফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্নে জটিলতা তৈরি হয়। কোনও আঞ্চলিক নেতাই সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়ায় জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষপর্যন্ত জ্যোতি বসুর নাম সামনে আসাতে সকলে তাঁর মধ্যে সংকটমোচনের পরিত্রাতা খুঁজে পান। যে কংগ্রেসকে ব্রাত্য করে অ-কংগ্রেস ও অ-বিজেপি তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছিল, জ্যোতি বসুর নাম সামনে আসাতে সেই কংগ্রেসই আগ বাড়িয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনে এগিয়ে আসে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনসংঘ প্রতিষ্ঠা রাজনীতির সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক অভিঘাত, ১৯৯৬ সালে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব খারিজ করে সিপিএমের 'ঐতিহাসিক ভুল' এবং ইউপিএ-১ সরকার থেকে বামেদের সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি করে। এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি ও তৎকালীন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিজেপি যেভাবে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে, তা আজও রাজনৈতিক মহলে চর্চিত। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই সন্ধিক্ষণগুলো বিজেপির বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিয়েছিল।

দিল্লিতে তখন সরকার গঠনের তোড়জোড় তুঙ্গে। তৃতীয় ফ্রন্টের নেতারা তথা একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা দিল্লিতে কেউ বঙ্গ ভবন, কেউ তামিলনাড়ু ভবন, আবার কেউ অন্ধ্র ভবনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না।

আর এই তৃতীয় ফ্রন্টের কারিগর হরকিষেণ সিং সুরজিতের বাড়ির কানাগলিতে তখন আঞ্চলিক দলের নেতাদের আনাগোনা। সংবাদমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলের ওবি ভ্যান সারিবদ্ধভাবে কমরেড সুরজিতের বাংলোর সামনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আর সিপিএমের সদর দপ্তর একে গোপালন ভবন, যেখান থেকে সরকার গঠনের অনিশ্চয়তার সম্ভাব্য অবসান হওয়ার কথা ছিল, সেই দিকেই সারা দেশ তখন তাকিয়ে ছিল। একে গোপালন ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সেভেন রেস কোর্স রোডের দূরত্ব যখন ক্রমশ কমে আসতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় পার্টির পলিটব্যুরোর মিটিং শুরু হয়। কমরেড সুরজিৎ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের মিটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে প্রবেশ করেন। দিন শেষে সন্ধ্যা ঘনাল, মিটিং শেষ হল। কমরেড সুরজিৎ, প্রকাশ কারাতকে পাঠালেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সাংবাদিকদের দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা ও সারা দেশের একরাশ প্রত্যাশা মাত্র দুই মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে শেষ করে দেওয়া হল। জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব খারিজের সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রকাশ কারাত এক লাইনের বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দ্রুতগতিতে ফিরে গেলেন। অনেকটা সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নবাণ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো।

জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি নাকচ করে দেওয়ার পরেও তৃতীয় ফ্রন্টের নেতারা ছিলেন নাছোড়বান্দা। সেদিন বিহার ভবনে বৈঠকে বসেছিলেন ভিপি সিং, লালুপ্রসাদ যাদব, চন্দ্রবাবু নাইডু, করুণানিধি প্রমুখ। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিপিএমকে পুনরায় প্রস্তাব দেওয়া হয় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য। ১৯৯৬ সালের ১৪ মে আবার কেন্দ্রীয় কমিটির ম্যারাথন মিটিং শুরু হয়। কিন্তু ফল সেই একই ছিল। ২৭-২২ ভোটে জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটি পুনরায় নাকচ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং হান্নান মোল্লা, আর বিপক্ষে ছিলেন বিমান বসু এবং অনিল বিশ্বাস। আশাহত হয়ে তৃতীয় ফ্রন্টের নেতারা ভিপি সিংয়ের দ্বারস্থ হলেন এবং শেষপর্যন্ত জ্যোতি বসুর প্রস্তাব অনুযায়ী তৃতীয় ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হন এইচডি দেবেগৌড়া। জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের পর প্রায় নীরবতা অবলম্বন করে চলেছিলেন। দীর্ঘ এক বছর পর নীরবতার অবসান ঘটিয়ে সাংবাদিক এমজে আকবরের এক প্রশ্নের উত্তরে দুটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, 'হিস্টোরিক ব্লান্ডার'। কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় ফ্রন্টের নেতৃত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তিনি ঐতিহাসিক ভুল হিসেবেই দেখেছিলেন। পরবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দেশে প্রথম এনডিএ সরকার গঠিত হয়।

ইউপিএ-১ থেকে বামেদের সমর্থন তুলে নেওয়া ছিল তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইউপিএ-১ সরকার থেকে বামেদের সমর্থন প্রত্যাহারের পর সরকারের নীতিগত ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে বলে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন। অন্যদিকে, পরবর্তী সময়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে আন্না হাজারের নেতৃত্বে লোকপাল বিলের দাবিতে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। একইসঙ্গে বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসার পথও প্রশস্ত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে।

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের বিভিন্ন সময়ে নেওয়া কিছু সিদ্ধান্ত বিজেপির রাজনৈতিক বিস্তারের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি কোনওরকম তাড়াহুড়ো না করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির রাজনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আজ কেন্দ্রে এবং একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। এখন তাদের লক্ষ্য সংসদে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিজেদের নীতিগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। তবে বিরোধী শিবিরের মধ্যে এখনও রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব স্পষ্ট বলে সমালোচকদের একাংশ মনে করেন।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৯০৬

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজ।

১৯৩০

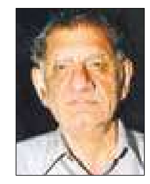

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গীতিকার আনন্দ বক্সী।

আলোচিত

অবসর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মেসির নিজেরই। ওঁর বয়স এখন ৩৯। এই বয়সে এমন খেলা অবিশ্বাস্য। যতদিন খেলবেন, ততদিন ফুটবলবিশ্ব ওঁর জাদু দেখতে পাবে। আমার কাছে মেসি সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। দলে ওঁর কাছের সকলে মেসিকে সমর্থন করবেন।

– **লিওনেল স্কালোনি**

ভাইরাল/১

রোগীর ওপর ভেঙে পড়ল সিলিং ফ্যান। দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আকবর নামে ওই রোগী। সিলিং ফ্যান ভেঙে পড়ে তাঁর ওপর। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা বাদে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, ফ্যানের আঘাতেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

ভাইরাল/২

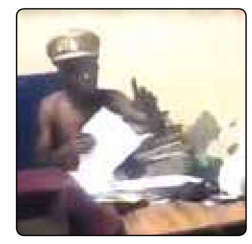

উত্তরপ্রদেশের হাপুরে এক তরুণ মদ খেয়ে থানায় ঢুকে পড়েন। অর্ধনগ্ন অবস্থায় পুলিশের টুপি পরে ওসি'র চেয়ার দখল করেন। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেন। কিছু কাগজ আবার কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন। কাণ্ড দেখে হেসে খুন নেটপাড়া।

জনমন

জনমত

হাল ফিরুক প্রাথমিক শিক্ষার

রাজ্যে পালাবদলের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধছেন সাধারণ মানুষ। নবনির্বাচিত সরকারের বেশকিছু পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের সেই প্রত্যাশায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে একজন শিক্ষক হিসেবে মনে করি। যেহেতু শিক্ষার ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই, তাই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেমন-

রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ ও আসবাবপত্র, শৌচাগার, অফিসকক্ষ নির্মাণ করা ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষক না রেখে বরং প্রতিটি শ্রেণির সাপেক্ষে অন্তত একজন করে শিক্ষক এবং প্রয়োজনে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষক রাখা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্যও অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের প্রতি অনীহা দেখান। পাশাপাশি প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা ভীষণ প্রয়োজন। এছাড়া একজন করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও একজন করে করণিক নিয়োগ করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্নরকম অফিশিয়াল কাজ ও সরকারি প্রকল্পের কাজ সামলে শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষাদানে পুরোপুরিভাবে মনোনিবেশ করা কঠিন। তাই দুজন করে অশিক্ষক কর্মী প্রয়োজন।

প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রিন্টার সহ অন্তত একটি করে কম্পিউটার সেট দেওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে সিলেবাসে পরিবর্তন এনে আধুনিক, যুগোপযোগী, আকর্ষণীয় করা এবং কম্পিউটার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। স্কুলগুলির জন্য প্রদেয় কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থের পরিমাণ বাড়ানো ও তা নিয়মিত দেওয়া উচিত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও তাঁদের জন্য উৎসাহমূলক কোনও কর্মসূচি করা উচিত। পিএম পোষণ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত। ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে পোশাক সরবরাহ করা হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এই পোশাক সম্পূর্ণ বাতিল করে ভালো মানের, আধুনিক ও সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় করা প্রয়োজন। এতে বেসরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের ঝোঁক কমবে।

ইদানীং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পরিকাঠামোহীন বেসরকারি স্কুলের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। এতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনা প্রয়োজন। ইংরেজিমাধ্যমের প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে স্কুলগুলিতে নিয়মিত শিক্ষা-প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ চালু হোক। শিক্ষকদের ওপর থেকে শিক্ষাবহির্ভূত কাজের চাপ কমানোর পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা হোক। সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

আশা করি, নবনির্বাচিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

বিকাশ সাহা
বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

বিশ্বাসের গল্প ও সহনশীলতার সংকট

বৈচিত্র্যময় ভাবনার মেলবন্ধন ও পরমতসহিষ্ণুতাই সংকটে জর্জরিত বর্তমান মানবসভ্যতার উত্তরণের পথ।

নীলাচল রায়

এআই।

আমরা কি কেবলই মাংস ও রক্তের জীব, নাকি অদৃশ্য বিশ্বাসের সমষ্টি মাত্র? জীববিজ্ঞানের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমরা হোমো সেপিয়েন্স বা বুদ্ধিমান মানুষ। ইতিহাসবিদ ইউভাল নোয়া হারারি দেখিয়েছেন, মানুষ এমন এক প্রাণী, যে যৌথ বিশ্বাস ও কল্পিত কাহিনীকে কেন্দ্র করে বৃহৎ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। বিষয়ের গভীরে তাকালেও একই সত্য ধরা পড়ে। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেকটাই টিকে আছে এইসব প্রাচীন ও আধুনিক মিথ কিংবা সম্মিলিত বিশ্বাসের ওপর।

পশুদের বেঁচে থাকার জন্য কোনও গল্পের প্রয়োজন হয় না। বাঘের শিকার বা এলাকা রক্ষায় কোনও আইনি দলিল বা ধর্মীয় কাহিনীর দরকার পড়ে না। কিন্তু সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখতে মানুষের প্রয়োজন দেশের সীমানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিবাহ কিংবা আইনের মতো কিছু সম্মিলিত সামাজিক ধারণা। সংকট তখনই শুরু হয়, যখন আমরা এই গল্পগুলোকে পরম ও পরিমাপযোগ্য সত্য বলে দাবি করি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পর থেকে মানুষ সবকিছুতেই অকাট্য প্রমাণ খুঁজছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রমাণ কাজ করলেও, মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তা একইভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব বিশ্বাসের গল্প তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু যখনই এক দলের মানুষ নিজের বিশ্বাসকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, তখনই সমাজে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা শুরু হয়। পৃথিবীর বহু যুদ্ধ ও জাতিগত সংঘাতের পেছনে নিজের পরিচয়কে একমাত্র সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার এই অহংকারী প্রবণতাই অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে এই সংকট আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর সুপারিশ এবং ডিপফেক প্রযুক্তি আমাদের মনস্তত্ত্বকে একমুখী করছে। স্ক্রিনে বারবার আমাদের পছন্দের চিন্তাভাবনাই ঘুরেফিরে আসে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এই ইকো চেম্বার কেবল অ্যালগরিদমের কারণে ঘটে না, মানুষের নিজস্ব প্রবৃত্তিগত পক্ষপাতিত্ব ও গোষ্ঠীগত মেরুকরণের মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও জড়িত। এর ফলে আমরা নিজের বিশ্বাসকেই একমাত্র সত্য ধরে নিই এবং ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা হারাই। অন্য সংস্কৃতির মুখোমুখি হলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ট্রোলিং বা উগ্রতা প্রকাশ পায়। এই প্রবণতা আজ জনপরিসরের বিতর্ক, শিক্ষাঙ্গন এবং গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিসর সংকুচিত করছে। আমাদের ভারতীয় সমাজ ও বাংলার সমকালীন বাস্তবতায় ফেক নিউজ বা গুজবকে কেন্দ্র করে এইরূপ মেরুকরণ ও সামাজিক উত্তেজনা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তাহলে এই সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে মুক্তির উপায় কী? সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিন্যাসের আমূল পরিবর্তনের মধ্যে। সন্তানদের কেবল তথ্য মুখস্থ করানো বা বিজ্ঞান ও গণিত শেখালেই চলবে না, বহুত্ববাদী সমাজে বাস করার শিক্ষা দিতে হবে। স্কুল স্তর থেকেই শিশুদের মেটাকগনিশন বা আমরা কীভাবে চিন্তা করি তা বুঝতে পারার শিক্ষা দেওয়া উচিত। পাশাপাশি পাঠক্রমে তুলনামূলক সংস্কৃতি অধ্যয়ন বা কালচারাল স্টাডিজ যুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বুঝবে যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের দেখার চোখ আলাদা এবং অন্যের গল্পটি আলাদা হলেও তা মিথ্যা নাও হতে পারে। শিক্ষা যেন নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে না দিয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

পৃথিবীতে এমন কোনও একক আদর্শ নেই যা সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সভ্যতার ইতিহাস বলে, মতের বৈচিত্র্য কখনও সংকটের কারণ নয়, বরং সংকট তৈরি হয় তখনই, যখন একটি মত নিজেকে একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করে। তাই গণতন্ত্র, শিক্ষা ও মানবিকতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভিন্নমতকে সম্মান করার ওপর। যে সমাজ অন্যের গল্প শোনার ক্ষমতা হারায়, সে নিজের গল্পটিও টিকিয়ে রাখতে পারে না। অন্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং বৈচিত্র্যের মাঝে সামঞ্জস্য খোঁজার নামই প্রকৃত মানবিকতা। সভ্যতা টিকে থাকে একমতের জোরে নয়, মতভেদের সহাবস্থানের ওপর। যে সমাজ ভিন্ন গল্পকে বাঁচতে দেয়, শেষপর্যন্ত ভবিষ্যৎ তার হাতেই নিরাপদ থাকে।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০২

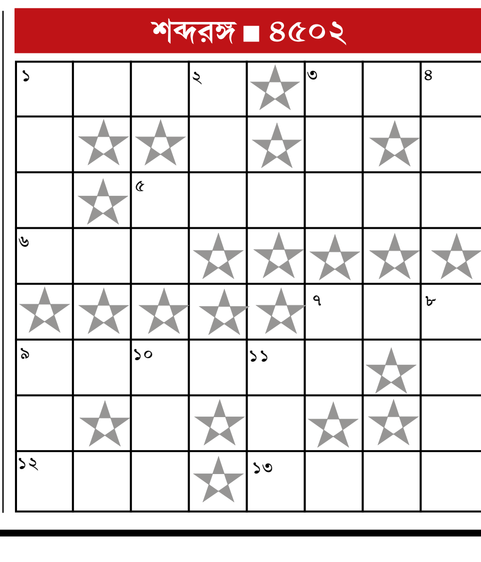

পাশাপাশি : ১। ছন্নছাড়া বা উশৃঙ্খলভাব, সামঞ্জস্যহীন ভাব ৩। জেয়াদা-এর রূপভেদ ৫। মাটিতে গড়াগড়ি ৬। প্রচার, ঘোষণা, অপপ্রচার ৭। দৈহিক, শারীরিক ৯। অসংবদ্ধ কথা, প্রলাপ, মানে হয় না এমন বা বাজে ছড়া ১২। জাঁকালো, চমৎকার, উৎকৃষ্ট,কঠিন, উত্তেজনাকর ১৩। অতি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন।

উপর-নীচ : ১। মদ, আখের গুড় ২। গা ও হাতমুখ মোছার জন্য কাপড় ৩। ময়দায় তৈরি চিনির রসে ভেজানো গোলাকার মিঠাই ৪। ধমক, ভয়প্রদর্শন,তাড়া ৫। নিয়ে আসা,বর্তমানে অপ্রচলিত মুদ্রা ৭। অত্যন্ত ঠান্ডা, হিমশীতল, সময় ৮। তীব্র যন্ত্রণা, তীব্র ঠান্ডা বা শীত ৯। সবজি, কাঁচা তরকারি ১০। ঢেউ, শ্রেণি বা প্যাঁচ ১১। বোয়াল মাছ-এর আরেক নাম।

সমাধান ■ ৪৫০১

পাশাপাশি : ১। ককুভ ৪। দ্রষ্টব্য ৫। ধাম ৭। মানক ৮। সর্বোদয় ৯। ধিকিধিকি ১১। তটিনী ১৩। তক ১৪। বর্ণিক ১৫। লিটার।

উপর-নীচ : ১। কদমা ২। ভদ্রক ৩। কাব্যরস ৬। মলয় ৯। ধিকৃত ১০। কিস্তিবন্দি ১১। তকলি ১২। নীহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জল-যন্ত্রণা কাটবে কবে?

মেগা প্রকল্পে জমি খুঁজছে পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে শিলিগুড়িতে মেগা জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজে ওভারহেড রিজার্ভার গড়ার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। প্রয়োজন অনুসারে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে পুরনিগম। সেই তালিকায় রয়েছে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডও। সূত্রের খবর, তবে ওই ওয়ার্ডে রিজার্ভার গড়ার উপযুক্ত জায়গার অমিল রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীন শালুগাড়াতে জমি খুঁজতে চলেছে। এই কাজে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেওয়া হবে। মূলত সরকারি ফাঁকা জমিকেই জলপ্রকল্পের কাজের জন্য বাছাই করা হবে। শহরের আরও বেশকিছু এলাকায় রিজার্ভার গড়তে জমি খোঁজার কাজ চলছে।

পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেন, 'মেগা জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজে ওভারহেড রিজার্ভার গড়ার কাজ চলছে। বেশকিছু ক্ষেত্রে কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। বাকিগুলির জন্য জমি খোঁজার কাজ চলছে। তবে শহরের মাল্লাগুড়ি এলাকায় প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমি দখল হয়ে রয়েছে। শীঘ্রই সেই জমি দখলমুক্ত করে কাজ শুরু করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সমস্যা সমাধানে তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রথম ফেজের কাজ অনেকটাই এগিয়ে এলেও গজলডোবায় ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য কেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের ছাড়পত্র না মেলায় সেই কাজ থমকে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পুর প্রশাসক আম্রুতের আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক সারেন। বৈঠক সূত্রে খবর, আগামী এক-দু'সপ্তাহের মধ্যেই ইনটেক ওয়েল তৈরির ছাড়পত্র পাওয়া যাবে এবং জোরকদমে কাজ শুরু করা হবে। এদিনের বৈঠকে দ্বিতীয় ফেজে চলা ওভারহেড রিজার্ভার ইস্যুতেও বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, শহরে নতুন করে মোট ১৩টি ওভারহেড রিজার্ভার তৈরি করা হবে। তার মধ্যে ৪, ৩১, ৩২, ৩৭ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে রিজার্ভার গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। আরও তিনটি রিজার্ভার তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পুরনিগম সূত্রের খবর, শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাল্লাগুড়ি এলাকায় রিজার্ভারের জন্য চিহ্নিত সরকারি জমি দখল করে গ্যারাজ গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে সেই জমি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। ভানুনগরে রিজার্ভারের চিহ্নিত জমিটি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায় তা বাতিল করা হয়েছে।

সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে সরকারি জমি খোঁজা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সংশোধনাগার এবং সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যাপ্ত ফাঁকা জমি না থাকায় পার্কের কিছুটা অংশ রিজার্ভার গড়ার কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডেও নতুন করে জমি খোঁজা হবে। পুরকর্তাদের জোরালো আশ্বাস, শীঘ্রই প্রতিটি রিজার্ভারের জন্য পর্যাপ্ত জমি খুঁজে পাওয়া যাবে।

শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে সংকট

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত। পুরনিগমের পাঠানো পানীয় জলের ট্যাংকে সমস্যা কিছুটা মিটলেও, অনেক সময় ট্যাংক না পৌঁছানোয় অনেককে দূরদূরান্তে ছুটতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

যদিও পুরনিগমের আধিকারিকরা বলছেন, প্রয়োজনীয় পানীয় জলের জোগান কম থাকায় অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকাগুলিতে পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের ট্যাংক পাঠানো হচ্ছে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, এভাবে আর কতদিন? তাঁদের কথায়, গরম পড়লেই পানীয় জলের চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। সেসময় পুরনিগমের তরফে পাঠানো একটি ট্যাংকে তো এলাকার প্রত্যেক বাসিন্দার চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে না!

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে? যদিও, এনিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ সদুত্তর দিতে পারেনি। পুর প্রশাসক আর বিমলা বলছেন, 'জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। তবে ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। অনুমোদন মিললেই বাকি কাজ শেষ করা হবে। আশা করছি শীঘ্রই পানীয় জলসমস্যার সমাধান হবে।'

সূত্রের খবর, বর্তমানে অপেক্ষাকৃত উঁচু ২, ৫, ১০, ১৮, ২০, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪১, ৪২, ৪৪ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, চাহিদা অনুসারে প্রতিদিন ওই ওয়ার্ডগুলিতে একটি করে পানীয় জলের ট্যাংক পাঠানো হয়। তবে এতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। এছাড়া, শহরের একাধিক ওয়ার্ডে নিয়ম করে পানীয় জল পৌঁছালেও পরিষেবা স্বাভাবিক নয়। অভিযোগ, অনেক এলাকায় জলের গতি অনেক কম। এছাড়াও খুব কম সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ওই ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়া হয়।

জলের সমস্যা নিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা উত্তম সরকার বললেন, 'এই এলাকায় নিয়মিত জল আসে না। নিয়মিত পুরনিগমের ট্যাংকারও আসে না। আশপাশের এলাকা থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয়।' ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাতঙ্গিনী-২ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা যথেষ্ট। শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরার কথায়, 'এই ওয়ার্ডে পানীয় জলের গতি নেই বললে চলে। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জলও মেলে না। স্থানীয়দের যথেষ্টই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।'

এনিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বাস্তবে জলসমস্যার সমাধান করতে পারেনি তৃণমূল পরিচালিত বিগত পুর বোর্ড। সাধারণ মানুষকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এনিয়ে আমরা শীঘ্রই পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।' প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বললেন, 'আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। এখনও কাজ চলছে। তবে কেন্দ্রের তরফে অনুমোদন না মেলায় ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। আশা করছি প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ড এনিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।'

মঙ্গল করো... আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

শ্রাবণের প্রথম সোমবারে মন্দিরে মন্দিরে জলাভিষেক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শ্রাবণ মাস মানে শিবের মাস। তাই শ্রাবণের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে শহরের শিব মন্দিরগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিবলিঙ্গে জলাভিষেক করার জন্য সকাল থেকে মন্দিরগুলিতে দেখা যায় ভক্তদের ভিড়। কারও পরনে ছিল শিবের ছবি দেওয়া গেরুয়া পোশাক, আবার কারও গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। বাড়ি থেকে পুজোর সামগ্রী গুছিয়ে না আনলেও কোনও অসুবিধা নেই। পুণ্যার্থীদের জন্য কমবেশি সব মন্দিরের সামনে দুধভরা ঘট ও পুজোর অন্য উপকরণ সাজিয়ে বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল।

মায়ের ইচ্ছা, শিবশক্তি, আনন্দময়ী, সিদ্ধেশ্বরী, মহামায়া কালীবাড়ি সহ শহরের বিভিন্ন কালীবাড়িতে এদিন সাড়ম্বরে পুজো হয়। কিশোর-কিশোরীদেরও শিব আরাধনায় মাততে দেখা যায়। মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতে সকাল থেকেই চোখে পড়েছে ভক্তদের ভিড়। সন্ধ্যা নামতে ভিড় আরও বেড়ে যায়। মন্দিরের সামনে দেখা যায় লম্বা লাইন। মন্দিরের সামনে ঘটের মধ্যে দুধ ও জল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছিল। এই ঘটের দাম ২০ টাকা। পুজোর সামগ্রী সাজানো থালা ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। দোকানগুলিতে বেশ ভিড়ও ছিল। মন্দিরের সামনে পুজোর সামগ্রী নিয়ে বসা ছোট ব্যবসায়ীরাও এদিন লাভের মুখ দেখেন।

মন্দিরে পুজো দিতে এসে হাতের কাছে সব সামগ্রী পেয়ে তিথি সরকার বললেন, 'দুধ, মিষ্টি নিয়ে পুজো দিতে এসেছিলাম। এখানে এসে ধুতরো ফল, ফুল সাজানো থালা পাওয়া যাচ্ছে দেখে তা কিনলাম।'

সুকান্তপল্লির শিবশক্তি কালীবাড়িতে সকাল থেকে ভক্তদের লাইন দেখা যায়। মন্দিরে যাতে পুণ্যার্থীরা সুষ্ঠুভাবে পুজো দিতে পারেন সেজন্য মন্দির কমিটির তরফে নজরদারি রাখা হয়। মন্দিরে পুজো দিতে এসে মেঘনা মজুমদার জানান, প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের প্রথম ও শেষ সোমবার তিনি শিবের পুজো করেন।

বিধান রোডে ফুল নিয়ে বসেন ব্যবসায়ী টুম্পা রায়। তিনি বললেন, 'শিবভক্তদের সংখ্যা অনেক। তাই পুজোর ফুল, বেলপাতা, আকন্দ ফুলের মালা দেওয়া একটা প্যাকেট ৫০ টাকায় বিক্রি করছি। টাটকা ফুল দিয়ে পুজো দেওয়ার জন্য সারাদিন ধরে এই সামগ্রী বিক্রি হয়েছে।' এদিন বেলের দামও তুলনামূলক একটু বেশি ছিল বলে জানান ক্রেতারা। ফুলেশ্বরী, বিধান মার্কেট, গেটবাজারের মতো বাজারগুলিতে ছোট সাইজের বেলগুলি ২০ টাকা আর একটু বড় সাইজের বেলগুলি ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ভক্তদের জন্য অনেক মন্দিরে খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : দিল্লিতে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশের বলপ্রয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার রাস্তায় নামে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। দুই সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল হয়। মিছিলটি হাসমি চকে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ছবি পুড়িয়ে পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা, এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে প্রমুখ। একই ঘটনার প্রতিবাদে ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চের তরফে কোর্ট মোড়ে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিভোক্ষ হয়।

কাঠগড়ায় তৃণমূল সরকারের ভূমিকা

জেলা ঘোষণার দাবিতে কনভেনশন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণা এবং এখানে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট প্রতিষ্ঠার দাবি নতুন করে উঠল সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনে।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত কনভেনশনে শহরের চিকিৎসক, আইনজীবী, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ক্রীড়াবিদ ও ব্যবসায়ী মহলের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরা অংশ নেন। রাজ্যের কোষাগারে অর্থের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িকে জেলা করার যৌক্তিক প্রস্তাবটি নস্যাৎ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি, রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ায় দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের বিষয়ে আশার কথা তুলে ধরেন অনেকে।

শিলিগুড়িকে পূর্ণাঙ্গ জেলা গঠনের দাবি নতুন নয়। এই দাবিকে সামনে রেখে ২০১২ সাল থেকে শহরে মিটিং, মিছিল ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ সহ একাধিক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাকে জেলা ঘোষণা করা হলেও শিলিগুড়ি ব্রাত্যই থেকে যায়। বর্তমানে প্রশাসনিক কাজের জন্য সমতলের বাসিন্দাদের পাহাড়ের দার্জিলিংয়ে অথবা জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়, যা অত্যন্ত ভোগান্তির।

এদিনের কনভেনশনে এমনই কিছু ভোগান্তির কথা উল্লেখ করে নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক তথা আইনজীবী রতন বণিক বলেন, '২০১৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে আমরা শিলিগুড়িকে জেলা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের স্পষ্ট জানান যে, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের দপ্তর সহ নতুন পরিকাঠামো তৈরির মতো অর্থ সরকারের তহবিলে নেই। অথচ এরপর রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাকে জেলা ঘোষণা করা হলেও শিলিগুড়িকে বঞ্চিত রাখা হয়।'

রাজ্যের বার কাউন্সিলের সদস্য অরুণ সরকারের প্রশ্ন, 'কালিম্পং জেলা করার খরচ সরকার বহন করতে পারলে, রাজ্যের অন্যতম প্রধান রাজস্ব আদায়কারী কেন্দ্র শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে কেন অনীহা দেখানো হল?'

চিকিৎসক ডাঃ শঙ্খ সেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিকে সমর্থনযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করে বলেন, 'রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলিগুড়িকে জেলা করার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিমত থাকা উচিত নয়।' পাহাড় ও সমতলের ভৌগোলিক কারণে, মূলত ধস নামলে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দপ্তরে যাতায়াতের যে চরম সমস্যা তৈরি হয়, তা তুলে ধরেন চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত।

রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন অনেক আগেই শিলিগুড়িকে জেলা করার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগ। সোমবার।

- প্রশাসনিক কাজে সমতলের বাসিন্দাদের দার্জিলিংয়ে অথবা জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়
- সমস্যা দূর করতে ২০১২ থেকে পৃথক জেলার দাবি উঠছে শিলিগুড়িতে, চলছে আন্দোলন
- এদিন দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে আয়োজিত কনভেনশন থেকে উঠে এসেছে নানা মত

তাঁর বক্তব্যকে স্বাগত জানানো হয় কনভেনশনে। সরকার প্রশাসনিক সুবিধা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বর্তমান সরকার নতুন করে চারটি জেলা ঘোষণা করায় তাঁরা পুনরায় রাজ্য প্রশাসনের কাছে এই দাবি পেশ করবেন বলে জানান রতন।

অবশ্য এই প্রশাসনিক রদবদলে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন প্রাবন্ধিক অশেষ দাস। তিনি তৃণমূল সরকারের অর্থসংকটের অজুহাতের বিরোধিতা করলেও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'শিলিগুড়িকে দার্জিলিং থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে পাহাড়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি নতুন করে গতি পেতে পারে, যা কার্যত আন্দোলনকারীদের জন্য ওয়াক ওভারের শামিল হবে।'

তবে শিলিগুড়ি জেলা হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তিনি জানান, ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই তাঁরা এই দাবি জানিয়ে আসছেন এবং আগামীতে রাজ্যের জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার মধ্যে শিলিগুড়ি নিশ্চিতভাবেই স্থান পাবে।

রেলের উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : উচ্ছেদের আগে বাসিন্দাদের বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি তুলল সিপিএম। রেলের উচ্ছেদ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার শিলিগুড়িতে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল করে সিপিএমের ২ ও ৪ নম্বর এরিয়া কমিটি। উচ্ছেদ সংক্রান্ত নোটিশ পাওয়া বাসিন্দাদের নিয়ে এদিন নিউ সিনেমা রোড সংলগ্ন রেলের কার্যালয়ে দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের সম্প্রসারণের জন্য সম্প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া শুরু হতেই টিকিয়াপাড়া, সর্বহারা কলোনি ও প্রাণকৃষ্ণ কলোনির কয়েকশো পরিবার গৃহহীন হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে।

কেউ দুই দশক ধরে, কোনও পরিবার আবার তারও বেশি সময় ধরে বসবাস করছে রেলের জমিতে। ফলে রেলের তরফে উচ্ছেদ নোটিশ পেতেই পরিবারগুলি মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম থেকে সরব সিপিএম পুনর্বাসনের দাবি তুলেছে। বিভিন্ন কলোনিতে গিয়ে বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। এদিন ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে টিকিয়াপাড়া মাঠ থেকে স্থানীয় কলোনির বাসিন্দাদের নিয়ে একটি মিছিল শুরু হয়। মিছিল শেষে স্মারকলিপি দেওয়া হয় রেলের কার্যালয়ে। মিছিলে সর্বহারা কলোনি, আম্বেদকর কলোনি ও প্রাণকৃষ্ণ কলোনির বহু বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন।

সর্বহারা কলোনির সান্ত্বনা হালদার, প্রাণকৃষ্ণ কলোনির সুপ্রিয়া দাসদের বক্তব্য, হঠাৎ উচ্ছেদ করা হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? উন্নয়নের আগে রেল কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাঁদের পুনর্বাসনের কথা ভাবা। সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা রেলের উন্নয়নমূলক কাজের বিরোধী নই। কিন্তু যাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, আগে তাঁদের বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান ভট্টাচার্য।

অন্যদিকে, বিকেলে ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগেও রেলের জমিতে ববসবাসকারী পরিবারগুলিকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে আরেকটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি বর্ধমান রোডের সন্তোষী মোড় থেকে শুরু হয়ে কিশোর সংঘ মোড় পর্যন্ত যায়। এই মিছিল থেকে পুনর্বাসনের পাশাপাশি বৈধ ভোটারদের নাম তোলার দাবিও তোলা হয়। ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার জানান, বৈধ ভোটারদের নাম না তোলা পর্যন্ত এবং পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই আন্দোলন লাগাতার চলবে।

সিপিএমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির প্রতিবাদ মিছিল। সোমবার।

ফাইনালের রাত যেন নবমী নিশি

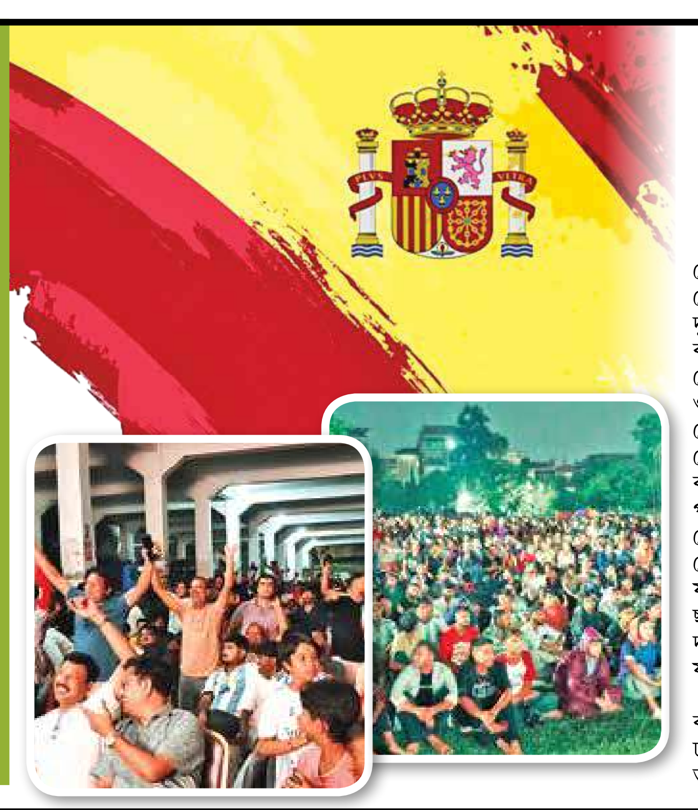

লিও-র হারে স্বস্তিকদের চোখে জল

শমিদীপ দত্ত ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২০ জুলাই : 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল...', মান্না দে'র গাওয়া 'ধন্যি মেয়ে' সিনেমার এই গান শোনেননি এমন মানুষ মেলা দুষ্কর। ফুটবল নিয়ে বাঙালির আবেগ কতটা, সেটা এই কালজয়ী গান থেকেই স্পষ্ট। যা আরও একবার বোঝা গেল রবির বৃষ্টিস্নাত রাতে। প্রশাসনের তরফে শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরে জায়েন্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফুটবলপ্রেমীদের ভিড়ও বাড়ছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন প্রিয় দলের জয় দেখতে। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অনেকেই এসেছিলেন লিওনেল মেসির হাতে দ্বিতীয়বারের জন্য কাপ দেখতে। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে যান নীল-সাদা জার্সিধারীরা। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ ছাড়েন তাঁরা। হারের পর মাঠেই কাঁদছিলেন মেসি। প্রিয় দলের হার, লিওর কান্না দেখে তখন কাঁদছিলেন অনেক ফুটবলপ্রেমীও। বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যায় তাঁদের কান্না।

শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। পরাজয় বরণ করে মেসি যখন মুখ ঢাকছিলেন, তখন চোখ ছলছল করছিল হাকিমপাড়ার তরুণ অভিষেক দত্তের। প্রিয় দলের এই একপেশে হারটা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। এরই নাম যে ফুটবল আবেগ। যা কোনও দেশ, গণ্ডি মানে না। অভিষেক বললেন, 'লিওর হাতে কাপ দেখব বলেই এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, এবারও ট্রফি জিতবে। কিন্তু স্পেনের বিরুদ্ধে সেরাটা খেলতে পারল না। আবার চার বছরের অপেক্ষা। মেসিকেও আর বিশ্বকাপে দেখতে পাব না, এটা ভেবে খারাপ লাগছে।'

বাঘা যতীন পার্কে যখন এই বিষাদের সুর, তখন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের চিত্র দেখা গেল ইসলামপুর বাস টার্মিনাস চত্বরে। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই আনন্দে মাতেন স্পেনের সমর্থকরা। আতশবাজি পুড়িয়ে জয় উদযাপন করেন তাঁরা। অন্যদিকে, নীল-সাদা জার্সি পরা আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মুখে ছিল হতাশার ছাপ। বিষাদভরা মুখে তাঁরা বাস টার্মিনাস চত্বর ছাড়েন। স্পেনের সমর্থক বিশাল ছেত্রীর কথায়, 'স্পেন শুরু থেকে যেভাবে খেলেছিল, তাতে বুঝে গিয়েছিলাম দিনটা লামিনে ইয়ামালদেরই হতে চলেছে।'

রাত ১.৩০ নাগাদ শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে তখন হাজার ফুটবলপ্রেমী। মনে হচ্ছিল যেন নবমীর রাত। উৎসবের আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করতে সকলে হাজির হয়েছেন। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় তখন জায়েন্ট স্ক্রিনে চোখ ফুটবলপ্রেমীদের। ফাইনাল দেখতে বাবার সঙ্গে বাঘা যতীন পার্কে এসেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী সায়ন্তনী দে। বার্সেলোনার সমর্থক সায়ন্তনী বললেন, 'মেসির খেলা ভালো লাগে, কিন্তু স্পেন এদিন যোগ্য হিসেবেই জিতেছে।'

অতিরিক্ত সময়ের খেলায় স্পেনের ফেরান তোরেস গোল করার পরও হাল ছাড়েননি আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। তাঁদের আশা ছিল, মেসির গোলে কামব্যাক করবে লাতিন আমেরিকার দেশটি। শিলিগুড়ির তরুণ সৌরভ চৌধুরী, স্বস্তিক সাহারাও এই আশায় ছিলেন। সৌরভ হতাশার সুরে বলেলেন, 'ম্যাচটা যে ওয়ান সাইডেড হবে, ভাবতে পারিনি। অ্যাটাকের কোনও মানসিকতাই ছিল না।' তখন বৃষ্টিতে চোখের জল লুকোনোর চেষ্টা করছিলেন স্বস্তিক। কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'মেসির শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ। দুটো বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি ছিল। সব শেষ হয়ে গেল।'

সেবক রোডের একটি পাবে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন পল্লব রায় ও সৌম্যদীপ কুণ্ডু। তাঁরা স্পেনের সমর্থক হলেও বললেন, 'মেসি অল টাইম গ্রেট। এতে কোনও সন্দেহ নেই। স্পেন জিতলেও মেসির জন্য একটু খারাপই লাগছে।' অন্যদিকে, রবিবার সন্ধ্যা থেকেই দুই দলের সমর্থকরা ভিড় করছিলেন ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। জিতবে কে, এনিয়ে জমছিল তর্ক। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই তর্কের অবসান ঘটে। কেউ বিষাদ, কেউবা উচ্ছ্বাস নিয়ে ফিরলেন ঘরে। অপেক্ষা আরও চার বছরের। এরই নাম যে ফুটবল আবেগ।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্রকৃতির তৈরি স্নোম্যান

শীতের দেশে অনেক সময় ফাঁকা মাঠে আপনা থেকেই বরফের বড় বড় রোল তৈরি হতে দেখা যায়, যেন কেউ হাত দিয়ে সেগুলোকে গড়িয়ে বানিয়েছে। সঠিক তাপমাত্রায় নরম বরফের ওপর দিয়ে যখন নির্দিষ্ট বেগে হাওয়া বয়, তখন বরফের স্তর নিজে থেকেই গুটিয়ে গিয়ে এমন রোলারের আকার নেয়। এই বিরল দৃশ্য দেখতে ভাগ্যের জোর লাগে।

নদীর বুকে বরফচক্র

প্রবল শীতের দেশে নদীর জল যখন জমতে শুরু করে, তখন অনেক সময় স্রোতের টানে বরফের বিশাল এক গোল চাকতি তৈরি হয়। এই বরফের চক্রগুলো নদীর জলের ওপরে ঘড়ির কাঁটার মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। নদীর বাঁকে জলের স্রোত যখন ঘূর্ণির আকার নেয়, তখন বরফের টুকরোগুলো একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এমন নিখুঁত গোল আকার ধারণ করে।

বরফের তৈরি ফুল

প্রবল শীতে অনেক সময় গাছের মরা ডাল বা ঘাসের ডগায় চমৎকার সাদা রঙের বরফের ফুল ফুটতে দেখা যায়। মাটির ভেতরের তাপমাত্রা যখন হিমাঙ্কের ওপরে থাকে কিন্তু বাইরের বাতাস কনকনে ঠান্ডা হয়, তখন গাছের কাণ্ডের ফাটল দিয়ে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসার সময় চোখের পলকে জমে গিয়ে এমন রেশমের মতো সুন্দর ফুলের পাপড়ির আকার নেয়।

সমুদ্রের বরফ আঙুল

অ্যান্টার্কটিকার হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় সমুদ্রের নীচে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ওপরের জমে থাকা বরফের ভেতর থেকে অত্যন্ত ঠান্ডা নোনা জল নদীর মতো নীচের দিকে নামতে থাকে এবং আশপাশের সাধারণ জলকে জমিয়ে দেয়। এর ফলে সমুদ্রের তলায় বরফের স্তম্ভ তৈরি হয়, যা দেখতে দানবের আঙুলের মতো লাগে।

বিজেপি নেতাদের হাতে

প্রথম পাতার পর

সেন্ট্রাল কলোনির পুজো প্রায় প্রত্যেকবার এনজেপি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের মাঠে হত। এবার সেটিকে খেলার উপযুক্ত করে সাজানো হচ্ছে। ফলে সেই মাঠে পুজো হচ্ছে না। কাছেই বিকল্প জায়গায় আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সদস্যরা। এ বছর পুজো কমিটির সম্পাদক প্রকাশ দাস, পার্থ দে ও সুপ্রকাশ দাসকে করা হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন কাঞ্চন রায়। উদ্যোক্তাদের একাংশের স্পষ্ট বার্তা- বিজেপিকে ভালোবাসি। অর্থাৎ, এখানেও গেরুয়া সমর্থকরা পুজো পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন।

স্বস্তিকা যুবক সংঘের পুজোয় গত বছরও প্রধান দায়িত্বে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল নেতা মনোজ বর্মাকে। অভিযোগ, ভোটের পরে তাঁর সক্রিয়তা কমেছে। অভিযোগ, বিগত বছরগুলিতে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব তাঁর কাছের লোক বলে নানাভাবে ছড়ি ঘুরিয়েছেন তিনি। এবার ক্লাব এবং স্থানীয়দের একাংশ মনোজের কথা শুনতে চাইছেন না। ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক বাপ্পা পাল শুধু জানিয়েছেন, পুজো কমিটি এখনও হয়নি।

মাটিগাড়ামায়াদেবীক্লাবের পুজো পরিচালনাতেও রাশ বদলেছে। ৫৬ বছরের এই পুজোয় এবার সম্পাদক শিবন বিশ্বাস এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন বিজেপি কর্মী মিঠুন প্রামাণিক। শিবন নিজেকে তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করেছেন। তবে কমিটিতে আরও নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহকুমার নকশালবাড়ির সুব্রতী সংঘে প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষের ছেলেরা ছড়ি ঘোরাতেন। এবার অরুণ এবং তাঁর অনুগামীদের ক্লাবে রাখা হয়নি বলে দাবি। বিজেপি নেতা অসিত মালাকার সেখানে দায়িত্ব নিয়ে পুজো কমিটি গঠন করবেন বলে জানিয়েছেন। শিবমন্দিরে তৃণমূল নেতা ভোলা ঘোষ, অভিজিৎ পাল, দুর্লভ চক্রবর্তীরা নানাভাবে স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির রাশ নিজেদের হাতে রাখতেন। এবার আশপাশে তাঁদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। বিজেপি নেতারা তাঁদের কথা শুনতেই চাইছেন না। বিধাননগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ কার্যত মাস দুয়েক ঘরবন্দি। তিনি সেখানকার একাধিক পুজোর দায়িত্ব সামলাতেন। এবার তিনি কোনও খোঁজ নিচ্ছেন না বলে দাবি। সেখানকার এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, পুজোয় রাজনীতির বিষয় নেই। কিন্তু তৃণমূল নেতারাই দায়িত্ব ছাড়ছেন। কোনও কমিটি গত বছরের হিসাবটা পর্যন্ত দেয়নি। শিলিগুড়িতে পুজোর আয়োজনে বিধায়করা ব্যাকস্টেজে থাকলেও, আয়োজক কমিটিতে এখন বিজেপির কর্মীদেরই দাপট। অন্যদিকে, একচেটিয়া আধিপত্য হারিয়ে শিলিগুড়ির পুজো কমিটিগুলো থেকে ক্রমশ ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুজোমণ্ডপের এই রাজনৈতিক বদল আগামী পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

কার্সিয়াংয়ে পৃথক জেলার দাবি বিধায়কের

বাংলা বাধ্যতামূলকে ক্ষোভ পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণা করেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই পাহাড়ে নতুন করে উত্তাপ বাড়ছে। কারণ পাহাড়ে বসবাসকারী সিংহভাগের প্রধান ভাষা হল নেপালি। বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে পাহাড়। এদিনও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় পাহাড় নিয়ে কোনও উল্লেখ না থাকায় রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। যদিও রাতেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংকে চিঠি দিয়ে সরকারি কাজে নেপালি ভাষার ব্যবহার নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, এদিনই কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিজেপির সোনম লামা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর বিধানসভা ক্ষেত্রকে পৃথক জেলা করার দাবি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কার্সিয়াং পৃথক জেলা হলে এখানকার উন্নয়নে গতি আসবে।' প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরছেন বিজেপি বিধায়ক? এই বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন সোনম।

> পাহাড়ে সিংহভাগ মানুষ নেপালি ভাষাভাষী। অথচ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক কাজে বাধ্যতামূলক করেছেন। পাহাড় নিয়ে যে রাজ্যের আলাদা কোনও চিন্তাভাবনা রয়েছে, সেটাও তাঁর কথায় উঠে আসেনি।
> **শক্তিপ্রসাদ শর্মা** মুখপাত্র, বিজিপিএম

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের দাবি, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর পাহাড় থেকে প্রচুর মানুষ তার কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। রাজুর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের বিষয়ে তিনি অবগত। বাংলার পাশাপাশি অন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিতেও সরকারি কাজকর্ম হবে।' বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শংকর ঘোষও স্পষ্ট করেছেন যে, বাংলার পাশাপাশি নেপালি সহ অন্য আঞ্চলিক ভাষাকেও সরকারি কাজকর্মে গুরুত্ব সহ ব্যবহার করা হবে।

ভাষা ইস্যুতে পাহাড় বারবার উত্তপ্ত হয়েছে। ২০১৭ সালে ভাষা ইস্যুকে সামনে রেখে হিংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। পাহাড়বাসীর বরাবরের দাবি, সেখানকার সরকারি কাজকর্ম থেকে শুরু করে স্কুলের পঠনপাঠনে নেপালি ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাজে বাংলা বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করতেই পাহাড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথায়, 'পাহাড়ে সিংহভাগ মানুষ নেপালি ভাষাভাষী। অথচ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক কাজে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। পাহাড় নিয়ে যে রাজ্যের আলাদা কোনও চিন্তাভাবনা রয়েছে, সেটাও তাঁর কথায় উঠে আসেনি। রাজ্যের এই ঘোষণায় পাহাড়ে ক্ষোভ রয়েছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং তড়িঘড়ি দলের বৈঠক ডাকেন। বিকেলে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা এবং তরাই-ডুয়ার্সে সরকারি কাজকর্মে নেপালি ভাষাকে মান্যতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিমল। তিনি বলেছেন, 'রাজ্য সরকার এই দাবি মানবে বলে আমরা আশাবাদী।' ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড দার্জিলিংয়ের সাংসদকে চিঠি দিয়ে দ্রুত বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার দাবি করেছেন।

এদিন বিধানসভায় কার্সিয়াংকে জেলা করার দাবি তোলেন বিধায়ক সোনম লামা। তাঁর বক্তব্য, 'কার্সিয়াংয়ের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। এখানে দুটি পুরসভা, দুটি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। কার্সিয়াংয়ের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোও অনুন্নত। এখান থেকে প্রতিদিন অন্তত ২০০ রোগীকে ডায়ালিসিসের জন্য শিলিগুড়িতে যেতে হয়। এ ছাড়া সিটি স্ক্যান, এমআরআই, নিউরো, নেফ্রোর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও কার্সিয়াংয়ে নেই।' পৃথক জেলা হলে সেখানকার মানুষ সব দিক থেকে উপকৃত হবেন বলে সোনম মনে করছেন।

শ্রাবণের প্রথম সোমবার। সকাল থেকেই জল্পেশ মন্দিরে শুরু হয়েছে পুণ্যার্থীদের ঢল। শিবলিঙ্গে জল ঢালতে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও ভিড় জমিয়েছেন অগণিত ভক্ত। প্রতি শ্রাবণী সোমবারে জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই দৃশ্য চোখে দেখার জন্য এদিন ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তথ্য ও ছবি : অভিরূপ দে

রাত অবধি সুড়ঙ্গে আটকে আরও

সিকিমে দুজনের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার সামারদুংয়ে ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি) টানেল খোঁড়ার কাজ করতে গিয়ে সোমবার ২৫ জন কর্মী আটকে পড়েন। রাত ১টা পর্যন্ত দুজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৩ জন তখনও ওই সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। তাঁরা কে কেমন অবস্থায় রয়েছেন তা জানা সম্ভব না হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সুড়ঙ্গে আটকে পড়া কর্মীদের উদ্ধারের জন্য ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (এনডিআরএফ) দুটি টিম সহ সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করেছে। তবে, সুড়ঙ্গের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার ও জলকাদার কারণে উদ্ধারকার্য বিঘ্নিত হচ্ছে বলে খবর।

দক্ষিণ সিকিমের নামচির জেলা শাসক অনুপা তামলিং জানিয়েছেন, সামারদুংয়ে তিস্তা নদীতে এনএইচপিসির স্টেজ-৬ প্রকল্পের কাজ চলছে। এদিন সকালে সেখানেই শ্রমিকরা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজে নামেন। দুপুরের পরেই ভূমিধসের জেরে তাঁরা সেই সুড়ঙ্গে ভিতরে আটকে পড়েন। সুড়ঙ্গের শুরুর অংশ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভিতরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দক্ষিণ সিকিম জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়। বিকেল পৌনে ৪টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে আরও কয়েকজন কর্মী এবং এনএইচপিসির একটি দল সুড়ঙ্গে ঢোকে। কিন্তু তাঁরাও ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়েন। প্রায় তিন কিলোমিটার ভিতরে সুরঙ্গে অক্সিজেনের অভাবে শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ছড়ায়। ভিতরে ক্ষতিকারক কোনও প্রাকৃতিক গ্যাসের কবলে ওই শ্রমিকরা পড়তে পারেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সুড়ঙ্গ খুঁড়তে নামা শ্রমিকদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা আদৌ ছিল কি না, সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে।

খবর পেয়ে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর গ্যাংটকের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাহিনীর শিলিগুড়ির দলটিকেও ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এর পাশাপাশি দমকল, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ) সহ বেশ কয়েকটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগায়। অক্সিজেনের ব্যবস্থা সহ বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে উদ্ধারকারী দল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। সন্ধ্যার পর কয়েকজনকে সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করে বাইরে বের করা সম্ভব হয়। তার পরেও নামচি জেলা প্রশাসনরে তরফে অন্তত ২৩ জনের ভিতরে আটকে থাকার আশঙ্কা করা হয়েছে। সিকিম প্রশাসন দুজনের দেহ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে।

- সামারদুংয়ের সুড়ঙ্গে ভূমিধসে অন্তত ২৩ জন এখনও ভিতরে আটকে
- এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও দমকল যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালায়
- অক্সিজেনের অভাব, ক্ষতিকারক গ্যাসের কারণে শ্রমিকরা সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা

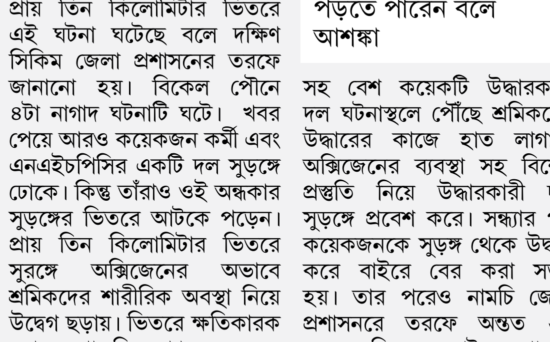

সামারদুংয়ে টানেলের সামনে উদ্ধারকাজ চলছে। সিকিমে সোমবার।

সাউন্ড সিস্টেম এক্সপেরিয়েন্স জোন

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শুধু ফিচারস শুনে বা ছবি দেখে সাউন্ড সিস্টেম কেনার দিন শেষ। এবার কেনার আগে পছন্দের পণ্য ব্যবহার করে ক্রেতারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। আর তার ওপর ভিত্তি করে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত। সেই লক্ষ্যেই দ্য মাইক সাপ্লাই কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) শিলিগুড়িতে ইয়ামাহা সাউন্ড সিস্টেম এক্সপেরিয়েন্স জোন চালু করল। রাজ্যে এই প্রথম এমন উদ্যোগে লাইভ শো, ডিজে, ভিডিও কনফারেন্স সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত সাউন্ড সিস্টেম ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী কেনার আগে হাতে-কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ মিলবে। ইয়ামাহার ন্যাশনাল হেড হরি শা সোমবার রাজা রামমোহন রায় রোডে এই এক্সপেরিয়েন্স জোনের উদ্বোধন করেন। দ্য মাইক সাপ্লাই কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া)-র কর্ণধার তারক পাল, ইয়ামাহা মিউজিক ইন্ডিয়ার ডেপুটি ম্যানেজার (সেলস) আশিস রাউথ সহ অন্যরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারক বললেন, 'এতদিন শুধু ফিচারস-এর কথা শুনে ছবি দেখে ক্রেতারা কেনাকাটা করতেন। এবার আমরা লাইভ ডেমোর ব্যবস্থা রাখছি। ক্রেতারা এক্সপেরিয়েন্স জোনে এসে নিজেদের মতো হাতে-কলমে সমস্ত কিছু যাচাই করার সুযোগ পাবেন।'

নগেনের ঔদ্ধত্য

প্রথম পাতার পর

চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর এই ধারাবাহিক অবমাননাকর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও প্ররোচনামূলক মন্তব্যের পরেও ভোট রাজনীতির অঙ্ক কষে গেরুয়া শিবির আজ পর্যন্ত নগেনের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করেনি। ক্ষোভ উগরে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বললেন, 'বিজেপির সাংসদ কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তাই বিজেপিকে এই দায় নিতে হবে। তারা কেন এখন পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল না? নগেন রায় ইতিহাসই জানেন না। পড়াশোনা না করেই নেতাজিকে নিয়ে এসব মন্তব্য করেছেন। যাঁরা নেতাজিকে নিয়ে কুমন্তব্য করেন তাঁদের ঘৃণা করা উচিত।'

রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে গ্রেটার নেতা নগেনের বেশ কিছু অন্ধ অনুগামী রয়েছেন। নগেন উত্তরবঙ্গের একটি বড় ভোটব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন বলেই বিজেপি নেতৃত্ব বারবার তাঁর এই সমস্ত অন্যায় ও ঔদ্ধত্যকে প্রকাশ্যেই তোল্লা দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। নগেনের কিছু অনুগামী এতটাই 'অন্ধভক্ত' যে নেতাজিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের পরেও তাঁরা নগেনের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হচ্ছেন। নগেন যা মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মন্তব্য, তাঁর বক্তব্যকে দল সমর্থন করে না বলে বিজেপি নেতারা এখন সাফাই দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা নগেনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও করেননি। কী কারণে এই দ্বিচারিতা, তা নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুকান্ত ঘোষের দাবি, 'এই মন্তব্যের পর বিজেপির উচিত ছিল নগেন রায়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া। কারণ উনি যেভাবে নেতাজির মতো দেশপ্রেমিককে অপমান করেছেন তাতে শুধু ভারতই নয় গোটা বিশ্বের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছোচ্ছে।' সন্তানদলের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস বললেন, 'নগেন রায়ের কুমন্তব্য আমার মতো কোটি কোটি নেতাজিপ্রেমীর মনে আঘাত করেছে। ওঁর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মাঝেমধ্যেই নগেনের কোচবিহারের রাজপ্রাসাদসম বাড়িতে ছুটে যান। তাঁর সঙ্গে রীতিমতো রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এই মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক আনুকূল্য এবং ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেয়েই নগেন নিজেকে রীতিমতো সর্বেসর্বা ভাবতে শুরু করেছেন। তবে নগেনের এই লাগামছাড়া আস্ফালন ও ঔদ্ধত্যের জন্য যে শুধু বর্তমান শাসকদল বিজেপি দায়ী, তা কিন্তু একেবারেই নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল কংগ্রেসও তাঁকে ঠিক একই কায়দায় তোল্লা দিয়েছে। তাঁকে নিজেদের দিকে টেনে রাজবংশী ভোট বাড়াতে তৃণমূলের রাজ্য সরকার তাঁকে 'বঙ্গবিভূষণ' দিয়েছিল।

আজ যখন তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবদানকে প্রকাশ্যে কালিমালিপ্ত করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন, তখন রাজনৈতিক দলগুলো কেবল নিজেদের পিঠ বাঁচাতে দায় এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু দিনের শেষে এই দুই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলই নগেনের এই ঔদ্ধত্যের বীজ সযত্নে বপন করেছে। ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে একজন বিতর্কিত ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা'কে মাথায় তোলার চরম মাশুল গোটা রাজ্যবাসীকে চোকাতে হচ্ছে। এই ঔদ্ধত্যের লাগাম টানতে নানা মহল থেকে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

জেন জেড রুখতে

প্রথম পাতার পর

তিনি বলে চলেছেন, মারুন, মারুন, মেরে ফেলুন। মিছিলকারীদের এগোতে দেখে নিরাপত্তাবাহিনী সংসদ ভবনের প্রধান গেট আটকে দেয়।

শেষপর্যন্ত অবশ্য সংসদ পর্যন্ত মিছিল পৌঁছাতে পারেনি। তবে বহু আন্দোলনকারী আহত হন। সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভের জেরে প্রায় ২০ মিনিট সংসদ চত্বরে আটকে থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়। দুপুরের পর মধ্য দিল্লিতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোমবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল র‌্যাফ এবং পুলিশের দখলে। মেট্রো স্টেশনগুলিতে ছিল প্রতিবাদকারী তরুণ-তরুণীদের থিকথিকে ভিড়। যা দেখে একসময় বন্ধ করে দেওয়া হয় যন্তরমন্তর এবং সংসদ ভবন সংলগ্ন মেট্রো স্টেশনগুলির গেট।

মিছিল চলাকালীনই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আলোচনার ডাক আসে। যদিও কেন্দ্র এব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। কিন্তু আলোচনা করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডার বাসভবনে যান ককরোচ পার্টির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আরেক মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা। তাঁরা মূলত তিনটি দাবিতে মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি দেন। দাবিগুলি হল- ওয়াংচুককে হাসপাতাল থেকে মুক্তি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা ও আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ। বৈঠকের পর নাড্ডা জানান, আন্দোলনকারীদের তিনি ধর্না প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন এবং প্রশাসনকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করার আবেদন করেছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি নিয়ে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। বিক্ষোভকারীদের ওপর বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করছে বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বার্তা, 'ভারতের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী মোদি তরুণদের প্রতি এতটাই বিদ্বেষী যে ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবি করতে পারছেন না। ১৫২ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি ছাত্রছাত্রী এর শিকার হয়েছেন। অথচ একজন অপরাধীও শাস্তি পায়নি।'

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভিন্নমত প্রকাশ কখনোই অপরাধ হতে পারে না।' ককরোচ পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, 'মন্ত্রী কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' সরকারের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রথমে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়, ২৩ দিনের অনশন ভেঙেছেন ওয়াংচুক।

কিন্তু পরে তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে প্রকাশিত এক চিঠিতে ওয়াংচুক জানান, তিনি অনশন প্রত্যাহার করেননি। বরং পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার পর তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর যেভাবে পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করেছে, তা দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতক্ষণ না এই তরুণদের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অথবা সাংসদরা হাসপাতালে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন, ততক্ষণ আমার অনশন চলবে।' পুলিশ অবশ্য যন্তরমন্তরের মূল মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যন্তরমন্তরে তরুণদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মাইক লাগানো একটি গাড়ি থেকে অভিজিৎ দীপকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন। সংসদে এই ঘটনায় বিরোধী দলগুলি বিক্ষোভ দেখায়। মোট ছয়বার মুলতুবি হয় দুই কক্ষের অধিবেশন। কোনও উল্লেখযোগ্য আইন বা বিল পেশ করাও সম্ভব হয়নি।

দুষ্কৃতীর সঙ্গে ছবি, বিতর্কে পদ্ম নেতা

শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের দুষ্কৃতীদের তালিকায় একেবারে ওপরের দিকে থাকা ওয়াজিদ আলির সঙ্গে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানিক অরোরার ছবি ঘিরে বিতর্ক ছড়াল। সোমবার ওয়াজিদ নিজের ফেসবুক পেজে এই ছবি পোস্ট করায় বিতর্কের মুখে পড়েছেন মানিক।

বিতর্ক থামাতে এদিন রাতের দিকে মানিক নিজেই ওয়াজিদের পোস্ট করা ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য, 'আমি আগেই পোস্ট করে লিখেছিলাম, আমার সঙ্গে ছবি দিয়ে কেউ যদি অনৈতিক কাজ করেন, তাহলে তার দায় আমি নেব না। কেউ আমার বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে এলে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক খোঁজা হাস্যকর।' মানিক রাতের মধ্যেই এই পোস্ট করলেও বিতর্ক সহজে থামার নয়। তৃণমূল আমলে সেবক রোডের কেজিএফ গ্যাংয়ের পাশাপাশি মাইলস্টোন গ্যাংও নিজের দৌরাত্ম্য বাড়িয়েছিল। সেই গ্যাংয়ের মাথা হিসেবেই ওয়াজিদকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেবক রোড ও ইস্টার্ন বাইপাসের এই গ্যাং দৌরাত্ম্য নিয়ে সরব হয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও। সরকার পরিবর্তনের পরেই এই গ্যাংয়ের সদস্যরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে বিজেপি নেতাদের দোরে দোরে ঘোরা শুরু করেছেন। এরমধ্যে ওয়াজিদের এই পোস্ট রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। ওয়াজিদের এই পোস্ট নজরে পড়েছে বিরোধীদের। বিরোধীদের একাংশের টিপ্পনী, পোস্টের মাধ্যমে তাহলে কি বিজেপি নেতাদের সাহচর্যে আসার বিষয়ে বার্তা দিলেন ওয়াজিদ?

কাজ বাংলায়, শুভেন্দুর মাস্টারস্ট্রোক

প্রথম পাতার পর

এঁরা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির বিরোধী যাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের কথাটা আর ঠিক থাকছে না। এরপর মানুষই বলবে ওই বলাটা ভুল ছিল।' মমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের আরেক মুখ সাহিত্যিক আবুল বাশার বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত বাঙালির জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যে কোনও বাঙালিরই এতে খুশি হওয়ার কথা।'

এমনকি বামমনস্ক শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার সরকারি সিদ্ধান্তটিকে 'ইতিবাচক' মনে করছেন। তবে তাঁর সতর্কবার্তা, 'সিদ্ধান্তটি প্রশংসাযোগ্য হলেও আমলাদের কঠিন বাংলা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন কি না, তা ভাবার বিষয়। নিয়মটি চালুর আগে সরকারি কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা উচিত।' সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসানো হল। বাঙালি হিসেবে আমি খুবই সন্তুষ্ট ও গর্বিত।'

আরেক সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার জানান, 'ভাষাকে সচল রাখতে গেলে তাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের কাজের জায়গায় এই ভাষার ব্যবহার হলে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হবে।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কথায় অবশ্য ভিন্ন সুর। তাঁর ভাষায়, 'সরকারি কাজে বাংলা চালুই ছিল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বাঙালি সাজা যায় না। হাইকোর্টে যে বিচারপতি ভিনরাজ্য থেকে আসেন, তিনি কি বাংলায় রায় লিখবেন? বাঙালি হতে গেলে জানতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা বলতে নেই। রামমোহন রায়কে ব্রিটিশের দালাল বলা অনুচিত।'

যদিও পাশাপাশি হিন্দির অনুশীলন থাকবে সরকারি স্তরে। কেননা, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বাংলা ভাষাতেও উত্তর ও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করব।' বাংলায় কাজ সহজে করতে যা যা প্রয়োজন এবং যথাযথ অনুবাদের ব্যবস্থা করতে দেড় মাস সময় নেওয়া হচ্ছে বলে শুভেন্দু জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রকে আর ইংরেজিতে নয়, হিন্দিতে চিঠি লেখা হবে। এজন্য কেন্দ্রের রাজভাষা বিভাগের পোর্টালের সহায়তা নেওয়া যাবে।

রবিবার কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে 'শব্দ সংগ্রহশালা'র উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমার মনের কথা শুভেন্দুকে চিঠিতে লিখেছি। আমার বিশ্বাস, উনি আমার আশা পূরণ করবেন।' তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, অধিবেশন চলছে বলে ঘোষণা তিনি বিধানসভাতেই করবেন। সেই অনুযায়ী সোমবার প্রথমে শা'র চিঠি পড়ে তারপর ঘোষণাটি করেন। শা'র চিঠির বক্তব্য ছিল, সাধারণ মানুষের ভাষায় শাসন ব্যবস্থা চললে সেটা জনমুখী ও কার্যকর হয়।

প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বাংলা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু অবশ্য বলেন, 'অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি অমিতজিকে বলেছিলাম, বিধানসভার সব কাজ আমি বাংলায় করতে চাই। তিনি আমার মতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমার স্বপ্ন পূরণ হল। বাংলা ভাষাকে আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।'

মেসির কাঁধে

প্রথম পাতার পর

আমি এমন একজনকে দেখছিলাম, যাঁর জন্যই আমার মতো লাখো শিশু বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, এই খেলাটাকে নিছক একটা দৌড়ঝাঁপে সীমাবদ্ধ না রেখে শিল্পে পরিণত করা যায়। আমি সেই মানুষটাকে দেখছিলাম, যাঁর ভিডিও দেখে আমি বারবার তাঁকে নকল করার চেষ্টা করতাম। রেকর্ড ভাঙা যায়, ট্রফি জেতা যায়, কিন্তু একটা গোটা প্রজন্মকে ফুটবলের প্রেমে পড়তে শেখানো ইতিহাসের খুব কম মানুষই পেরেছেন।' বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঠিক পরেই একজন পরাজিত প্রতিপক্ষকে এমন বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো বোধহয় শুধু এই খেলাতেই সম্ভব।

ম্যাচের কয়েক দিন আগে নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে এসে এই ইয়ামালকে নিয়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন মেসি। ২০০৭ সালে ইউনিসেফের সেই বিখ্যাত ফোটোশুটে ছোট্ট ইয়ামালকে স্নান করানোর প্রসঙ্গ ওঠায় মেসি হেসে বলেছিলেন, 'ছবিটা আসলেই পাগলামি। আমি একটা বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছি, আর আজ আমরা ফাইনালে একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছি! ১৯ বছর বয়সেই ও এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা। বার্সেলোনা ক্লাবের প্রতি আমার আলাদা টান আছে বলেই ওকে আমি খুব নিবিড়ভাবে অনুসরণ করি।' কে জানত, সেই একরত্তি শিশুই একদিন তাঁর বিদায়বেলায় তাঁরই চোখের জলের কারণ হবে!

এদিন মেসিকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন ইয়ামাল। স্পেনের বিশ্বজয়ের আনন্দের চেয়েও তাঁর গলায় আদর্শের বিদায়ের বেদনাটাই যেন বেশি বাজছিল। তিনি বলছিলেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের গল্প করার মতো একটা দারুণ স্মৃতি হল আজ। একদিন হয়তো আমারও কোনও পরিবর্ত চলে আসবে, কিন্তু বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও লিওনেল মেসি আর আসবেন না। আমি আজীবন এই গর্ব বুকে বয়ে বেড়াব যে আমি ওঁর সঙ্গে একই মাঠে খেলেছি।'

ফাইনালে হারের এই তীব্র যন্ত্রণা হয়তো মেসিকে আজীবন তাড়া করে বেড়াবে। কিন্তু বিদায়বেলায় প্রতিপক্ষের এক তরুণের কাছ থেকে পাওয়া এই নিখাদ সম্মান আর ভালোবাসাই প্রমাণ করে, ট্রফির চেয়েও তাঁর সবচেয়ে বড় জয় লুকিয়ে আছে এই অগণিত মানুষের হৃদয়ে। মেটলাইফ স্টেডিয়াম আজ শুধু একটা ট্রফি জয় দেখল না, দেখল এক প্রজন্মের অস্তরাগ আর নতুন প্রজন্মের সূর্যোদয়ের এক অপূর্ব আবেগময় মুহূর্ত।

পাসের বন্যা থেকে ক্লিনশিট

পরিসংখ্যানে স্প্যানিশ রাজত্ব

সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের আসরে স্প্যানিশ তারকাদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশ্বজয়ী স্পেনের এমন কিছু নজরকাড়া পরিসংখ্যান রইল এখানে।

৭৯০ এই টুর্নামেন্টে মোট ৭৯০টি পাস সম্পূর্ণ করে বিশ্বকাপে নিজেরই গড়া পুরোনো নজির ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন রড্রি। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে ৬৩৮টি পাস দিয়ে তিনি টপকে গিয়েছিলেন ২০১০ সালে তৈরি করা জাভি হার্নান্ডেজের (৫৯৯) রেকর্ড। সদ্যসমাপ্ত এই আসরে পাসের দিক থেকে রড্রির ঠিক পরেই রয়েছেন তাঁর দুই সতীর্থ পাউ কুবারসি (৬৬৮) এবং আয়মেরিক লাপোর্তে (৬১৮)।

৭৫০ স্পেনের রক্ষণভাগের দুই স্তম্ভ মার্ক কুকুরেল্লা এবং কুবারসি এই টুর্নামেন্টে মোট ৭৫০ মিনিট মাঠে ছিলেন। গোলকিপার ছাড়া অন্যান্য পজিশনের ফুটবলারদের মধ্যে যা সর্বাধিক। আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারও ঠিক ৭৫০ মিনিটই খেলেছেন।

৫৮ প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণ শানানোর ক্ষেত্রে মিকেল ওয়ারজাবাল ছিলেন সবচেয়ে সফল। ২৯ বছরের এই স্ট্রাইকার মোট ৫৮ বার প্রতিপক্ষের পা থেকে বল ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই তালিকায় তাঁর পরেই রয়েছেন সতীর্থ পেড্রি এবং মরক্কোর নিল এল-আয়নাউই (দুইজনেই ৫১ বার)। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি রক্ষণাত্মক চাপ বা 'ডিফেন্সিভ প্রেশার' (৩০৫ বার) তৈরি করেছেন ড্যানি ওলমো।

৩৮ নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামের এই জয়ের সুবাদে আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ৩৮টি ম্যাচে অপরাজিত থাকার বিশ্বরেকর্ড গড়ল স্পেন। ২০২৪ সালের মার্চে কলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারের পর থেকে স্প্যানিশরা ২৯টি ম্যাচ জিতেছে এবং ৯টি ড্র করেছে। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ইতালির দখলে, তারা ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা ৩৭ ম্যাচে অপরাজিত ছিল।

৩৫ চলতি আসরে ড্রিবলিংয়ের রাজা লামিনে ইয়ামাল। টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ৩৫ বার সফল ড্রিবল করেছেন তিনি। তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে (২৮), আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি (২৫), ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার (২৩) এবং বেলজিয়ামের জেরেমি ডোকু (২১)। তবে এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক সফল ড্রিবলিংয়ের রেকর্ডটি এখনও দিয়েগো মারাদোনার (১৯৮৬ সালে ৫৩ বার) দখলেই। এই শতাব্দীতে সর্বাধিক ড্রিবলের রেকর্ড রয়েছে মেসির (২০১৪ সালে ৪৬ বার)।

১৯ মাত্র ১৯ বছর ৬ দিন বয়সে বিশ্বকাপ জিতে লামিনে ইয়ামাল টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যুগ্মভাবে চতুর্থ কনিষ্ঠ বিশ্বজয়ী হওয়ার নজির গড়লেন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে কাপ জিতেছেন কেবল ইতালির ১৮ বছরের ডিফেন্ডার জিউসেপ্পে বেরগোমি এবং ব্রাজিলের ১৭ বছরের দুই বিস্ময়- পেলে ও রোনাল্ডো। মজার বিষয় হল, অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও পুরু গোঁফের জন্য বেরগোমিকে সবাই 'কাকু' বলে ডাকতেন! অন্যদিকে, ১৯ বছর ১৭৮ দিন বয়সে কাপ জিতে এই তালিকার সপ্তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন কুবারসি, যাঁর ঠিক পরেই রয়েছেন এমবাপে।

১৪ এবারের আসরে স্প্যানিশ ফুটবলাররা ১৪ বার প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন। বিশ্বকাপে এটিই তাদের এক আসরে সর্বাধিক গোল। এর আগে ১৯৮৬ সালে এমিলিও বুত্রাগুয়েনোর অনবদ্য পারফরমেন্সে ভর করে তারা ১২টি গোল করেছিল। আর ২০১০ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আসরে স্পেনের গোলসংখ্যা ছিল মাত্র ৮।

৭ এবারের টুর্নামেন্টে টানা ৭টি ম্যাচ জিতে শিরোপা ঘরে তুলল স্পেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি টানা জয়ের রেকর্ড রয়েছে কেবল ব্রাজিলের (২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা ১১টি জয়)।

৭ ৮টি ম্যাচ খেলে মোট ৭টিতেই ক্লিনশিট রেখেছেন স্প্যানিশ গোলকিপার উনাই সিমোন, যা এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক। এর আগে এক আসরে ৫টি ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড ছিল নেদারল্যান্ডসের জান জংব্লোদ, ইতালির ওয়াল্টার জেঙ্গা ও জিয়ানলুইগি বুফোঁ, ব্রাজিলের তাফারেল, ফ্রান্সের ফ্যাবিয়ান বার্থেজ, জার্মানির অলিভার কান এবং স্পেনের ইকের ক্যাসিয়াসের। কাতার বিশ্বকাপে নিজের শেষ ম্যাচটিতেও গোল খাননি সিমোন।

৫ চলতি টুর্নামেন্টে ৫ বার বিপক্ষের জাল কাঁপিয়েছেন মিকেল ওয়ারজাবাল। এক বিশ্বকাপে স্প্যানিশ খেলোয়াড় হিসেবে যা যুগ্মভাবে সর্বাধিক। এর আগে ১৯৮৬ সালে বুত্রাগুয়েনো এবং ২০১০ সালে দাভিদ ভিয়া ৫টি করে গোল করেছিলেন।

২ ২০১৪ সালে জার্মানির মারিও গোৎজের পর ফেরান টোরেস হলেন বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল করে ম্যাচ জেতানো দ্বিতীয় বদলি ফুটবলার। সার্বিকভাবে ফাইনালে বদলি হিসেবে নেমে গোল করার ক্ষেত্রে এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার পঞ্চম খেলোয়াড়।

১ গোটা টুর্নামেন্টে মাত্র ১টি গোল হজম করেছে স্পেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোনও দলের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে কম গোল খাওয়ার রেকর্ড। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স, ২০০৬ সালে ইতালি এবং ২০১০ সালে স্পেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে ২টি করে গোল খেয়েছিল।

বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে অধিনায়ক রড্রির সঙ্গে স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বেছে নেওয়া হল। আর সেই তারকায় ঠাসা দলের দিকে চোখ রাখলে ফুটবলপ্রেমীদের মাথায় একটাই প্রশ্ন আসবে- এই দলকে কে হারাবে!

তেকাঠির নীচে রয়েছেন গোল্ডেন গ্লাভস জয়ী স্প্যানিশ দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী উনাই সিমোন। তাঁর সামনে রক্ষণভাগ সামলানোর দায়িত্বে স্পেনেরই পেড্রো পোরো, পাউ কুবারসি এবং মার্ক কুকুরেল্লা। সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ডকে তৃতীয় স্থান এনে দেওয়া নিশ্ছিদ্র ডিফেন্ডার মার্ক গুয়েহি। টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড় কুবারসি পাসিং ও ক্লিয়ারেন্সে ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। দুই প্রান্ত দিয়ে পোরো এবং কুকুরেল্লার আক্রমণ বিপক্ষকে সারাক্ষণ চাপে রেখেছে।

মাঝমাঠের রাশ হাতে রেখেছেন গোল্ডেন বল জয়ী স্পেনের রড্রি। তাঁর নিখুঁত পজিশনিংয়ের সঙ্গে দোসর হিসেবে রয়েছেন ইংল্যান্ডের ডেকলান রাইস এবং জুড বেলিংহাম। রাইস যেমন রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণে ধার বাড়িয়েছেন, তেমনই এক বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক সাত গোলের রেকর্ড গড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা বেলিংহাম।

আর আক্রমণভাগে? বিপক্ষের ঘুম কাড়তে রয়েছেন ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে, যিনি ওপেন প্লে থেকে সাতটি অ্যাসিস্টের অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ও গোল্ডেন বুট জয়ী কিলিয়ান এমবাপে। আর এই আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা হিসেবে রয়েছেন লিওনেল মেসি। সর্বাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করা থেকে শুরু করে নিখুঁত ড্রিবলিং- সব পরিসংখ্যানেই তিনি বুঝিয়েছেন, বয়স তাঁর কাছে স্রেফ একটা সংখ্যা। এমন এক স্বপ্নের একাদশ মাঠে নামলে প্রতিপক্ষের যে ঘাম ছুটবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪-৩-৩ ফর্মেশন

উনাই সিমোন, পেড্রো পোরো, পাউ কুবারসি, মার্ক গুয়েহি, মার্ক কুকুরেল্লা, ডেকলান রাইস, রড্রি, জুডে বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে ও লিওনেল মেসি।

দায়িত্ব ছাড়ার জল্পনা উসকে কাঁদলেন স্কালোনি

হারের হতাশায় সাংবাদিক সম্মেলনে অঝোরে কাঁদলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা থেকে যাওয়ার পর আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

আগামী ডিসেম্বরেই আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৪৮ বছরের স্কালোনি বলেছেন, 'আমি ফুটবল সংস্থার সভাপতির সঙ্গে কথা বলব। আমি কী চাই, সে বিষয়ে একটা ধারণা আমার আছে। আপাতত চুক্তির মেয়াদ শেষ করব, তবে নতুন করে আবার এত বড় কিছু করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে।'

ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থাকলেও খেলোয়াড়দের লড়াইয়ের প্রশংসা করেন তিনি। চোট ও কার্ড সমস্যার কারণে রক্ষণভাগের তিনজনকে বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও খেলোয়াড়রা যেভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কোচ। স্পেনের শ্রেষ্ঠত্বও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেন তিনি।

কোচিং স্টাফ এবং খেলোয়াড়দের প্রশংসা করতে গিয়ে গলা ধরে আসে স্কালোনির। চোখ মুছতে মুছতে তিনি বলেছেন, 'এই জায়গাটা স্বপ্নের মতো। আমরা এতটা পথ আসব, তা কেউ ভাবিনি। নতুন করে আবার এ রকম একটা দল গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর সেটা খুব যন্ত্রণারও।' এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিক সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান স্কালোনি।

> এই জায়গাটা স্বপ্নের মতো। আমরা এতটা পথ আসব, তা কেউ ভাবিনি। নতুন করে আবার এ রকম একটা দল গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর সেটা খুব যন্ত্রণারও।
>
> -লিওনেল স্কালোনি

ক্রুয়েফের দেখানো পথেই বিশ্বজয়

আসল চ্যাম্পিয়ন স্প্যানিশ কোচিং দর্শন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেনের উৎসব তখন সবে শুরু হয়েছে। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার উল্লাসে মেতে উঠেছেন স্প্যানিশ ফুটবলাররা। কিন্তু মাঠের ওই ১২০ মিনিটের ফুটবল ছাপিয়ে ডাগআউটের দিকে তাকালে একটা অদ্ভুত সমীকরণ চোখে পড়বে। স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে এবং আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনির এই লড়াইটা ছিল আসলে এক গুরু-শিষ্যের লড়াই। স্কালোনি আর্জেন্টিনার মানুষ হলেও তাঁর কোচিংয়ের হাতেখড়ি কিন্তু স্পেনে। সেখানে উয়েফা প্রো লাইসেন্স করার সময় স্কালোনির অন্যতম প্রশিক্ষক ছিলেন এই দে লা ফুয়েন্তেই। শেষ পর্যন্ত গুরুর কাছেই হার মানতে হল শিষ্যকে। আর সেই সঙ্গেই গোটা বিশ্বকে আরও একবার মনে করিয়ে দিল, ফুটবলের আসল রিমোট কন্ট্রোলটা এখন কাদের হাতে।

এই রিমোট কন্ট্রোলটা হল স্পেনের কোচিং সিস্টেম। যার বীজ পোঁতা হয়েছিল প্রায় তিন দশক আগে। নেপথ্যে ছিলেন এক ডাচ কিংবদন্তি- জোহান ক্রুয়েফ। তিনি একটা কথা খুব বিশ্বাস করতেন, দলের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হলেন একজন কোচ। বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় স্পেন ফুটবলে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। প্রচুর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বারবার বড় আসরে তাদের খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ক্রুয়েফ এসে স্প্যানিশ ফুটবলের গোড়ার গলদটা ধরে ফেললেন এবং মূল প্রশ্নটাই বদলে দিলেন। আগে অ্যাকাডেমিগুলোতে মাপা হত, 'ছেলেটা কতটা জোরে দৌড়তে পারে?' ক্রুয়েফ জানতে চাইলেন, 'ছেলেটা কি মাঠে দাঁড়িয়ে ভাবতে পারে?' খেলোয়াড়দের শুধু কোথায় দাঁড়াতে হবে তা নয়, কেন দাঁড়াতে হবে, সেই অঙ্কটা শেখাল স্প্যানিশ ফুটবল।

আজকের বিশ্বজয়ী দলটা সেই ভাবনারই ফসল। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচটি লিগের দিকে তাকালে দেখবেন, প্রায় কুড়ি শতাংশ কোচ আজ স্প্যানিশ। মিকেল আর্তেতা, লুইস এনরিকে থেকে শুরু করে উনাই এমেরি-চারিদিকে শুধু স্প্যানিশ কোচদের দাপট। ভারতের আইএসএলেও অর্ধেকের বেশি ট্রফি জিতেছে স্প্যানিশ কোচরা। মরক্কো থেকে শুরু করে আফ্রিকার দলগুলোও আজ স্প্যানিশ ঘরানায় প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কৌশল সাজাচ্ছে।

INLAND TRADER

আর এই কোচিং বিপ্লবের সবচেয়ে বড় সঙ্গী হল স্প্যানিশ লিগ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো কাড়ি কাড়ি টাকা উড়িয়ে বাইরের দেশ থেকে তৈরি ফুটবলার কিনে আনার সুযোগ স্পেনের ক্লাবগুলোর নেই। লা লিগার কড়া আর্থিক নিয়মের কারণে তাদের বাধ্য হয়ে নিজেদের অ্যাকাডেমির দিকে নজর দিতে হয়। শুধু বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদ নয়, স্পেনের ছোট ছোট ক্লাবগুলোও আজ ফুটবলার তৈরির এক একটা আধুনিক কারখানা। সেখানে সবাই একই ফুটবল ভাষায় কথা বলে। ১৩ বছরের লিওনেল মেসিকে এই স্প্যানিশ অ্যাকাডেমিই ঘষেমেজে তৈরি করেছিল। আজ ১৯ বছরের লামিনে ইয়ামালও সেই একই পরিকাঠামোর ফসল।

ফাইনালে দুই দল মিলিয়ে লা লিগার ২৪ জন ফুটবলারের উপস্থিতিই বুঝিয়ে দিয়েছে, ক্লাব ফুটবলের লড়াইয়ে স্পেন কতটা এগিয়ে। মেটলাইফের সবুজ ঘাসে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে স্পেনের এই ট্রফি জয় কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা দশকের পর দশক ধরে তৈরি করা একটা নিখুঁত ক্লাসরুম প্রোজেক্টের চূড়ান্ত সাফল্য। ট্রফিটা আজ মাদ্রিদে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, স্প্যানিশ কোচিং দর্শন বিশ্ব ফুটবলকে আজ বুঝিয়ে দিল- শুধু গায়ের জোর নয়, ফুটবল খেলাটা আদতে মাথার।

বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস লামিনে ইয়ামালের।

ট্রফির সঙ্গে সম্মানের লড়াইয়েও হার আর্জেন্টিনার

ফাইনালে হারের পর স্পেনের গাভিকে গলা ধাক্কা দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়লেন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেদেস।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : ম্যাচের আগের সাংবাদিক সম্মেলনে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন দুই দলের ফুটবলার এবং কোচরা। কিক অফের আগে লিওনেল মেসিকে 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে সম্মান জানায় স্পেন দল। এমনকি ম্যাচ শেষেও মেসিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায় স্প্যানিশ তরুণ লামিনে ইয়ামালকে। ফুটবলীয় সৌহার্দ্যের এমন সুন্দর মুহূর্তগুলোর পরেই যে এমন কুৎসিত একটা দৃশ্য অপেক্ষা করছে, তা কে জানত!

রেফারির শেষ বাঁশিটা বাজার কথা ছিল একটা সুন্দর সমাপ্তির জন্য। কিন্তু মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে সেই বাঁশি যেন একটা বারুদের স্তূপে সশব্দে দেশলাই ঘষে দিল। ১৯৬২ সালের পর প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপ ধরে রাখার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার হতাশা আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা এমন অমার্জিতভাবে প্রকাশ করবেন, তা হয়তো অতি বড় নিন্দুকও ভাবেননি। ১-০ গোলে স্পেনের কাছে হেরে ট্রফি তো হাতছাড়া হলই, সেইসঙ্গে বিশ্বমঞ্চে চরম স্পোর্টসম্যানশিপের অভাব দেখিয়ে নিজেদের নামের পাশে একটা অনভিপ্রেত কালো দাগ রেখে গেল লিওনেল স্কালোনির দল।

গোটা ম্যাচে বলের দখল থেকে শুরু করে আক্রমণ- সবদিক থেকেই দাপট দেখিয়েছে স্পেন। প্রথম ৯০ মিনিটে আর্জেন্টিনার শট অন টার্গেট ছিল শূন্য। ১০৬ মিনিটে পেড্রো পোরোর ভাসানো ক্রস থেকে ফেরান টোরেসের নিঁখুত ভলিতে লেখা হয়ে যায় স্পেনের জয়ের চিত্রনাট্য। পাউ কুবারসিকে বিপজ্জনক ফাউল করে আগেই দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন এনজো ফার্নান্ডেজ। মাঠের এই একপেশে ফুটবল আর হারের গ্লানিই যেন ম্যাচের শেষে আছড়ে পড়ল বিপক্ষের ওপর।

> পারেডেস যেভাবে সরাসরি বিপক্ষের মুখে ঘুসি চালাল, ফুটবলের মাঠে তার কোনও জায়গা থাকতে পারে না।
>
> -অ্যালান শিয়েরার

খেলা শেষ হওয়ার ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তৈরি হল এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। টিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, লিয়ান্দ্রো পারেডেস আচমকাই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়ার টুঁটি চেপে ধরেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তরুণ গাভি ছুটে এলে পারেডেস মেজাজ হারিয়ে তাঁকেও ঘুসি মারতে শুরু করেন এবং মাটিতে ফেলে জার্সি টেনে ধরেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনিকে মাঠে ছুটে আসতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনিও গার্সিয়ার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। শুধু পারেডেস নন, স্প্যানিশ ফুটবলারদের উৎসবের মাঝে ঢুকে এক পরিবর্ত খেলোয়াড়কে পেটে সজোরে ঘুসি মারতে দেখা যায় নাহুয়েল মোলিনাকেও। থিয়াগো আলমাদাও জড়িয়ে পড়েন এই হাতাহাতিতে।

রেফারি স্লাভকো ভিনসিচ এই চূড়ান্ত অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য পারেডেসকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকরাও বিশ্বমঞ্চে এমন অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান।

ম্যাচ শেষের বিশ্লেষণে ব্রিটিশ কিংবদন্তি অ্যালান শিয়েরার যে কথাটা বলেছেন, সেটাই হয়তো এই গোটা ঘটনার সবচেয়ে নিখুঁত মূল্যায়ন। তাঁর কথায়, 'পারেডেস যেভাবে সরাসরি বিপক্ষের মুখে ঘুসি চালাল, ফুটবলের মাঠে তার কোনও জায়গা থাকতে পারে না। আমরা জানি হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা কতটা, কিন্তু হারারও একটা নির্দিষ্ট শালীনতা থাকে। আর্জেন্টিনা এই শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে।'

সৌজন্য দেখিয়ে বিদায়ী কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে গার্ড অফ অনার স্প্যানিশ ফুটবলারদের।

যেমন করে দেখে কোনও মুগ্ধ বালকে

কাছে থেকেও দূরে... ফাইনালে উঠলেও বিশ্বকাপ ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হল না লিওনেল মেসির।

মিক্সড জোন এড়িয়ে নিঃশব্দ প্রস্থান

ট্রফি হেরেও মানুষের হৃদয়ে জয়ী মেসিই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : হাত নাড়তে নাড়তে টানেল ধরে চলে যাচ্ছেন তিনি। হয়তো বিশ্বকাপের মঞ্চে শেষবারের মতো। স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর চোখের জল আর বাঁধ মানেনি। তবে ট্রফি হাতছাড়া হলেও, গ্যালারির হাজার হাজার মানুষ যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল আসল জয়টা তো তাঁরই। মেটলাইফ স্টেডিয়ামের এই স্ট্যান্ডিং ওভেশনই তাঁর চোখের জল আরও বাঁধভাঙা করে দিয়েছিল। হেরে যাওয়ার পরও তাঁকে কটূক্তি করা তো দূরের কথা, গ্যালারিতে উপস্থিত আর্জেন্টাইন সমর্থকরা তাঁর নাম ধরে গান গেয়েছেন, নিজেদের প্রিয় লিওর জন্য কেঁদেছেন।

ফাইনালের গল্পটা অবশ্য আর্জেন্টিনার জন্য বড্ড হতাশার। ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে স্পেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি লিওনেল স্কালোনির দল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, প্রথম নব্বই মিনিটে স্পেনের গোলমুখে লিওনেল মেসিরা একটাও শট নিতে পারেনি! বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতিহাসে কোনও দলের রেগুলেশন টাইমে একটাও গোলমুখী শট নিতে না পারার এমন পরিসংখ্যান এই প্রথম। স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের রণকৌশল ছিল একটাই, 'মেসিকে বল ধরতে দিও না।' আর সেই ছকেই স্প্যানিশ রক্ষণে পুরোপুরি বোতলবন্দি হয়ে রইলেন তিনি। স্পেনের ফেরান টোরেসের করা অতিরিক্ত সময়ের গোলেই শেষপর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গ হয় আর্জেন্টিনার।

হতাশা আর যন্ত্রণার ছাপ এতটাই গভীর ছিল যে, ম্যাচ শেষে ফিফার নিয়ম ভেঙে মিক্সড জোন বয়কট করে গোটা আর্জেন্টিনা দল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা যখন অধিনায়কের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়, তখন নিঃশব্দে স্টেডিয়ামের পেছনের দরজা দিয়ে টিম বাসে উঠে পড়েন মেসিরা। সেখান থেকেই শুধু ছোট্ট একটি বিবৃতি দেন ফুটবল জাদুকর, 'আমি দুঃখিত। তবে আমি জানি, আমরা মাঠে আমাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি।'

এরপর তাঁর ভবিষ্যৎ কী? ২০২৮ সাল পর্যন্ত মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর চুক্তি রয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে আর খেলবেন কি না, তা নিয়ে স্কালোনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, নীল-সাদা জার্সি গায়ে চাপানোর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মেসির নিজের। ২০৩০ বিশ্বকাপে তাঁর বয়স হবে ৪৩, তাই পণ্ডিতদের মতে বিশ্বমঞ্চে দুই দশকের এই বর্ণময় সফরের এখানেই হয়তো যতিচিহ্ন পড়ল।

ট্রফি হয়তো স্পেনের হাতে উঠেছে, কিন্তু ম্যাচের পর স্প্যানিশ দলের প্রায় প্রতিটি খেলোয়াড় যেভাবে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সেটাই প্রমাণ করে প্রতিপক্ষের হৃদয়েও তাঁর স্থান কোথায়। সোনার পদক হয়তো জুটল না, কিন্তু মানুষের এই নিখাদ ভালোবাসা আর সম্মানই হয়ে রইল তাঁর জীবনের সেরা অমূল্য ট্রফি।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

ট্রফি দেওয়ার পর

মঞ্চ ছাড়তে নারাজ ট্রাম্প

রড্রির হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পরও দাঁড়িয়ে থাকলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে মঞ্চ থেকে নেমে আসার অনুরোধ করেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো।

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেনের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পর এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বিজয়ী দলের উল্লাসের মাঝে মঞ্চ থেকে নামতেই চাইছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসতে হয় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে।

ম্যাচ শেষে ইনফ্যান্তিনো, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সঙ্গে মঞ্চে উঠে স্পেন ও রেফারিদের হাতে সোনার মেডেল এবং আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের রুপোর মেডেল তুলে দেন ট্রাম্প। কিন্তু ট্রফি দেওয়ার পর বাকিরা মঞ্চের একপাশে সরে গেলেও, ট্রাম্প স্প্যানিশ ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। এমনকি কয়েকজন খেলোয়াড় তাঁকে তাঁর বিখ্যাত 'ওয়াইএমসিএ' নাচের ভঙ্গি করার অনুরোধও করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ফিফা সভাপতি তড়িঘড়ি ছুটে এসে ট্রাম্পকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যান।

ফাইনালের দিন সপরিবারে বুলেট প্রুফ কাচের ঘেরাটোপে বসে খেলা উপভোগ করেন ট্রাম্প। ম্যাচ শেষে ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, অবিলম্বে আমেরিকায় ফের বিশ্বকাপের আসর ফেরাতে চান তিনি। যদিও ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ২০৩৮ সালের আগে আমেরিকার পক্ষে পুনরায় আয়োজক হওয়া সম্ভব নয়।

বিশৃঙ্খলা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে

বিরক্ত দর্শকদের ক্ষোভে ফিফা

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : রবিবারের বিশ্বকাপ ফাইনালের সমাপ্তি অনুষ্ঠান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। রবি উইলিয়ামস, পোস্ট ম্যালোন, টম ক্রুজের মতো তারকাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানকে 'ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য সমাপ্তি অনুষ্ঠান' আখ্যা দিয়েছেন অনেকেই।

ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে এই জমকালো আয়োজনের কথা থাকলেও, মাঠে উপস্থিত দর্শক থেকে শুরু করে টিভির পর্দার দর্শকরাও চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ লিখেছেন, 'এমন বিশ্রী সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগে দেখিনি, দর্শকদের মুখেও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।'

অনুষ্ঠানের মান তো বটেই, দর্শকদের ক্ষোভের বড় কারণ ছিল অব্যবস্থা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঠে উপস্থিত থাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর জেরে স্টেডিয়ামের বাইরে বিশাল লাইন তৈরি হয় এবং বহু দর্শক টিকিট থাকা সত্ত্বেও দুই ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করার কারণে সমাপ্তি অনুষ্ঠান দেখতেই পাননি।

এছাড়া, এই প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে 'হাফ টাইম শো'-র আয়োজন করা হয়। শাকিরা, ম্যাডোনা, জাস্টিন বিবার এবং বিটিএস-এর মতো তারকারা পারফর্ম করেন। এর জন্য মাঠের মধ্যে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি ও তা সরানোর কারণে প্রথাগত ১৫ মিনিটের বিরতি অনেকটা দীর্ঘায়িত করা হয়।

মাদ্রিদে ফিরে ট্রফি নিয়ে কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের সঙ্গে স্পেনের অধিনায়ক রড্রি।

এমবাপের সোনার জুতো

রড্রি সেরা ফুটবলার

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : অতিরিক্ত সময়ে বদলি খেলোয়াড় ফেরান টোরেসের করা একমাত্র গোলে ১০ জনের আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নিল স্পেন। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর, দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে এঞ্জো ফার্নান্ডেজ লাল কার্ড দেখলে চাপে পড়ে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ১১৫ মিনিট ধরে স্প্যানিশ গোলমুখে একটিও শট নিতে পারেনি তারা। ৬৫ বছরে স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে সবচেয়ে বেশি বয়সে বিশ্বকাপ জয়ের নজির গড়লেন। অন্যদিকে ৩৯ বছর বয়সে তৃতীয় ফাইনাল খেলে রেকর্ড গড়লেন লিওনেল মেসি।

শুধু বিশ্বকাপ জেতা নয়, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত পুরস্কারের তালিকাতেও দাপট দেখালেন স্প্যানিশরাই। আট ম্যাচে স্পেনের মাঝমাঠের দখল রাখা রড্রি জিতে নিলেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার 'গোল্ডেন বল'। টুর্নামেন্টে মাত্র এক গোল হজম করে 'গোল্ডেন গ্লাভস' পেলেন স্প্যানিশ গোলকিপার উনাই সিমোন। সেরা তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন স্পেনেরই প্রতিভাবান ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি।

তবে গোলদাতাদের তালিকায় সবাইকে ছাপিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য 'গোল্ডেন বুট' জিতে নিলেন ফরাসি স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে। ৮ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ১০। ফাইনালে গোল বা অ্যাসিস্ট করতে না পারা মেসি ৮ গোল নিয়ে পেলেন 'সিলভার বুট' এবং ৭ গোল করা ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহামের ঝুলিতে গেল 'ব্রোঞ্জ বুট'। 'সিলভার বল' পেলেন মেসি এবং 'ব্রোঞ্জ বল' পেলেন এমবাপে। ফেয়ার প্লে ট্রফি জিতেছে নেদারল্যান্ডস।

'বিরাটের সঙ্গে পার্টনারশিপ উপভোগ করি'

অবসর বিতর্ককে 'ঠান্ডা ঘরে' পাঠালেন রোহিত

লন্ডন, ২০ জুলাই : কথায় আছে চ্যাম্পিয়নদের খোঁচা মারতে নেই। তাহলে তাঁরা আরও মারাত্মক। পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে ক্রিকেট মক্কায় তারই হাতেগরম উদাহরণ রাখলেন রোহিত শর্মা। প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে শতরান। তাও কখন, যখন বলা হচ্ছিল লর্ডসই নাকি বিদায়ি ম্যাচ হতে চলেছে!

নিন্দুকদের (নির্বাচক, হেড কোচও তার মধ্যে রয়েছে) মুখে ছাই দিয়ে ৩৪তম ওডিআই শতরান। ব্যক্তিগত লড়াইয়ের সঙ্গে ৩৮৭ রান তাড়া করতে নেমে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের আশা শেষপর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ১৩৮ রানের ম্যারাথন ইনিংসের।

টেমসের পাড়ে কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের স্বস্তি নিয়ে সমালোচকদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে রোহিতের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, 'আমার কাজ ব্যাট হাতে মাঠের ভিতরে, ওদের (সমালোচকদের) কাজ বাইরে। আমার কাজ আমি করব। বাইরে কে কী বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। দেশের হয়ে খেলা সম্মানের। অভিষেকের পর থেকেই এসব আমাকে নিয়ে হচ্ছে। যতদিন খেলব থাকবে। তবে একটু বিতর্ক, আলোচনা না থাকলে মজা কোথায়? আমি এভাবে দেখতে পছন্দ করি।'

বার্মিংহাম ও কার্ডিফের প্রথম দুই ম্যাচে রান না পাওয়ায় রোহিতকে ছেঁটে ফেলার পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। নিন্দুকদের জবাব দিয়েও আক্ষেপ যাচ্ছে না। ম্যাচ শেষে বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সিরিজ হারে খারাপ লাগছে। শুরুটা ভালো করেছিলাম। বার্মিংহামে দারুণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছি এবং জিতেছি। কার্ডিফে অল্পের জন্য ম্যাচ হাতছাড়া হয়। আসলে দ্বিতীয় ম্যাচে স্কোরবোর্ডে বড় রান দাঁড় করাতে পারিনি আমরা। আর লর্ডসে বিশাল স্কোর তাড়া করা। তারপরও লড়াই চালিয়েছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ২০-২৫ রান কম পড়ে গেল।'

বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলারদের হাতে বেধড়ক মার খাওয়া ভারতীয় বোলারদের পাশেও দাঁড়ালেন। রোহিতের কথায়, 'আমাদের দলের বোলিং ব্রিগেড অনভিজ্ঞ। ওরা খুব বেশি ওডিআই খেলেনি। কিছুটা সময় দিতে হবে। আশা করব এই ম্যাচ থেকে ওরা শিখবে। পরেরবার বেটার পারফরমেন্স করবে।'

বিলেতের মাটিতে বরাবরই সফল রোহিত। সম্ভাব্য শেষ ইংল্যান্ড সফরের শেষটাও সেই মেজাজ বজায় থাকল। হিটম্যানের কথায়, ইংল্যান্ডের পরিবেশ, মাঠ বরাবর তাঁকে টানে। এখানে খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং। আর সেই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন তিনি। মাঠে নামলে সবসময় একটাই লক্ষ্য, দলের জন্য সেরাটুকু দেওয়া। আক্ষেপ সেরাটা দিয়েও ম্যাচ ফিনিশ না করেই ফেরায়।

> আমার কাজ আমি করব। বাইরে কে কী বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। -রোহিত শর্মা

গৌতম গম্ভীররা যখন তারুণ্যের জয়গান গাইছেন, 'ইয়াঙ্গিস্তানের' পতাকা ওড়ানোকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তখন রোকোর ব্যাটে উলোটপুরান। শুভমান গিলের সঙ্গে লম্বা পার্টনারশিপের পর বিরাটকে নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেন রোহিত। সেই যুগলবন্দি নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'প্রায় পুরো কেরিয়ারে আমরা একসঙ্গে খেলছি। তাই ক্রিজে বিরাট থাকলে সুবিধাই হয়। ওর সঙ্গে খেলাটা উপভোগ করি। আমাদের বেশ কিছু ভালো পার্টনারশিপও রয়েছে। একে অপরকে খুব ভালোভাবে বুঝিও। পার্টনারশিপের সময় কী করা উচিত, পিচ, ম্যাচ পরিস্থিতি নিয়ে প্রচুর কথাও হয়।'

গ্রেপ্তারের নির্দেশ অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জুলাই : অভিযোগ ছিল, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও ধর্ষণের। সঙ্গে ভয় দেখানোর। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলা তথা দিল্লি ক্যাপিটালসের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হুগলির মগরা থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে দিন কয়েক আগে এফআইআর করেছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া জনৈক তরুণী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাটি কলকাতা হাইকোর্টে নথিভুক্ত হয়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই ঘটনার তদন্তে পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি অভিষেককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও রাত পর্যন্ত অভিষেক গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে জানা যায়নি।

ট্রফি নিয়ে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার।

সেরা উইনার্স, তরাই মর্নিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা টিঙ্কু বর্মন। উইনার্সের অন্য গোলটি যীশু সরকারের। রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন তরাই মর্নিং ফুটবল কোচিং সেন্টার। ফাইনালে তারা ৬-২ গোলে বাগডোগরার ইউনাইটেড রাইজিং স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। সুপেন বর্মন হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। তরাইয়ের বাকি গোল দুইটি রাঘব মাহাতোর। রাইজিংয়ের গোলস্কোরার অভিযুগ নিউপানে ও ওম ছেত্রী।

রয়্যালের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : ১৬টি দলকে নিয়ে রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবল সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এইচবি বিদ্যাপীঠ ও দার্জিলিং পাবলিক স্কুল গোলশূন্য ড্র করেছে। ম্যাচের সেরা রুবেল চিস্তি। সিজার স্কুল ৫-৩ গোলে জিতেছে নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্টসিয়ালের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা অর্জুন শৈব। লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেক্রেড হার্ট স্কুলকে। ম্যাচের সেরা ক্ষিতীশ খাওয়াস।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ক্ষিতীশ খাওয়াস।

চ্যাম্পিয়ন পিটার্স, পরমানন্দ, শ্রীগুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে জেলা পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট পিটার্স হাইস্কুল। তরাই স্কুলের মাঠে সোমবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে নকশালবাড়ি নেপালি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা সেন্ট পিটার্সের সিপেন নাগাসিয়া। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন পরমানন্দ হাইস্কুল। বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে সেন্ট মেরিস গার্লস হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা পরমানন্দের সৃষ্টি নাগ। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির হাইস্কুল। চাঁদমণি আদিবাসী মাঠে ফাইনালে তারা ৪-০ গোলে মাদাতি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা শ্রীগুরুর অনির্বাণ দত্ত। তিন বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল ক্লাস্টার পর্যায়ে খেলবে।

অবসর জল্পনা সংবাদমাধ্যমের তৈরি

বলছেন শুভমান

লর্ডসে ওডিআইয়ে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শতরানের পর রোহিত শর্মা।

লন্ডন, ২০ জুলাই : আগামীর দুশ্চিন্তা রয়েছে। সঙ্গে আবার স্বস্তিও রয়েছে।

দুশ্চিন্তার মূলে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের ঘনঘন চোটআঘাত পাওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়মিত চোট পাওয়া কখনই ভালো বিজ্ঞাপন নয়। বরং এমন ঘটনার দলের কম্বিনেশন নষ্ট করার পাশে ছন্দ নিয়েও সমস্যা তৈরি করে দিচ্ছে।

আর স্বস্তির নেপথ্যে রোহিত শর্মা। লর্ডসে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, হিটম্যান ইজ ব্যাক। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে রোহিতের খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে রোহিতের সমস্যা থাকার পরও হিটম্যানকে উপেক্ষা করার কোনও জায়গা নেই আর।

যদিও এখানেই রয়েছে একটি খটকা। কেন রোহিতের অবসর জল্পনা নিয়ে এমন হইচই হল? কে বা কারা এমন কাজ করলেন? হিটম্যান নিজে কি ভারতীয় দলের সাজঘরে তাঁর অবসর নিয়ে কোনও মন্তব্য করেছিলেন? লর্ডসে রোহিত রূপকথার পরও ম্যাচ ও সিরিজ হারের যন্ত্রণা নিয়ে মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সেই কাজটাই করেছেন, যা সবাই করে থাকেন সমস্যায় পড়লে। সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে বন্দুক রেখেছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক সরাসরি বলেছেন, 'রোহিতভাই ওর অবসর বা ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে আমাদের কিছুই জানায়নি। দলের সাজঘরে এই ব্যাপারে কোনও কথাও হয়নি। আসলে সবই সংবাদমাধ্যমের তৈরি।'

সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পাশে শুভমান রোহিত বন্দনায় মজেছেন। বাইশ গজে নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে রোহিতের ব্যাটিং দেখা, হিটম্যানের সঙ্গে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা অভিজ্ঞতা বলে জানিয়েছেন শুভমান। গিলের কথায়, 'রোহিতভাইকে নিয়ে নতুনভাবে কি-ই বা বলি। যা বলব ওকে নিয়ে, কম বলা হবে। লর্ডসে দুর্দান্তভাবে ইনিংসটা সাজিয়েছিল রোহিতভাই। হতে পারে আমরা ম্যাচ জিততে পারিনি। কিন্তু রোহিতভাই আরও দুই-তিন ওভার উইকেটে থেকে গেলে খেলার ফল অন্যরকম হতই।'

রোহিত স্বস্তির আবহে 'কাঁটা' হিসেবে সামনে এসেছে দলের ক্রিকেটারদের নিয়মিত চোট পাওয়া। এমন ঘটনা দলের সমস্যা বাড়াচ্ছে বলে মেনে নিয়েছেন শুভমান। চোটের কারণে হার্দিক পান্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেই তালিকায় নাম জুড়েছে হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দরদেরও। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে এমন ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শুভমান বলেছেন, 'নিয়মিত চোট পাওয়ার ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগের। এর ফলে দলের কম্বিনেশন ও ছন্দ নষ্ট হচ্ছে। যদি শেষ কয়েকটি ম্যাচে আমাদের প্রথম একাদশের দিকে দেখা হয়, তাহলে দেখবেন অন্তত পাঁচজন নিয়মিতকে পাইনি আমরা। এই ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।' এদিকে, ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ হওয়ার পরই আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার জিম্বাবোয়ে সফর। যেখানে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবেন শ্রেয়স আইয়াররা।

বৃহস্পতিবার শুরু জিম্বাবোয়ে সিরিজ

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

বাসিন্দা এসকে এমডি সেলিম ইউসুফ - কে 03.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 8 3 C 58622 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার অনুভূতিই জীবনের সেরা ঘটনা। এই বিশাল পুরস্কার জেতার পর আমরা আর্থিক স্থিতিশীলতার অনুভূতি লাভ করেছি। এই বিশেষ উপলক্ষে আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।